যে ঘরে হল না খেলা

যে ঘরে হল না খেলা

শ্রীইলা দেবী

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য—১।০

বৈশাখ—১৩৪৬

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা

উপহার
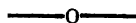
তাং..............১৩৪ শ্রী..............................

যে ঘরে হল না খেলা

অস্ট্রীয়ার আঁচলে বাঁধা মস্ত এক টুক্‌রো পান্নার মত বনশ্রীশ্যাম এই ইন্‌স্‌ব্রুক সহর। অতি দীর্ঘ যাত্রাপথ শেষ করে যখন কৃষ্ণা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এখানে পৌঁছল বেলাশেষের মৃত্ত আলোয় বসন্তবিহ্বল দেশের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে চোখ তার স্নান করে অনুভূতিকে স্নিগ্ধ করে দিল। হোটেলের ঘরের সামনে ছোট্ট একটু ব্যালকনি—কৃষ্ণা সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়েছিল, এ পাহাড়পুরীতে সবুজের জোয়ার জেগেছে, তুষারোজ্জ্বল পাহাড়গুলি থেকে শ্যাম বন্যা নেমেছে প্রথমে নরম ঘন দুর্বাঘাসে তারপরে ঋজুদীর্ঘ পত্রবিরল পাইনের গন্ধময় শাখায় শাখায় আরো পরে ঘনবনে পথে ঘাটে মাঠে চারিদিকে সবুজের বন্যা ফুলের ফেনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়েছে। খুব বড় একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে কৃষ্ণা ঘরে ঢুকল স্নান করে রাত্রিভোজনের জন্য প্রস্তুত হতে।

মস্তবড় ভোজনকক্ষে ছোট ছোট টেবিলে বহুজাতির নরনারী খেতে বসেছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ঊর্দ্ধমুখী আলোকস্তম্ভ—বাতির কড়া আলো ওপরে প্রতিফলিত হয়ে

নম্র মেদুর আভায় ঘরকে ভরিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে কোথায় বসবে দেখছিল চেয়ে, প্রধান ওয়েটার সহাস্যে এসে সবিনয়ে জানালে কৃষ্ণার বন্ধুরা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। পথে আসতে এক অ্যামেরিকান পরিবার ও জার্মানএর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তারাও এই হোটেলে উঠেছে, তারা কলকণ্ঠে কৃষ্ণাকে আহ্বান করলে। মিসেস বেরী বললে, "কী এদেশ বলত কৃষ্ণা, আমার ইচ্ছে করছে একে বাক্সে পুরে আমেরিকায় নিয়ে যাই।" খুব অল্প সময়ের আলাপ হলেও প্রকৃত অ্যামেরিকান স্বভাবসুলভতায় মিসেস বেরী সহজ নিঃসঙ্কোচতায় কৃষ্ণাকে নাম ধরে ডাকতে সুরু করেছে।

খাবার নির্বাচন করে ওয়েটারকে খাদ্য তালিকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা বললে, "তাহলে যে মস্তবড় বাক্স চাই, আর এদের রেলে লাগেজ নেবার যা ঝঞ্ঝাট—"

বেরী বল্লে "রেলকোম্পানী যদি আমাদের যেতে না দিয়ে আটকে রাখে ভালই হবে—দায়ে পড়ে স্বর্গবাস।"

জার্মান ডাক্তার লাইস্‌গাং মধ্যবয়সী লোক, পাহাড়ের মত বিরাট বপু, স্থূল ঘাড় থেকে চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, তিনি বল্লেন, "যখন আমাদের দেশে যাবেন ফ্রাউ বেরী, দেখবেন সেখানেও খুব সুন্দর জায়গা আছে অনেক। কি বলেন ফ্রয়লিন্ ব্যানার্জি?"

কৃষ্ণা বল্লে, "হ্যাঁ সত্যি। রাইনল্যাণ্ডএর মধ্যে দিয়ে যেতে রাইনের দুই কূলের যা ফলেফুলে ভরা শস্যপ্রচুরা মূর্তি দেখেছি তা ভোলবার নয়। ইয়োরোপের ওই নদীটি

যাকে দেখে আমাদের দেশের বিপুলা গঙ্গাকে খুব বেশী মনে পড়েছে। আমাদের ভাষায় একটা কথা আছে জানেন—নদীমাতৃক দেশ—নদী মায়ের মত দাক্ষিণ্য দানে দেশকে শ্রী-সম্পন্না করে তোলেন তাই নদীকে প্রাচীন আর্য্যরা আমাদের দেশে মা বলে বন্দনা করেছেন। আপনাদের রাইন, আমাদের গঙ্গা সে বন্দনাকে সত্য করে তুলেছে।"

লাইস্‌গাং ভাবে গদগদ হয়ে বল্লেন, "কী অপূর্ব ব্যাখ্যা—আপনি ঠিক খোসা কেটে শাঁসকে বার করেছেন।"

প্রফেসর স্মিড্‌ এতক্ষণ নীরব ছিলেন। ছফুট লম্বা অস্থূল সরল দেহ—নীল্‌চে চোখ—সোনালি চুল খুব ছোট করে কাটা—বের্লিন ইয়ুনিভার্সিটিতে তিনি অতীত সভ্যতার শিক্ষা দেন। বল্লেন, "আপনারা কবির দেশের লোক কিনা, সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে এমন সহজে বুঝিয়ে বলতে পারেন। আরো কত হয়ত এই রকম আর্য্য রীতি নীতি প্রথা যা পশ্চিম থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এখনও আপনারা আচার ব্যবহারে ভাষায় ভূষায় তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভাবলেও সম্ভ্রম হয়।"

আইরিণ বেরী বল্লে, "সত্যি তোমাদের কী mystic দেশ। তোমাদের কী অদ্ভুত আদর্শবাদী গান্ধী। তোমাদের কত বড় দরদী কবি। পশ্চিমের রূঢ় কর্কশ materialismএর যুগের সঙ্গে তোমাদের কোন যোগসূত্র নেই—তোমরা যেন অন্য গ্রহের দেশ।"

কৃষ্ণা অল্প হেসে বল্লে, "যখন আপাতত পৃথিবীনামক

গ্রহটাতেই বাস করতে হচ্ছে তখন মঙ্গলবাসীদের মত মাথা-সর্বস্ব খর্বদেহ নিয়ে চলে কি করে practical জীবনে? স্বপ্ন বুনে সময় কাটে, আদর্শ গড়ে মনটা বাড়ে কিন্তু পেট ভরে কই? সেটা আমাদের দেশের লোক ঠেকে শিখেছে।"

বেরীর বৃদ্ধ পিতা ছোটখাট লোক. মাথাভরা টাক—সোনার চশমা চোখে—তিনি এতক্ষণ এদের কথা চুপ করে শুনছিলেন, বলে উঠলেন, "হা হা এই দেখ। এ যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই যে একটা তীক্ষ্ণ cynicism—এ কোথায় ভারত কোথায় মার্কিণ সব জায়গায় সমান। জন্মে থেকেই তোমরা সতর্ক হয়ে আছ কেউ বুঝি তোমাদের ঠকালে—কেউ বুঝি তোমাদের ফাঁকি দিলে। কেউ যদি আদর করে তোমাদের গায়ে হাত বুলোলে তোমরা তখুনি ধরে নিলে সে তোমাদের আদর করতে নয়—তার নিজের হাতের সুখ পাবার জন্যে, কেউ ভালবাসল তোমরা তাকে চুল চিরে বিশ্লেষণ করে বার করে দিলে শুধু মনের ক্রিয়া এ নয়—ক্ষুধাতৃষ্ণার মত দেহেরই একটা অপরিহার্য্য ক্রিয়া। জীবনের জৌলষ গেল ঘুচে, রইল বর্ণহীন material—এতে কার লাভ হচ্ছে? আমরা পেছিয়ে যাচ্ছি সেই গুহাবাসী মানুষের যুগে যারা অত্যন্ত স্থূলভাবে বস্তুকেই বিশেষ করে বুঝেছিল।"

কৃষ্ণা সরবতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ বেরীর দিকে তাকাল। খুব আস্তে বল্লে, "গুহাবাসী মানবমনের সঙ্গে আমাদের তফাৎ আছে, মিস্টার বেরী। তারা সত্যও চেনে

নি মিথ্যাও চেনে নি—যা দেখেছে তাকেই inevitable বলে মেনে নিয়েছে। আমরা মিথ্যাকে দেখেছি। দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে এই মিথ্যা দেশে দেশে মনুষ্যত্বকে বিকৃত করে দিচ্ছে—লোভের রূপে হিংসা হয়ে ঘৃণা হয়ে প্রতারণা হয়ে মানবমনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এই সহজ সুমধুর মিথ্যার ওপরে যে নির্মম নিষ্কলুষ সত্য তাকেই আয়ত্ত করার সাধনার প্রয়োজন এখন। সে সাধনা কঠোর তবু তাকেই মানতে হবে, স্বপ্ন বর্জন করে সত্যকে অর্জন করতে হবে।"

লাইস্গাং টেবিলের ওপর বিরাট এক চড় মেরে বাসন-পত্র ঝন্‌ঝনিয়ে বল্লেন, "ঠিক বলেছেন, স্বপ্ন দেখার দিন আর কোন দেশের নেই। আমাদের Fuehrer বলেন—কাজ কর—মেয়ে ছেলে জোয়ান বুড়ো কাজে লাগো—দেশকে গড়তে হবে তাই নিজেকে গড়ে নাও আগে—"

কৃষ্ণা বল্লে, "ওই ত মুস্কিল—দেশকে গড়তে অনেকেই উৎসুক কিন্তু নিজেকে গড়ার কোন ঝঞ্ঝাটে কেউ যেতে চায় না। দেশবাসীকে মানুষ করে গড়ে তোলাই দেশকে গড়া—তা নয় ত একি একতাল মাটি যে তাকে দিয়ে ভাঙ্গা গড়া চলবে।"

তাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে তিনজন ইংরেজ ওয়েটার পরিচালিত হয়ে তাদের টেবিলে এসে পৌছল। সব থেকে অল্পবয়সী ছেলেটি কৃষ্ণার হাত ধরে খুব ঝাঁকানি দিতে দিতে বল্ল, "দেখলে কৃষ্ণা, কেমন তোমায় খুঁজে বার করেছি। তুমি কোন্ হোটেলে উঠবে তা ত বলে আসনি—ছুটতে হল সঙ্কটতারণ টমাস্ কুকের লোকের কাছে। ভারতীয় মেয়েদের

বিশিষ্টরূপ ত এরা রোজ দেখতে পায় না—একবার দেখলে তাই ভোলে না সহজে।"

"অর্থাৎ এমন কালো রং দেখলে কি কেউ ভুলতে পারে সহজে? থাক টোনি আর complimentএ কাজ নেই—এঁদের সঙ্গে আলাপ কর।"

টোনির সঙ্গে স্বামীস্ত্রী দুজন; হিগিনস্ ব্যবসায়ী লোক বেড়ানর বড় ধার ধারেন না। কলেজের ছুটিতে টোনিকে বেরিয়ে পড়তে দেখে তাঁদের কি রকম সখ হল। কৃষ্ণাদের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে—টোনিরা খেয়ে এসেছে। আলাপের পালা শেষ হলে কৃষ্ণা বল্লে "কফিটা নিয়ে বাইরে বাগানে বসা যাক যেয়ে।" টোনি কৃষ্ণার কফির পাত্র তুলে নিয়ে চলল।

কোলাহলে আলোয় আতপ্ত ঘর থেকে বেরতেই বাহিরের পাইন-গন্ধ মন্থর স্নিগ্ধ হিমেল হাওয়া নেশার মত লাগল এসে গায়ে। নরম ঘন অন্ধকারপুঞ্জ মেঘের মত পাহাড়ে বনে ঘন হয়ে জমেছে। দূরে উর্দ্ধে পাহাড়ের গা জড়িয়ে জড়িয়ে ফিউনিকুলার রেলের রঙীন আলোগুলি রাত্রির ললাটে অগ্নিময় ললাটিকায় মত জ্বলছে নানারঙে। রূপবতী নটীর মত নগরী যেন জেগেছে রাত্রে; পথের দুপাশের দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করছে—হাঙ্গেরিয়ান মেয়েদের সূচের কাজ করা বিচিত্র পোষাক, অদ্ভুত আকারের বড় বড় পাইপ, কাঁচের মালা—কাঠের কাজ করা নানা জিনিষপত্র—দলে দলে মেয়েরা দেখে দেখে জটলা করে ফিরছে। রাত্রি-ভোজনের পর সকলে মিলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে—হাসি গল্পে পথ একেবারে মুখর হয়ে উঠেছে—

কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ আলো-অন্ধকার ঘাসের উপর বসেছে—কোথাও খোলা জায়গায় বাজনা হচ্ছে—অনেকে শুনছে। কেউ কুরশালে ঢুকেছে বাজী খেলতে—হোটেলগুলোয় নৃত্যসঙ্গীত সুরু হয়েছে, অনেকে নাচ আরম্ভ করেছে তার সঙ্গে। কৃষ্ণা অন্যমনে কফিতে চামচ নাড়তে নাড়তে দেখছিল চেয়ে। এ দেশে কি রোগ শোক দুঃখ ভাবনা কিছুই নেই? পশ্চিমের যত দেশে সে ঘুরেছে এদের এই সহজ খুশীর প্রাচুর্য্য সত্যিকারের সব সময়ের আনন্দ দেখে সে অবাক হয়েছে। বিধি কি একচোখা হয়ে যত আনন্দ সৌন্দর্য্য, যত হাসি প্রমোদপ্রিয়তা এদেরই দিয়েছেন? না এরাই জীবনের দুঃখকে উপেক্ষা করে আনন্দকে আয়ত্ত করার মন্ত্র শিখে নিয়েছে?

আইরিণ সিগারেটের ধূমজাল রচনা করে তার আড়াল থেকে সকৌতুকে লাইস্‌গাংকে নানা প্রশ্নে অত্যন্ত বিব্রত করে তুলছিল। হিগিন্‌স্‌ গৃহিণী এই প্রসাধনকুশলা সুরসিকার দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন অনেকক্ষণ থেকে। তাঁর নিজের কিছু বয়েস হয়েছে, তাঁর মুখের খাঁজগুলোকে ঢাকবার চেষ্টায় এলিজাবেথ্‌ আরডেন, জেন সেমুর প্রভৃতি অনেকের রূপ-রসায়নাগারে যাতায়াত করেছেন—চামড়ার খাদ্য অনেক খাইয়েছেন, লাল হলদে সবুজ অনেক পাউডার লাগালেন—চোখের পল্লব থেকে পায়ের নখের রং অনেকবার বদলে দেখলেন চেহারার উন্নতি কিছুতেই আর হয় না। শেষে রাগ করে ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন জগতের যাবতীয় প্রসাধনকুশলা নারীকে তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। দেহকে লালিত্য

দেবার চেষ্টায় অনেক তিনি দড়াদড়ি বেঁধেছেন কিন্তু অবাধ্য দেহ কোন শাসনই না মেনে যেখানে ক্ষীণ হবার কথা সেখানে অসভ্য রকম স্থূল হয়ে উঠেছে। এখন তাই তন্বঙ্গী মেয়েদের তিনি অত্যন্ত বিরক্তির চোখে দেখেন। আইরিণকে অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে নিরীক্ষণ করে করে বল্লেন "আচ্ছা আমেরিকার মেয়েরা প্রসাধনে আর পোষাকে কত খরচ করে বলতে পারেন ?" তিনি কথা বলেন একটু ক্যাঁচকঁ্যাচে আওয়াজে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে যাতে শ্রোতার মনে ভাল করে দাগ কেটে বসে যায়।

আইরিণ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে "যতটা তাদের সঙ্গতিতে কুলায়।"

"কিছুটা সময় যদি তারা সমাজের নৈতিক উন্নতির কাজে দ্যায় তাহলে জগতের কত উপকার হয়।" খুব গম্ভীর হয়ে হিগিন্‌স্‌ গৃহিণী বল্লেন।

বেরী বল্লে "এ কিন্তু আপনার presumption মিসেস্‌ হিগিন্‌স্‌—আমাদের মেয়েরা যে সামাজিক কোন কাজ করে না এ আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ?"

হিগিন্‌স্‌ গৃহিণী বল্লেন, "এবারে নেহাৎ স্বাস্থ্যের খাতিরে আসতে হয়েছে তাই—তা না হলে home ছেড়ে আমি বাইরে অন্যদেশে কখন হৈ হৈ করতে বেরতে চাই না। কিন্তু কাণে ত শুনছি যে এদিকে মেয়েদের নৈতিক জীবন ক্রমশঃই নেমে যাচ্ছে। কেবল প্রজাপতির মত সাজ-পোষাক করা আর গুবরে পোকার মত নিজের তালে ঘোরা এই ত আজকাল স্বদেশের মেয়েদের কাজ।"

টোনি মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বল্লে "তা আমি এও বলব মেয়েরা যদি সকলে চেহারা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে শুধু সমাজের কাজে লেগে যায় তাহলে সে সমাজ ছেড়ে লোকে পালাতে পথ পাবে না।"

হিগিন্‌স্ গৃহিণী টোনির প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন প্রফেসর স্মিড্ বলে উঠলেন, "তা খুব সত্যি। এই দেখুন না ভারতবর্ষের মেয়েরা যদি তাঁদের অপূর্ব আর্য্য পরিচ্ছদটি বাঁচিয়ে না রাখতেন তাহলে জগতে অনেকখানি লালিত্য কমে যেত।"

আইরিণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে "ঠিক বলেছেন। আমি কৃষ্ণার গতিভঙ্গী যতই দেখি ততই মুগ্ধ হয়ে যাই। নৃত্যরতা অপ্সরার ছন্দ যেন বন্দী হয়ে আছে ওর চলার মাঝে।"

কৃষ্ণা বল্লে "ওরে বাসরে আইরিণ—আর আমি চলতেই পারব না যে—পা ফুলে কলাগাছ হয়ে যাবে।"

হিগিন্‌স্ গৃহিণী এতক্ষণ এই ভারতবর্ষীয় মেয়েটাকে আমল দেবার দরকারই ভাবেন নি—ওরা হল প্রজার জাত ওদের সঙ্গে কি সমান হয়ে মেশা যায়। এদের এই অসহ্য অতিশয়োক্তি শুনে প্রথমটা তিনি এমন অবাক হয়ে গেছলেন যে কথাই বলতে পারেন নি—এবার করকর করে বলে উঠলেন "তা এমন চোদ্দ হাত লম্বা পোষাক পরে কোন্ সত্যিকারের কাজটা করা যায়। আমি ত ভাবি ওটা ভয়ানক clumsy পরিচ্ছদ।"

কৃষ্ণা চেয়ারটা ঘুরিয়ে তাঁর দিকে ফিরে বসে বল্লে "তাই নাকি মিসেস্ হিগিন্‌স্? পারিতে আপনি গেছেন কি সম্প্রতি?

সেখানে দেখে এলাম ফলিবার্জারের প্রধানা অভিনেত্রী যোসেফিন বেকার শাড়ী পরে stageএ নেমেছেন। মালিন দিয়েত্রিচকে শাড়ী পরা দেখেছি। পারির সব থেকে বড় দোকান গালারি লাফায়েত—সেখানে ওরা পোষাক রেখেছে যা made on saree lines. কন্‌টিনেণ্টের যেখানে গেছি শাড়ীর প্রসংশায় অস্থির করে দিয়েছে। তবে এ পরিচ্ছদে ইংরেজ মেয়েদের clumsy দেখাবে কিনা বলা যায় না—সকলের সব জিনিষ সুশোভন হয় না।"

প্রফেসর স্মিড্ চুপ করে শুনছিলেন, খুব গম্ভীরভাবে বল্লেন, "এটি খুব খাঁটি কথা। ভারতবর্ষের আর্য্যরা বহুযুগ ধরে ভেবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য এমন পরিচ্ছদের সৃষ্টি করেছেন যা সে দেশের মাটি সে দেশের হাওয়ায় ঠিক খাপ খায়—সে দেশের রূপটিকে মূর্ত্তি দেয়। আমি ভারতীয় মেয়ে খুব কমই দেখেছি কিন্তু যা দেখেছি তা থেকে মনে হয় তাঁদের এ ছাড়া অন্য কোন বেশই যেন মানাবে না। যেমন তাঁদের স্বপ্নময় কালো চোখ—ভারতের নিজস্ব বাণীর মত ও চোখ—ওখানে চকচকে নীল চোখ ভাবাই যায় না।"

লাইস্‌গাং সোজাসুজি কথা বলেন—বল্লেন "আপনার চোখ-দুটী আমাদের কাছে একটি বিস্ময়ের মত। ডয়েট্‌শ্‌ল্যাণ্ডের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে ঘুরলেও ও রকম চোখ দেখতে পাবেন না।"

কৃষ্ণা বল্লে "ফিয়েলেন দাঙ্ক, হের লাইস্‌গাং। কিন্তু আপনারা আমাকে ভারতীয় specimen পেয়ে যে রকম চুল চিরে

analyse করছেন নিজেকে আমার ক্রমেই মনে হচ্ছে মেডিকাল স্কুলের স্কেলিটনের মত।"

লাইস্‌গাং ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। নৃত্যাগারে নৃত্য-সঙ্গীত সুরু হতে আইরিণ উঠে পড়ে বল্লে "তা যাই বল বাপু —তোমার মত চোখ ও চুল পাবার জন্যে আমি অনেকখানি দিতে পারি।" সে লঘুপদে চলে গেল।

হিগিন্‌স্ গৃহিণী রুদ্ধ আক্রোশে নীরব হয়ে ছিলেন। এবার অবজ্ঞার একটু বাঁকা হাসি হেসে বল্লেন "এঁরা ত জানেন না যে ভারতবর্ষে কালো চোখ অতি সাধারণ জিনিষ—কোনই মূল্য নেই তার—পথে ঘাটে ছড়ান আছে।"

কৃষ্ণা বল্লে "না তা ত জানেন না। এই যেমন দেখুন না সাদা রং আপনাদের দেশের কয়লার খনিতেও গিস্ গিস্ করছে। কে আর তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। আমাদের দেশে গেলে তবেই না তার মূল্য বাড়ে।"

হিগিন্‌স্ গৃহিণী ভুরু তুলে কৃষ্ণার দিকে তাকালেন—আ গেল যা—এ মেয়েটা আবার জবাব দেয় দেখছি। তিনি চিবিয়ে বল্লেন "আচ্ছা আপনাদের দেশে শুনেছি নাকি অনেক মেয়ে কোন জামা না পরে শুধু একটা কাপড়ের টুকরো গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়?"

"তা বেড়ায় বই কি; যেটা পরে বেড়ায় সেটা ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্ত্রও নেই এমনই অবস্থা আমাদের দেশের লোকের বেশীর ভাগ। আপনাদের দেশে ত তেমন কোন ইকনমিক কারণ নেই তবু দেখেছেন ত মেয়েরা একটা বড় কাপড়ের

টুকরোর চেয়ে ঢের কম পরিধেয় পরে সকলের সামনে সমুদ্রের বালিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

খুব মুরুব্বিয়ানা চালে হিগিন্‌স্‌ গৃহিণী বল্লেন "সেটা হল স্বাস্থ্যের কারণে। ভুলে যাবেন না আমাদের মেয়েরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষিতা। ভারতবর্ষে শুনেছি মেয়েরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, একসারসাইজ করতে জানে না—সব সময় দাসী-পরিবৃতা হয়ে ঘরের কোণে খাঁচার পাখীর মত থাকতেই ভালবাসে।"

কৃষ্ণা বল্লে "যে দেশে অর্দ্ধেকের ওপর লোকের দুবেলা আহার জোটে না সে দেশের মেয়েদের বিনা পরিশ্রমে শরীর খারাপ হয় শুনলে হাসি আসে—তাদের স্বাস্থ্য যায় অতিপরিশ্রমে আর খাদ্যাভাবে। আর দাসীর কথা যে বলেছেন, আমাদের দেশের হাওয়ারই এমনি গুণ মিসেস্‌ হিগিন্‌স্‌ যে যে সব ইংরেজ মেয়েরা যায় ওখানে, যাদের বাড়ীতে এখানে পুরুষানুক্রমে চাকর রাখার রীতি নেই, তারাই ওখানে যেয়ে এমন বদলে যায় যে হাত থেকে রুমালটি খসলে সেই মুহূর্তে পঁচিশজন বেয়ারা চাপরাশি এসে তুলে না দিলে তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দ্যাখাতে পারি।"

হিগিন্‌স্‌-এর মুখ ক্রমশঃ লাল হাঁড়ির আকার ধারণ করছিল তিনি বলে উঠলেন "তা বলে আপনাদের দেশে লজ্জাকর পর্দাপ্রথা যথেষ্ট রয়েছে এটা ত অস্বীকার করতে পারেন না।"

"মোটেই পারি না। ও প্রথা কবে কি করে এল জানতে হলে একটু ইতিহাসের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পর্দার প্রয়োজন

মরে গেছে—প্রথাটা রয়ে গেছে, ব্যাধি নেই—কলঙ্ক রয়েছে—মোচন করবে কে? ইংরেজরা? তাঁরা ত ডেমক্র্যাসির হিপোক্রিসির আড়ালে বসে আছেন—ধরবার ছোঁবার উপায় নেই—আপনাদেরই একজন বলেছেন না India is a country with a vast complaint but nobody to complain to."

হিগিন্‌স্‌ বল্লেন "দেশকে বড় করতে হলে ডেমোক্র্যাসি তার প্রধান ওষুধ।"

"এমন কোরে কোন দেশ বড় হয় নি মিস্টার হিগিন্‌স্‌। জার্মানীতে হিটলার বল্লেন, বেলিনে slum থাকবে না, তাঁর হুকুমে সেই মুহূর্তে বড় বড় বাড়ী ঘর রাস্তা ভেঙে নূতন করে সব গড়া হতে লাগল। তিনি বল্লেন জার্মানীর প্রত্যেক ছেলে স্কুলের পড়া শেষ করে অন্ততঃ ছমাস দেশের কাজে উৎসর্গ করবে। কোথায় খাল কাটা হচ্ছে, কোথায় রাস্তা তৈরী হচ্ছে, কোথায় জঙ্গল পরিষ্কার হচ্ছে, ধনী দরিদ্র প্রত্যেক ছেলে মজুরদের সঙ্গে সমান হয়ে সেই কাজে যোগ দেবে—নবীন জার্মান জাতকে কেউ কোনভাবে কোনদিকে যেন হার মানাতে না পারে—জার্মান যুবকজীবন জানুক শুধু বইপড়াই শিক্ষার চূড়ান্ত নয়—কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ বোধশক্তি নিয়ে জগতে অজেয় হওয়া যায় না। ইটালিতে ড্যুচে বল্লেন অস্ট্রিয়ার ম্যালেরিয়া মুক্ত করে আমি অমুক মাসে অমুক দিনে নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করব। তখুনি কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, নির্দ্দিষ্ট দিনে যেয়ে তিনি নতুন নগরীর শস্যক্ষেতে শস্য বপন করে এলেন

নিজ হাতে। দেশকে বড় করতে হলে দরদী হতে হয়, সাহসী হতে হয়, শুধু সমালোচক হলে চলে না।” ·

টোনি মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বল্লে, “ওরে বাবা তা বলে ডিক্‌টেটারের রাজত্ব চাও নাকি? কেউ এসে বলবেন গোঁফ রাখ ঝাঁটার মত—কেউ বলবেন চুল কাট মাথা নেড়া করে। হুকুম হবে হয়ত ইংল্যাণ্ড থেকে স্কট্‌ল্যাণ্ড রাস্তা হওয়া চাই একরাত্রে—কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের যত ছেলে বই ফেলে কোদাল ধর—কথাটি বলা ‘ফের বোটেন।’ ও ডিক্‌টেটারের রাজ্য থেকে আমার নামটি কেটে দাও।”

হিগিন্‌স্‌ ভাল করে উঠে বসে বল্লেন, “আপনার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি মিস ব্যানার্জি। আপনাদের দেশে বর্ত্তমান ডেমক্র্যাটিক ইংরেজ শাসনই অসহ্য হয়েছে লোকের, সেখানে ডিক্‌টেটার রেজিম চলবে ভাবেন?”

“কেন চলবে না যদি তার পেছনে সত্যিকারের moral support থাকে। ডিক্‌টেটার ত দেশবাসীরই সৃষ্ট জিনিষ—দেশের মঙ্গলেই তাঁর অস্তিত্ব—তিনি যদি তা থেকে বিরত হন সঙ্গে সঙ্গে তার ডিক্‌টেটারগিরিও শেষ হয়ে যাবে। ইংরেজরা অন্য দেশের hero-worshipকে প্রকাণ্ড একটা দুর্ব্বলতা ভেবে প্রচণ্ড অবজ্ঞার সঙ্গে দেখেন। আপনারা দেখেন একটিমাত্র লোকের বাণী লক্ষ লোকে কি শ্রদ্ধায় মেনে নিচ্ছে—সে শ্রদ্ধা কি শুধু ওই লোকটিকে? তিনি তাদের মাঝে যে কর্ম্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করেছেন, অপমান মোচন করে যে আত্মসম্মানকে সচেতন করেছেন—এ শ্রদ্ধা ব্যক্তির ওপরের সেই বৃহতের উদ্দেশে।”

লাইস্‌গাং ভয়ানক জোরে টেবিল ঠুকে বল্লেন, "সুন্দর ক্রয়লিন ব্যানার্জি—সুন্দর আপনার ব্যাখ্যা—আমার অভিনন্দন নিন।"

কৃষ্ণা অল্প হেসে বল্লে "এ জিনিষটা পাশ্চাত্যের চেয়ে আমাদের কাছে সহজে ধরা দেয়—কারণ পেগান আমরা—দেবতার মূর্তি গড়ে পূজা করি দেখে বিদেশী মিশনারী ঘৃণায় ভয়ে শিউরে ওঠেন। তাঁদের এত শিক্ষা নেই যে বুঝবেন পূজো মাটি পাথরকে নয়—সৃষ্টিতে যিনি অণুর মাঝে অণীয়ান্ মহতের মাঝে মহীয়ান্, পূজো তাঁকেই।"

বৃদ্ধ বেরী বল্লেন "আপনাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যে কত অদ্ভুত কথা শুনি তা আর কি বলব। একদিকে লোমহর্ষণ নরবলি আর একদিকে বুদ্ধের বাণী—সত্যিকারের হিন্দুধর্ম কাকে বলে বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

"না তা পারি না—জিনিষটা এত বিরাট, এত বিভিন্ন দু'কথায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র।"

বেরী বল্লেন "কিন্তু সাধারণ লোকে তা বোঝে কি করে?"

"তাদের বোঝবার দরকার নেই। ধর্ম কি পেটেণ্ট ওষুধ যে সবাইকে সমান এক এক দাগ ঢেলে খাইয়ে দিলেন—ল্যাঠা চুকে গেল? যারা সমাজের অশিক্ষিত দরিদ্র তাদের জন্যে অত্যন্ত সরল করে ধর্ম বা moralকে কত কথা কাহিনী গানে তৈরী করা হয়েছে। তাদের আনন্দ দেবার জন্যে, জীবন-যাত্রায় একটু বৈচিত্র্য আনার জন্যে কতরকম পালা পার্বণ ব্রত রয়েছে। যাঁরা শিক্ষিত—মন যাঁদের প্রসারতা পেয়েছে তাঁরা

গীতার মধ্যে ধর্ম ও কর্মের অপূর্ব সঙ্গমের সন্ধান পেয়েছেন। আর যাঁরা কর্মজগৎ পেরিয়ে শুধু জ্ঞানে নিমগ্ন থাকতে চান—তাঁদের জন্যে রয়েছে উপনিষদ। যার সম্বন্ধে শোপেনহর বলেছেন—জীবনে এই আমায় দিল শান্তি মরণে এ দেবে অমৃত। আমার এত বিদ্যা নেই যে এ আপনাকে দু'কথায় বলে বুঝিয়ে দেব।"

হিগিন্‌স্ গৃহিণী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না বক্রস্বরে বল্লেন "আপনাদের অত গভীর ফিলসফি বোঝবার জ্ঞান আমার ত নেই তবে শুনেছি ধর্মের দোহাই দিয়ে আপনাদের দেশে মেয়েদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত—আমরা ভারতবর্ষ শাসন করে তবে সেটা বন্ধ করি।"

কৃষ্ণা অল্প হেসে বল্ল "আপনার এ তথ্য একেবারে খাঁটি। তবে দেখুন ইংল্যাণ্ডে এই সেদিনও কুইন মেরীর ক্রিশ্চান রাজ্যে কত মেয়ে মানুষকে ডাইনী বলে stakeএ বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে—এখন কি আর তা করে? চক্রবিপাকে আজকে যদি আমরা ইংল্যাণ্ডকে শাসন করতাম তাহলে পুড়িয়ে মারা বন্ধ করার বাহাদুরীটা আমরাই নিতাম।"

সকলের মুখ চাপা হাসিতে ভরে উঠল। হিগিন্‌স্ গৃহিণী নিজেকে এই কৌতুকের উদ্দেশ্য ভেবে ভীষণ চটে গেলেন—তিনি কলহের স্বরে বল্লেন "তা যাই বলুন আজকের দিনেও ধর্ম নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করাটাকে আমি বর্বরতা মনে করি—আপনাদের ওসব গোলমালের মানে কিছু আমি বুঝি না।"

কৃষ্ণা চেয়ারে এলিয়ে হেলান দিয়ে বসলে, বল্লে, "আপনি বৃথা বোঝবার চেষ্টা করবেন না মিসেস হিগিন্স্। সকলে কি সব জিনিষই বোঝে।"

টোনি বল্লে "কিন্তু সত্যি কৃষ্ণা ধর্ম নিয়ে কেবল লড়াই করেই তোমাদের দেশের কোনকালে উন্নতি হচ্ছে না।"

কৃষ্ণার চোখ অন্ধকারে ঝকমকিয়ে উঠল, খুব আস্তে সে বল্লে, "চুপ কর টোনি। আমার দেশের ভালমন্দর সম্বন্ধে আমি তোমাদের কাছ থেকে শিখতে চাই না। তোমরা নিজেদের ছাড়া জগতে আর কোন দেশের কোন জাতের ভাল দেখতে পাও কখন? তোমরা হলে এক একটি *টিন্ গড্* নিজেদের খেলনা-স্বর্গে সারাক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আছ পাছে মানুষের সংস্পর্শে এসে তোমাদের দেবত্ব মাটি হয়ে যায়।"

ধমক খেয়ে টোনি একেবারে চুপ হয়ে গেল। হিগিন্স্ সিগারেট-শেষটা ভস্মাধারে সজোরে টিপে সক্রোধে বল্লেন "Tin Gods! হোঃ—how preposterous. Don't you believe it! Don't you believe it! হোঃ"—তিনি রাগের আতিশয্যে ফঁ্যাস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালেন।

লাইস্গাং-এর মুখ চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বল্লেন "আপনি যা সব উপমা দেন এমন উপযুক্ত আমি আর কখন শুনি নি ফ্রয়লিন্ ব্যানার্জি। আপনারা মাপ করবেন হের হিগিন্স্ কিন্তু ইংরেজদের মত এমন আড়ষ্ট অপরিচ্ছন্ন জাত আমরা দেখে অবাক হই। লাণ্ডানের chilly অনাত্মীয়

আবহাওয়ার এমন গুণ যে বিদেশীকে আর ভুলতে হয় না সে বিদেশে আছে। আমাদের বের্লিনে যান আত্মীয়তা করার জন্যে সকলে উন্মুখ হয়ে আছে—আর কত পরিষ্কার—একটুকরো জঞ্জাল পাবেন না সব ঝকঝক করছে। আর লাণ্ডান্—ওঃ কী সব slum—কী ধোঁয়া আর কালি—সব সময়ে ভুরু কুঁচকেই আছে কিনা।”

নোংরামির কথাটা যদিও অবান্তর কতকটা তবুও এই সবপেয়েছির দেশের আত্মপ্রশংস মনোভাবকে লাইস্‌গাং একটু খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করলেন না এবং অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত প্রকাণ্ড সিগারের একমুখ ধোঁয়া সোজা হিগিন্‌স্‌এর নাক মুখ চোখ লক্ষ্য করে ছেড়ে দিলেন।

. হিগিন্‌স্‌ রাগের ধাক্কাটা সামলে একটা উপযুক্ত উত্তর দেবার অবসর পেলেন না। আইরিণ ফিরে এসে বল্লে “কী সুন্দর রাতটা —সকলে মিলে কোন কুরশালে যাওয়া যাক বাইরে।”

টোনি উঠে কৃষ্ণার কাছে এসে বল্লে “চল কৃষ্ণা—আজকের মত আশা করি যথেষ্ট পলিটিক্‌স্‌ হয়েছে—এখন একটু ঘুরে আসা যাক।”

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়িয়ে বললে “না আমার পড়া আছে। একটু না পড়লে প্রফেসরের মুখটা আমায় কেবলই চোখ রাঙাবে, ঘুমতে দেবে না।”

সে চলে গেল। টোনিকে বসে ফের কাগজ পড়তে দেখে হিগিন্‌স্‌ বল্লেন, “তুমি আসবে না?” মুখ না তুলে টোনি বল্লে “নাঃ, ঘুম পাচ্ছে।”

হিগিন্‌স্‌ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন।

সে দিন রাতে শুতে যেয়েই হিগিন্‌স্ গৃহিণী বল্লেন "ও ভারতবর্ষীয় মেয়েটা—কি থরথরে বাচাল—ওর আস্পদ্ধা দেখে অবাক হচ্ছি।"

হিগিন্‌স্ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন, বল্লেন, "হ্যাঁ আজকাল ওদের সবাইএরই আমাদের ওপর রাগ রাগ ভাব। আগে তবু ওরা আমাদের অনেক ভক্তি শ্রদ্ধা করত। কালে কালে কি যে হল।"

হিগিন্‌স্ গৃহিণী খড়ের রংয়ের অল্প ক'গাছা চুলে ঘষঘষ করে বুরুষ ঘষতে ঘষতে বল্লেন "এসব আমাদেরই দোষ। আমরাই ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে এই রকম বাড়িয়ে তুলেছি। এখন ওদের কথা শুনে বোঝা দায় যে আমরা ওদের শাসন করছি না ওরা আমাদের করছে। এ সমস্ত গভর্ণমেণ্টের দুর্বলতার ফল। আমি হলে এ সব মনোভাব গজাবার আগেই তাকে শাসনের চাপে নিষ্পেষিত করে দিতাম। এখন ওরা আমাদের না করে খাতির না করে ভয়, কিচ্ছু না।" তিনি বুরুষটা রেখে একটা সাদা কাপড়ের গোল টুপি মাথায় দিয়ে চিবুকের তলায় তার ফিতেটা বাঁধতে লাগলেন। দেখতে হল যেন ন্যাড়া মাথায় চুণকাম করেছেন।

হিগিন্‌স্ বল্লেন "নাঃ, সে কিছু ভাববার নেই। আমি ত ওদের দেশে যেয়ে দেখেছি—এখনও হাজার হাজার লোক আমাদের ঠিক পূজো করে। যতদিন তারা আছে আমাদের পায় কে। শুধু দু একজনই এই রকম বাইরে এসে আমাদের চমকটা কমে গেছে তাদের কাছে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম।

তাঁর গৃহিণী শুয়ে পড়ে লেপটা ভাল করে টেনে বল্লেন "তবু ভাল। আর এইসব কন্টিনেণ্টাল লোকগুলো ওদের নিয়ে যা fuss করে দেখে আমার হাড় জ্বলে যায়। জার্মানগুলো ত গোঁয়ারগোবিন্দ—ওদের কে বলতে যাবে। ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান এরা সব ন্যাকা ও ঢংয়ের দল—ওরা আধপাগলা—ওদের কথা ছেড়েই দাও। অ্যামেরিকানরা ত কতকটা আমাদের মত —তাদের কাছে খানিকটা sensible ব্যবহার আশা করা যায়—তাও দেখি না। মেয়েটাকে ওরাই আরো মাথায় চড়িয়েছে।"

হিগিন্‌স্ বইটা বন্ধ করে রেখে দিয়ে বল্লেন, "But she is attractive though—তা অস্বীকার করতে পার না।"

. হিগিন্‌স্ গৃহিণী ফোঁস করে উঠে বল্লেন "আহা হা—পুরুষ মানুষগুলো এমনি ভেড়াই বটে, একটু কোথাও রূপ দেখেছে ত অমনি মাথা ঘুরে গেছে—নিজেদের prestige বলে একটা জিনিষ নেই। ওই টোনি ছোড়াটাকে দেখ না—তুই কি বলে একটা কালো মেয়েকে নিয়ে অমন নাচানাচি করছিস—তুই যে বৃটিশ আর ওযে কালোর জাত—সেটা কি ভুলে গেলি নাকি? গ্যাখো তুমি টোনিকে এবিষয়ে বেশ কড়া করে সাবধান করে দেবে যে সে নিজের prestige ভুলে কালো মেয়েমানুষের সঙ্গে কোন রকমে জড়িত হয় যদি আমরা তার সঙ্গে তাহলে কোন সংস্রব রাখতে পারি না। বুঝেছ?" তিনি খটাস করে বাতিটা নিবিয়ে দিলেন।

"আচ্ছা দেখা যাবে সে তখন—" হিগিন্‌স্ মস্ত হাই তুলে

চোখ বন্ধ করলেন। শীগ্‌গিরই সুগভীর নাসিকাধ্বনি তুলে তিনি নিদ্রাজগতে স্বপ্নরাজ্যে পৌছলেন। সেখানে ছাখেন তিনি ভারতবর্ষে এসে পড়েছেন। পাগড়ীপরা হাজার হাজার ভারতীয় আভূমিপ্রণত হয়ে কুর্ণিশ করছে তাঁকে; তার মাঝে আবার ওই ইন্‌স্‌ব্রুকের হোটেলের সেই মেয়েটাও রয়েছে যে! হুঁ দেখলে ত—ভারতের মাটির গুণ যাবে কোথা—তুদিন বাইরে গেলে অমন লম্বা কথা সবাই বলে।······ইচ্ছা পরিতৃপ্তির আনন্দে তাঁর নাসিকা আরো জোরে গর্জে উঠল।

শুনে শুনে তাঁর গৃহিণীও ঘুমিয়ে পড়লেন; ঘুমিয়ে দেখেন তিনি মস্ত এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ত আর আপত্তিজনক ভাবে স্থূল নেই! তনুদেহের প্রত্যেক রেখাগুলি ললিত ভঙ্গীময়—অনেকটা ওই ভারতীয় মেয়েটার মত। সেও ত আয়নার মাঝে রয়েছে না? কী ভীষণ কদাকার দেখাচ্ছে তাকে—ভয়ে বিস্ময়ে সে তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বোধের মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। তিনি অনুকম্পার ঈষৎ হাসি হেসে বল্লেন "ভয় পেও না—আমরা তোমাদের উদ্ধার করতেই এসেছি—।"

পাশের ঘরে আইরিণও ঘুমচ্ছে। তুধের ফেনার মত সাদা নরম বালিশে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালি চুল ছড়িয়ে আছে—অত্যন্ত শুভ্র নিটোল কণ্ঠতটে একটা হাত আলগোছে রাখা রয়েছে। তখনও তার নৃত্যের ঘোর কাটেনি—সমস্ত বিশ্ব নৃত্য-দোলায় তুলছে—আইরিণ তুলছে লতার মত তার সাথীর বাহুর ওপর। ওপরে নীচে চারিদিকে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ রামধনু তুলছে—

চুল উড়ছে হাওয়ায়—একী দীর্ঘ ঘন চুল! তাকে ঢেকে তার সঙ্গীকে ঢেকে কালবৈশাখীর কালো মেঘের মত উড়ছে। মেঘের মুকুরে ছাখা যায় তার ধূসর চোখ ত আর নেই—হরিণের মত কালো টানা নিজের তুটি চোখের পানে চেয়ে চেয়ে নিজেরই মনে নেশা লেগে যায় যে।......

আর এক ঘরে ঘুমের ঘোরে লাইস্‌গাং নাক ডাকাচ্ছেন কিন্তু ভাবছেন বক্তৃতামঞ্চে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন—"ছাখো ডয়েট্‌শল্যাণ্ড বিগত যুদ্ধের পর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছল—কিন্তু ফের আমরা উঠেছি ভাঙ্গাকে জোড়া দিয়েছি—সকলের সামনে এগিয়ে এসেছি।"......শুনছে শুধু একটি অপূর্ববেশা মেয়ে—কালো চোখ তার অগ্নিশিখার মত ঝলসে উঠছে—এ ত সেই পরিচিত ভারতীয় মেয়ে না? সে বল্লে "আপনাদের সবল দেশপ্রেম দেশকে শক্তিময় করেছে—সমস্ত জগতকে বিস্মিত করেছে—আপনারা বীর—আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি।"—

গর্বে আনন্দে লাইস্‌গাং ঘুমের ঘোরে আচ্ছাদনটাকে দূর করে সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন—এদিকে আকণ্ঠ দেহ যে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসচে সেদিকে লক্ষ্য নেই।

প্রফেসর স্মিড্‌ও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির থিসিস্ লেখা নিয়ে খেটেছেন। ঘুমের ঘোরে মন তাঁর ঘুরে ফিরছে বিগত অতীতের মাঝে—অতীতের কলাশিল্প সভ্যতার জগতে যেখানে ক্রীটের মীনটারের প্রাসাদমুখের অতি জটিল সুড়ঙ্গপথে কোন তন্বঙ্গীর শুভ্র বসন ছাখা দিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায়, মিশরের মরুপ্রান্তরের বিপুল বিরাট

পিরামিডের স্তব্ধ গহন অন্তরে কার অতি সুকুমার মুখচ্ছবি দ্যাখা দিয়ে লুকিয়ে যায়—স্বপ্নময় চোখে চঞ্চল কটাক্ষ হেনে কে লঘুপদে চলে যায়। ভারতবর্ষের সমুদ্রকূলে সমুদ্রের নমস্কার-নিবদ্ধ যুক্ত হস্তের মত সূর্য্যমুখী সূর্য্যমন্দিরে কোন পূজারিণী লীলায়িত ভঙ্গীতে আরক্তবসনে অরুণ আরাধনার অর্ঘ্য নিয়ে আসে, সঙ্কট-দুর্গম শিলালিপিময় গিরিগুহার ঈষদন্ধকারে কোন গৈরিকবসনা ব্রতচারিণী শুদ্ধমনে গম্ভীর মন্ত্র শোনায়।······কোনো বসনপ্রান্তের ললিতরেখা কারো অঙ্গের লীলাভঙ্গী কোন কাজলনয়নার চকিত চঞ্চল দৃষ্টি কোন কণ্ঠের মন্দগম্ভীর ছন্দ—এই সব বহুযুগমন্থিত বিক্ষিপ্ত স্মৃতিচিহ্নগুলো অতি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে একটি মেয়ের সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠতে লাগল।······এত সেই পথের বন্ধু কৃষ্ণা নয়?···

কিছুদূরে টোনির ঘর। এরই মধ্যে যতটা সে পেরেছে ঘরটাকে অগোছাল করেছে। বই খাতা কাগজ চিঠি ছড়ান চারিদিকে। আলমারীর দরজা খোলা, পরিত্যক্ত কাপড়গুলো মাটিতে টেবিলে যেখানে সেখানে ছড়ান—একপাটি জুতো চেয়ারের ওপর একপাটি খাটের তলায়, জুতোগুলো যে ঘরের বাইরে বের করে দেবার কথা সে তার খেয়াল নেই—সে তখন চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছে। সাত সমুদ্র পারে কোন রৌদ্রঝলসিত দ্বীপের দেওদার বনতলে সে বসে আছে, কলেজের যত বই খাতা সব যেন বাঁশী বেহালা ব্যাঞ্জো হয়ে ছড়িয়ে আছে চারপাশে—কী অজস্র গোলাপ ফুটেছে বনে—কিউ গার্ডন্‌এ জুন মাসে যেমন গোলাপে গোলাপে রংয়ের আগুন জ্বলে যায় তেমনি

গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ—কোনটা ফুটন্ত কোনটা কুঁড়ি তখনও। গোলাপের বনের মাঝ হতে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা—হাতে তার গোলাপের আধফোটা কুঁড়ির মালা। টৌনিকে দিলে মালা, তুলে নিলে তার বাঁশী—বল্লে "দ্যাখো টৌনি—একটা বেড়াল—" টৌনি দ্যাখে আরে এত বেড়াল নয়—ওর মুখটা যে মিসেস্ হিগিন্‌স্‌এর মুখ—আঃ জ্বালালে। বিরক্ত হয়ে টৌনি পাশ ফিরে শুল।

কৃষ্ণা ঘুমের ঘোরে সভয়ে ছটফট করে জেগে উঠল। তখনও সে হাঁপাচ্ছে—গলার কাছ থেকে আবরণটা টেনে সরিয়ে দিল। ভয়বিস্ফারিত চোখে ভাল করে চেয়ে দেখলে—এই ত তার হোটেলের ঘর—দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট গোলাপকুঁড়ি ও ফরগেট-মি-নটের পাপড়ি ছড়ান ওয়াল-পেপার, তিনকোণা আয়না টেবিলে এক গোছা সাদা বনফুল সে এনে রেখেছিল—তার মৃদু গন্ধ ভরেছে ঘরে, আয়নার সামনের আসনে তার শাড়ী পরিপাটি করে ভাঁজ করা রয়েছে—ঘনমধুর রংয়ের আলমারী—সেই রংয়ের খাট, পুরু নরম বিছানার নীল রেশমের লেপটা সরে গেছে গা হ'তে। খাটের পাশে কৃষ্ণার জরির কাজ করা চটিটা—মধু রংয়ের ছোট্ট টেবিলে তার বই খাতা। কৃষ্ণা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে জানালার কাঁচটা খুলে দিলে—নীলবুটি দেওয়া সাদা পরদার দড়িটা টেনে পর্দা সরিয়ে দিলে—বাহিরের তুষারস্নিগ্ধ হাওয়া তার ললাটে কণ্ঠে হাত বুলিয়ে গেল। দূরে অরণ্যভরা স্তব্ধ পাহাড়গুলির ওপর রহস্যভরা রাত্রি অন্ধকার হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। পাহাড়ের ওপর সাদা বরফ নিদ্রাহীন চোখের মত

নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। আকাশের কোয়াশার মাঝে দু একটি তারা ঝিকমিক করছে।

কৃষ্ণা এতক্ষণ ঘুরছিল নিবিড় ঘন জঙ্গলের কাঁটাভরা আঁকাবাঁকা রাস্তায়। শাড়ীটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—কাঁটায় কেটে যেয়ে গাময় ধূলোকাদা রক্ত জমে আছে—পা দুটো ভীষণ ফুলে উঠেছে—সে আর চলতে পারছে না। জনশূন্য জঙ্গলে কিসের যেন আওয়াজ শোনা গেল—কৃষ্ণার বুকে রক্তটা জমে আটকে গেল—সে আর নিশ্বাস নিতে পারছে না। শব্দ থামল না—ক্রমে কাছে আসতে লাগল—অনেক লোকের পায়ের আওয়াজ। দাঁত দিয়ে এমন জোরে কৃষ্ণা ঠোঁট কামড়ে ধরল—ঠোঁট কেটে যেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল—সে কিছুই অনুভব করলে না—তার বুকে জমে যাওয়া রক্তটা আটকে রয়েছে—নিশ্বাস নিতে পারছে না—কানের মধ্যে মাথার মধ্যে ঝিনঝিন আওয়াজ করে সূচ ফুটছে। পায়ের আওয়াজ খুব কাছে এসেছে—গাছের ডালপালা সরিয়ে কারা এগিয়ে আসছে। কৃষ্ণা জামার মধ্যে হতে একটা রিভলভার বার করলে—কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের গলার ওপর তার মুখটা চেপে ট্রিগার টেনে দিলে।······একী আটকে গেছে যে। —কোন আওয়াজ হল না।······কৃষ্ণা শিউরে উঠে জানালার ঠাণ্ডা কাঁচে কপালটা চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।······

মধুর সুন্দর সকালটি। তুষারচূড় পাহাড়ের তীক্ষ্ণ শুভ্র শিখরগুলি ছুরির ফলার মত আকাশের স্বচ্ছ নীলে বিঁধে আছে।

সোনা মাখান সবুজের রং লেগেছে বনানীতে নিবিড় ঘন সুরার মত শিশির-স্নিগ্ধ পাইন-গন্ধী হাওয়া।

টৌনি এসে বল্লে, "শোন কৃষ্ণা আমার মাথায় চমৎকার একটা মতলব এসেছে।" আকাশে আঙ্গুল তুলে বল্লে, "চল ওই হাফেলকার পাহাড়ের বরফ দেখে আসবে?"

কৃষ্ণা পরেছে সেদিন বেগুনফুলি রংয়ের একটা শাড়ী, চুলে দিয়েছে সেই রংয়ের এক গুচ্ছ ব্লুবেল। আজকের সকালের আলোয় সরস হয়ে সূর্য্যমুখী শতদলের মত মনের তার সব-গুলি পাপ্‌ড়ি আনন্দের দিকে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে, "চল না, খুব মজা হয় তাহলে—"

টৌনি বল্লে "আচ্ছা হোটেলে বলে আমাদের lunchটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক, ওখানে পাইন বনে বসে খাওয়া যাবে।"

কৃষ্ণা উজ্জ্বল হেসে বল্লে, "বা ভারি চমৎকার হবে—ভাগ্যে এমন brain wave এসেছিল তোমার মাথায়।"

"ওখানে পাহাড়ের ওপর অনেক বেশী ঠাণ্ডা—তুমি খুব মোটা ওভারকোট নেবে সঙ্গে—" টৌনি খুব মুরুব্বিয়ানা সুরে বল্লে।

সব আয়োজন করে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তারা বেরল হোটেল থেকে, টৌনির ঘাড়ে মস্ত দুই ওভারকোট আর খাবারের মোড়ক। রাস্তায় যেয়ে ট্রামে উঠতেই এক-জন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কৃষ্ণাকে আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—যদিও জায়গার কোন অভাব ছিল না।

কৃষ্ণা মৃদু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তিনি তাকে প্রায় জোর করে বসিয়ে দিয়ে আলাপ স্থরু করলেন। তিনি চেক্ (Czech), ইংরিজি খুব অল্পই জানেন কিন্তু তাতে আলাপ আটকাল না—সহজ আত্মীয়তায় তখনি তিনি খবর দেওয়া নেওয়া স্থরু করলেন। কবে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলের বয়স কত, ডাক্তারী করে কত সে উপার্জন করে —মেয়ে কোথায় আছে, কি পড়ে সব বল্লেন এবং কৃষ্ণার দেশের খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারাও হাফেলকারের ওপরে যাচ্ছে শুনে খুব খুশী হলেন—তিনিও যাচ্ছেন সেখানে—কৃষ্ণাকে সমস্ত দেখিয়ে দেবেন বলে তিনি সগর্বে অন্য সব যাত্রীদের দিকে তাকালেন। বিদেশিনীর সঙ্গে এমন সহজে তাঁর আলাপ করার দক্ষতা দেখে অন্য যাত্রীরা এতক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে সকৌতূহলে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। টোনি গজগজ করে বল্লে, "সিন্দাবাদের বুড়োর মত এ ত আচ্ছা ঘাড়ে চড়ল দেখছি।"

কৃষ্ণা চাপাগলায় বল্লে, "আঃ কি কর টোনি, ইংরিজি বোঝে যে—"

টোনি মুখ ভার করে বল্লে, "ওঃ, বুঝল ত ভারি হল। বুঝে যদি নামে তবেই বাঁচি বরং—"

চেক্ ভদ্রলোক কিন্তু নামার কোন লক্ষণ দেখালেন না। তাঁর পরণে টিরোলিয়ান খাট কোট, মাথায় পালক দেওয়া টুপি, কাঁধে knapsack, বায়নাকুলার, হাতে খুব মোটা alpenstock, পায়ে পেরেক দেওয়া প্রকাণ্ড বুট, ভাল করে

জাঁকিয়ে বসে বল্লেন, "মাদ্‌ময়সেল্‌ আমার বায়নাকুলার রয়েছে আপনাকে ছাখাব পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের কী দৃশ্য।"

পাহাড়ের পাদমূলে ফিউনিকুলার রেলওয়ের ছোট্ট স্টেশন—অনেক লোক জমেছে সেখানে—ওপরে যাবে বলে। টোনি টিকিট আনতে না আনতেই ট্রেন এসে পড়ল। খেলনা গাড়ীর মত, ছোট বসবার আসনগুলো থাকে থাকে সাজান, অন্য ট্রেনের মত মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে নেই—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যেয়ে হুড়মুড় করে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। কৃষ্ণা চর্মাধার খুলে কয়েকটা মুদ্রা বার করে বল্লে, "আমার টিকিটের কত লাগল টোনি?"

টোনি রেগে বল্লে, "কেন সেটা আমি দিলে কি সৃষ্টি অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

"না, কিন্তু তুমি দেবে কেন?"

"মেয়েরা দাম দিলে আমাদের লজ্জা পেতে হয়—তাদের ত দাম দেবার কথা নয়।"

"কেন কথা নয় শুনি? মেয়েদের সবসময় এমন পরগাছা করে রাখতে চাও কেন বলত? সর্বদা শতবাহু দিয়ে তারা তোমাদেরই জড়িয়ে থাকে—স্নেহ দিয়ে শাসন দিয়ে এই নির্ভরতাটাকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাও। কেন? তারাও তোমাদের মত সতেজ সনির্ভর হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াক, ফুলে বিকশিত হোক—ফলে দান করুক দাক্ষিণ্য—এ ত দেখিনা তোমাদের ইচ্ছে—কেবল লতা হয়ে জড়াক তোমাদের

শতপাকে, তোমাদের গতিকে করুক ব্যাহত, শক্তিকে করুক ক্ষুণ্ণ সেও ভাল। তখন বলবে মেয়েরা তোমাদের বন্ধন, তোমাদের বোঝা, তবু মনে মনে তাই ভাল লাগে।"

টোনি বল্লে, "রক্ষা কর, দাও বাপু দাও দাম। কিন্তু তা'বলে তোমার এসব অন্যায় বকুনিকে মানছি ভেব না। কোন লোকে চায় মেয়েরা মাকড়সা বাঁদরের মত ঝুলুক তার গলায়। তবে যাকে ভাল লাগে তাকে কিছু দেওয়ায় তার জন্যে কিছু করায় আনন্দ পাওয়াটা বিধাতা গোড়া থেকে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আদিম মানুষের ইচ্ছে হল বর্শা নিয়ে একছুটে যেয়ে প্রতিবেশীর মাথাটা কেটে এনে দিলে বান্ধবীকে। এখন পুলিসকণ্টকিত যুগে এমন drastic উপহার দেওয়া ত সম্ভব নয়, তাই দোকানে যেয়ে দাম দিয়ে নেহাৎ মামুলি ভাবে জিনিষ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মানুষকে। তার মানে ত এ নয় যে মেয়েরা আমাদের গলায় ঘণ্টার মত ঝুলতে থাক।"

কৃষ্ণা হেসে বল্লে, "না ঠিক তা নয় মানি। কিন্তু তোমরা মেয়েদের যখন নিকট পরিচয়ের মাঝে পেতে চাও তখন তাদের মাঝে আত্মনির্ভরতা কিছুতেই সহ্য করতে পার না। তোমাদের মনের অন্তরতমে চাও—তারা কিছু দুর্বল হোক কিছু অসহায় হোক—বুদ্ধি থাক কিন্তু তা যেন তীক্ষ্ণ না হয়—বিদ্যা থাক সে কিন্তু তোমাদেরই appreciate করার জন্যে। জীবনে তারা যেন সকল রকমে তোমাদের কাছে হার মানতে শেখে, যেন তোমাদের অস্তিত্বে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে জানে।"

"ব্যাপারটা কি জান কৃষ্ণা, সেই সুরু থেকে পুরুষ মেয়েদের দেখে এসেছে তারা জয় করে আনার জিনিষ, তাদের আয়ত্ত করতে বিঘ্নজয়ী বীরত্বের প্রয়োজন—তাদের রক্ষা করতে সবল শক্তির পরীক্ষা সর্বদা—তাদের নিয়ে সংঘাত সব সময়ে কিন্তু সেত পুরুষে মেয়েতে নয়, পুরুষে পুরুষে। মেয়েদের সে সংঘাতে যোগ দেবার কথা নয়—তারা শুধু নিমজ্জিত হয়ে থাক পৌরুষের আশ্রয়ে পুরুষের অস্তিত্বে, তাদের মনোরঞ্জনী হয়ে।"

"মানে তারা যেন জলের তলার শেওলার দল—লতায় পাতায় বিকশিত হোক বেড়ে উঠুক কিন্তু সবই জলের তলায়,—যেদিকে চলবে স্রোত তাদেরও গতি সেইদিকে—জল থেকে মাথা তুললেই মৃত্যু ?"

"বোঝ না কৃষ্ণা যা আমাদের মজ্জায় মিশিয়ে আছে তা কি একদিনে যায়। কত লক্ষ কোটি যুগ কেটে গেছে এখনও মানুষ জন্মাবার আগে জীবসৃষ্টির প্রাচীনতম অধ্যায়গুলোর মধ্যে দিয়ে এসে তবে মানুষে পরিণত হতে পারে। আর তার মনের গড়নটাই কি একলাফে সব ডিঙ্গিয়ে চলে আসতে পারে ?"

"তাহলে তোমাদের মন থাকুক্ বাড়তে, আর আমরা থাকি ততদিন কি করতে ?"

"তা জানি না। জানি এখন মেয়েদের জয় করার জন্যে ধনুকও ভাঙ্গতে হয় না ধানুকীকেও বধ করতে হয় না। তবু পুরুষের অবুঝ প্রকৃতি চায় মেয়েরা এখনও একান্তভাবে তাদেরই

আয়ত্তে থাক,—তাদের জন্যে তার পৌরুষ সংগ্রাম করবে সংঘাত সইবে দুঃখ পাবে কিন্তু তার প্রতিপত্তিকে প্রতিহত হতে দেবে না।"

"জয় করার মত অত গর্ব বারবার কেন কর? মেয়েরা কি ঘটিবাটি যে তাদের লুটপাট করে আনতে হবে? ওই জয়-পরাজয়ের ধাঁধা ধাঁধিয়ে রেখেছে তোমাদের চোখ—তাইত মেয়ে পুরুষের সহজ সম্বন্ধটি তোমরা দেখতে পাও না—যেখানে তারা পরস্পরের বন্ধু, সঙ্গী, সহায়। কেড়ে নেওয়া আর হারিয়ে দেওয়া এই দ্বন্দ্বে বুঝি হয়েছে বিকৃত। জোরের ওপর যার প্রতিষ্ঠা সে কখন সত্য না—হোক না সে ভালবাসা। এতে তোমরাও ফাঁকি পড়েছ অনেক। সহজ দানের আনন্দে যে প্রাচুর্য্য দাবী দাওয়ার পাহারা বসিয়ে নিংড়ে নিতে গেলে তা মূলেই যায় শুখিয়ে। পুরুষ মেয়ের জন্যে সংঘাত কতটা সইতে প্রস্তুত জানি না তবে তাদের প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হবার কাল্পনিক শঙ্কায় তারা সদাই সন্ত্রস্ত এটা ঠিক। তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির ছায়া পেলেই ঈর্ষ্যায় বনবেড়ালের মত ফুলে ওঠে এখনও।"

টোনি মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলো। চেক্ ভদ্রলোক তাড়াহুড়োর মাঝেও কৃষ্ণাদের কক্ষে উঠতে ভুল করেন নি। এতক্ষণ তাদের তর্কের মাঝে কথা বলবার একটুও ফাঁক পান নি। টোনিকে হাসতে শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "দেখুন মাদ্‌ময়সেল্ এই বায়নাকুলারে নীচে ইন্ নদী কেমন ছাখাচ্ছে।"

ক্ষীণা বরফগলা নদী দুধের ফেনার মত সাদা, তীক্ষ্ণ সর্পিল স্রোতে পাহাড়ের পায়ে পায়ে চলেছে। পুরান একটা কাঠের

সেতুর ওপর লোক চলেছে, নীচের পথঘাট ঘরবাড়ী, পাথরের প্রাচীর ছেয়ে গোলাপের ফুল্ল লতা, পাহাড়ের পাদমূল ঢেকে ফলের বাগান—এ্যাপ্‌ল্‌ গাছের ডালগুলি টুকটুকে লাল ফলের ভারে ঘন সবুজ ঘাসে নত হয়ে পড়েছে, চুনিবসান চেরী গাছ, সবুজে একটু আবীর মাখান, পরিপক্ক পীচগুলি, ঘন পল্লবের তলে তলে নীল্‌চে কালো এপ্‌রিকট্‌—ফলন্ত বসুন্ধরার মনোহরা মূর্তি। কৃষ্ণা ধন্যবাদ দিয়ে বায়নাকুলার ফিরিয়ে দিলে, ভদ্রলোক তখনি সেটা টোনিকে দেখতে দিলেন—টোনি নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে দেখলে একবার।

চেক ভদ্রলোক বল্লেন, "আপনাদের হিমালয় অভিযানে একবার আমার একজন চেনা লোক গেছলেন—শুনেছি সে নাকি আরো বিরাট ভয়ঙ্কর।"

কৃষ্ণা বল্লে, "আলপ্‌স্‌ আর হিমালয়ের এই তফাৎটা আমার খুব মনে লাগে। এখানের এ পাহাড় নদী বন সুন্দর সবই, কিন্তু এরা প্রসাধনে সংযত। আর হিমালয় এখনও ভয়ঙ্কর—তার সৌন্দর্য্য দুরন্ত।" এখানের ঘন অরণ্যে ঘুরতে যেয়ে পদে পদে প্রাণ হারাবার কোন ভয় জাগে না—মানুষভোজী বাঘ নেই, বীভৎস সাপ নেই, কালাজ্বর ম্যালেরিয়ার মারাত্মক মশা নেই। যে কটা ভাল্লুক ছিল মানুষ তাদের একটি একটি করে মেরেছে। এদের প্রকৃতি রূপ তার মানুষেরই মনোরঞ্জনে দিয়েছে। এখানের তুষারমৌলি গিরিশিখর—এদেরও বিস্ময় জাগান বিপুল রূপ, দুর্গম বটে তারা—কিন্তু দুর্জয় নয়—মানুষ এদের দেহকে বিঁধে বিঁধে নিজেদের জয়রথ চালিয়েছে, তুষারের শুদ্ধ কঠিন শুভ্রতায়

নিজেদের জাতীয় পতাকা উড়িয়েছে। আর হিমালয়ের সৌন্দর্য্য কোন শাসন জানে না, কোন সংযম মানে না, অসংবরণীয় রকমে বিশাল—অজেয় রহস্যে এখনও ভয়ঙ্কর। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরা-জেয় উদ্ধত উচ্চতায় ভারতের জয়পতাকা কে ওড়াবে কবে?

কৃষ্ণা অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে দেখে চেক্ ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তার হাতে বায়নাকুলারটা তুলে দিয়ে বল্লেন, "দেখুন মাদ্‌ময়সেল্।"

কৃষ্ণা অগত্যা আর একবার দেখে মৃদু ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দিল। তিনি তখন টৌনির দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন। টৌনি বল্লে, "না না মাদ্‌ময়সেল্‌কে দিন—উনি ভাল করে দেখবেন—ওঁর নিজেরটা ফেলে এসেছেন বলে দুঃখ করছিলেন—"

ভদ্রলোক সহাস্যে বল্লেন, "নিশ্চয়। আমি ত এনেছি, মাদ্‌ময়সেলের ত্যাখার মোটেই অসুবিধা হবে না।" তিনি তখনি ফের সেটা কৃষ্ণাকে দিলেন। কৃষ্ণা একটু আপত্তি করতে গেল কিন্তু সে কথা শোনে কে। এর পর হতে তিনি ক্ষণে ক্ষণে বিনয়-সহ বায়নাকুলার দিতে লাগলেন, কৃষ্ণা ভদ্রতার খাতিরে প্রতিবার দেখে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দিল। অবশেষে অমায়িকতার অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে কৃষ্ণা টৌনির দিকে ভীষণ ভ্রুকুটি করে তাকালে। টৌনি ততক্ষণ রুদ্ধ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাকে রাগতে দেখে তাড়াতাড়ি বল্লে, "ওই যে স্টেশানটা এবার আসচে—ওইখানে আমরা নেমে যাব। তা না হলে পাইন বনে বেড়ান হবে না। এর ওপরে বন শেষ হয়ে যাচ্ছে—এবার শুধু ঘাস—alpine pasture land."

ভদ্রলোক বল্লেন "হ্যাঁ, আর ত এ রেল চলবে না, ওখান থেকে cage railway আরম্ভ হয়েছে—একটা খাঁচাকে তার দিয়ে টেনে ওপরে উঠিয়ে নেয়।"

টোনি বল্লে, "আর তারটি যদি ছেঁড়ে? অত শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ পড়ে গেলে ত খুব আরাম লাগবে না।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "না পড়বে কেন। দুটো তার পাশাপাশি গেছে, একটাতে কিছু হলে অন্যটায় আটকে যাবে। চল্লিশ বছর cage railway যাতায়াত করছে—দুর্ঘটনা কোনদিন হতে ত শুনি নি।"

ট্রেন থামতে সকলে নেমে পড়ল। মস্ত বড় লোহার খাঁচার মত একটা জিনিষ, চারিদিকে মোটা গরাদ লাগান, যাত্রীর দল যেয়ে তাতে উঠল। কৃষ্ণারা আসচে না দেখে চেক্ ভদ্রলোকটি ভারি নিরাশ হলেন। কৃষ্ণা তাঁকে আশ্বাস দিলে, "এখানে একটু বেড়িয়ে তারপর আমরাও ওপরে যাব।"

ভদ্রলোক আশান্বিত হয়ে বল্লেন, "তবে ত ফের দ্যাখা হবে—" তিনি কন্‌টিনেন্‌টাল কায়দায় কৃষ্ণার হাত চুম্বন করে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

টোনি কৃষ্ণা পথ ছেড়ে তীক্ষ্ণোন্নত পাইনের গন্ধময় নিবিড়তায় প্রবেশ করলে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত আলো পুঞ্জ পুঞ্জ পাতার পর ভেঙ্গে কুচিকুচি হয়ে স্বর্ণরেণুর মত ছড়িয়ে গেছে বনের মাঝে। গাছের কর্কশ কাণ্ড নরম সবুজ শ্যাওলায় শ্যামল হয়ে আছে, গাছের গোড়ায় পাথরের গায়ে গায়ে পাহাড়ের ফাটলে বিচিত্র পাতার বিবিধ ফার্ণ ঘন হয়ে জন্মেছে। ঘাসের আড়ালে পাতার আড়ালে

কতরকমের বনফুল—গোছা গোছা হেয়ার বেল—রক্তাভ নীল ফুলগুলি ক্ষীণ দীর্ঘ ডাঁটির ওপর দুলছে নতমুখে। ছোট ছোট ব্লুবেল, বিষের মত নীল মঙ্কস্ হুড্ হলদে সাদা ডেসির ফুটকি—লঘু সাদা লার্কস্পারের পুষ্পিত শিষগুলি—আরো কত নাম না জানা ফুল প্রজাপতির আটকে যাওয়া ডানার মত পাতায় পাতায় আটকে আছে। কৃষ্ণা পারে ত সব ফুলগুলোই তুলে নিয়ে যায়। কতগুলো সে খোঁপায় দিলে কয়েকটা টোনির বাটন্‌হোলে লাগিয়ে দিলে—দুহাত ভরে ফুল ফার্ণ তুলে তবুও তার আশ মেটে না। টোনি বল্লে, "আর বোঝা বাড়িও না—শেষ পর্য্যন্ত ত ওগুলো আমাকেই বইতে হবে।"

কৃষ্ণা শেকড় শুদ্ধ কয়েকটা ফার্ণ তুলে তলার ঝুরঝুরে মাটিটা ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে, "তুমি একটা ফিলিস্টাইন—ফুলের বোঝা বইতে বিরূপ হও– "

তারা আরো খানিকটা হাঁটল তারপর একটু ফাঁকা জায়গা—পাহাড়ের কিনারায় কয়েকটা বড় বড় বৃক্ষছায়ে কাঠের একটা আসন রয়েছে। সেখান থেকে নীচেটা খানিকটা দ্যাখা যায়—পাইনের সবুজ শীর্ষের তরঙ্গ—ওপরে কাচের মত মসৃণ নীল আকাশে আঁকা বাঁকা বরফের রেখা।

টোনি বেঞ্চের ওপর জিনিষ পত্র নামিয়ে রেখে খাবারের মোড়কগুলো খুলতে লাগল। কৃষ্ণাকে ডাক দিয়ে বল্লে, "রাজ্যের অগাছা আর ত বেশী বাকি রইল না—এবারে খাবারে একটু মন দিলে হয় না?"

কৃষ্ণা সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলে, "দ্যাখো টোনি দ্যাখো—

তিনটে ভায়োলেট পেয়েছি—" টোনির সামনে সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

টোনি ফুল দেখলে কিনা মনে নেই—সে দেখলে একখানি বঙ্কিম সুন্দর হাত—ক্রমক্ষীণায়িত আঙ্গুলগুলি—হাতের কঙ্কণটা রোদে ঝকমক করছে। চোখ তুলে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে তখুনি দৃষ্টি নামিয়ে সে নিজের কাজে মন দিলে। সহজ খুশীতে আজকে কৃষ্ণার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সরে গেছে, এর মাঝে কোনো জটিলতার জড়িমাকে কি করে সে ফের জড়িয়ে দেবে ওর মনে।

কৃষ্ণা তার পাশে এসে বসলে—বল্লে, "ক্লান্ত লাগছে টোনি—এমন চুপচাপ কেন?" ওর গলার স্বর ফুলের পাপড়ীর মত এত নরম, ঈষৎ হাওয়ার মত এমন আল্‌তো হয়ে ওঠে এক একসময়। টোনি জোর করে হেসে বল্লে, "না না মোটেই নয়। কত বড় বড় স্যাণ্ডউইচ্ দিয়েছে দেখছ? দুটো পীচ অ্যাপ্‌ল্—বিস্কিট আর চকলেট—চকলেটগুলো সব তোমার—যা মিষ্টি ওগুলো।"

কৃষ্ণা হেসে বল্লে "বা রে—যা উনি খেতে পারবেন না তা আমায় দেওয়া—আহা কি দয়া—তাহলে অ্যাপ্‌ল্‌টা কিন্তু তোমার—অতবড়টা খাওয়া এক জ্বালা—পীচগুলো বরং ভাল।" সে একটা পীচ তুলে নিয়ে ওষ্ঠে স্পর্শ করলে, মখমলের মত কী নরম খোসাটা রসে ফেটে পড়বে এখুনি। টোনি একবার তাকিয়ে দেখলে পীচের রসে সিক্ত সরস ওর লাল দুটি ওষ্ঠপুট। —সে মাথা নত করে পুনর্বার খাওয়ায় মন দিলে।

কৃষ্ণা বল্লে—"বা কি মজার গেলাস। জল পড়বে না ত—"

শক্ত কাগজের তৈরী বেঁটে গেলাস, কৃষ্ণা বোতল থেকে খানিকটা জল ঢেলে আস্তে আস্তে পান করলে। টোনি না দেখে পারলে না—হাতীর দাঁতের মত হল্‌দে সাদা ওর কণ্ঠের কমনীয় ভঙ্গীটি—সূক্ষ্ম নীলাভ দু একটি শিরার রেখা এঁকে বেঁকে নীচে নেমেছে কণ্ঠতট হতে। খেতে ভুলে যেয়ে টোনি হাতের বিস্কিটখানাকে অন্যমনে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করতে লাগল।

রৌদ্ররেণুমাখা মধ্যাহ্ন মধুমাতাল ভ্রমরের মত ঈষৎ গুঞ্জনরত। বসন্তে আতপ্ত হাওয়ায় তন্দ্রাক্ষুণ্ণ বনানীর মির্মির জেগেছে, অদেখা ঝরণা কোথায় একটানা ঝুমঝুমি বাজিয়ে চলেছে। রৌদ্রপুলকিত পাখী একটা ডাক দিয়ে গেল একবার। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুর ওপর মাথা রেখে টোনি অন্যমনে একটা পুরোনো গানের সুরে আস্তে শীষ দিচ্ছিল—সোনালি চুলে আলো ছিট্‌কে সোনার মত চিকমিক করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে কৃষ্ণা তার হাতে একটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "ওঠ টোনি ওপরে যাবে না।"

টোনি সচকিতে উঠে বসল—বল্লে, "যাবে এখুনি? তোমায় কী যে বলব ভাবছিলাম—"

কৃষ্ণা বল্লে, "না চল। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে বনের মায়া মানুষকে নেশার মত পেয়ে বসে।" সে উঠে এগিয়ে চল্‌ল। অগত্যা টোনিও উঠলে, জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করলে।

আবার সেই খাঁচায় ওঠা। সকলে ভেতরে যেতেই ঘড়াং করে লোহার গরাদের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, বেজায় আওয়াজ করে সেটা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে লাগল। নীচে ত্মাখা যায় ঘনসবুজ পাইনবন নেশার মত নিবিড় হয়ে আছে, চারি পাশে শ্যাম-স্বর্ণাভ পাহাড়ের প্রাচীর বক্রোন্নত গতিতে দিকে দিগন্তে চলে গেছে। আকাশের আলোকিত শূন্যতাকে শব্দে সচকিত করে চলেছে যন্ত্র কয়েকটি মানুষকে নিয়ে।

এখানেও সকলে কৃষ্ণাকে হাঁ করে দেখছে দেখে টোনি তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। এদের এই অতিমাত্রার বিস্ময় ওকে সব সময় বিরক্ত করে তোলে। ওর অতি সংযমিত ইংরেজ মন কোন ভাবের সহজ অভিব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না—ব্যক্তও করতে পারে না। ওদের অবচেতন অন্তরে যে চিন্তা যখন জন্ম নেয় তাকে চেতনা হতে চেপে রেখে দেওয়াই রীতি—অন্য সমস্ত মানুষের সঙ্গে ওইখানে ওদের মূলগত পার্থক্য। মনকে নরম নমনীয় করে প্রকাশ করার শক্তিকে ওরা ভাবে স্বভাবের দুর্বল বাহুল্য সেটা। স্বভাবের সমস্ত অনুভূতিগুলোকে অক্ষয় রীতিনীতি অর্থাৎ ritual দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আড়ষ্ট অশোভন হয়ে বসে থাকা সেও ভাল। মনের গতি যতই ব্যাহত হোক না তাতে রীতি ত রইল বজায়।

হাফেলকারের সর্বোচ্চ শিখরে ছোট একটা স্টেশনের মত জায়গা। খাঁচাটা সেখানে আটকে যেয়ে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। একটুখানি ঘরের মত, কাঁচের জানালা দিয়ে ঢাকা চারিদিকে, একখানা বেঞ্চ্ একপাশে রয়েছে যাত্রীদের জন্যে।

একজন টিরোলিয়ান মেয়ে কতগুলো ছবি বনফুল টুপির পালক সম্বর হরিণের লোমের গোছা নিয়ে বিক্রী করছে সকলের কাছে। পরণে তার কাজ করা কাঁচুলি, রঙীন ঘাঘ্‌রা থাকে থাকে ছড়িয়ে আছে, মাথার টুপিতে মস্ত লম্বা পালক ভুলছে। কৃষ্ণা কয়েকখানা ছবি নিলে। টোনি তার ডালা থেকে একগোছা ফুল তুলে নিয়ে বল্ল, "এ কি ফুল—দেখি নি ত কখন?"

টিরোলিয়ান মেয়ে মুক্তোর পাঁতির মত ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে খুব ভাঙ্গা ইংরিজিতে বল্লে, "এর নাম এডেলউইস্‌, আলপ্‌স্‌এর সব থেকে দুষ্প্রাপ্য ফুল—তাই এর দাম এত। মাদ্‌ময়সেল্‌ আপনি নিয়ে দেশে পাঠাবেন না? এ ফুল শুকিয়ে গেলেও অনেক দিন থাকে।"

ছোট ছোট সাদা তারার মত ফুল, মখমলের মত পুরু নরম পাপড়িগুলি। টোনি এক গোছা কিনে নিয়ে কৃষ্ণাকে বল্লে, "তুমি ত ইংরেজদের মোটেই দেখতে পার না কৃষ্ণা—এটা রইল তোমার কাছে কখন মনে করিয়ে দেবে তারা সকলেই সব সময় নেহাৎ অসহ্য নয়।"

কৃষ্ণার চোখের পক্ষ্মগুলি নাগকেশরের কেশরের মত ঈষৎ শিহরিত হল ক্ষণেকের জন্যে। ফুলগুলো নিয়ে সে একটু হেসে বল্লে, "মনে রাখব, যারা সহনীয় এই ফুলের মত দুষ্প্রাপ্য তারা—"

টোনি বল্ল, "চল শীগ্‌গীর এখান থেকে নইলে তোমার বায়না-কুলার বুড়ো ফের না ধরে এসে।"

ছড়ান পাথরে পিছল সঙ্কটশীর্ণ পথ—দুজনে সাবধানে ওপরে

উঠতে লাগল। জায়গায় জায়গায় চূর্ণ নুণের মত বরফ ছড়ান রয়েছে। কৃষ্ণা দেখে খুশীতে চঞ্চল হয়ে জুতোর তলায় মুড়মুড় করে বরফ গুঁড়োতে লাগল।

"অমন করে বরফের ওপর ছুটো না বলছি—পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাবে আর হাঁটতে পারবে না—তখন আমার কাঁধে উঠতে হবে।"

একটা স্মৃতিতে সহসা সচকিত হয়ে কৃষ্ণা শূন্য দৃষ্টিতে টৌনির দিকে তাকাল। হাতের বরফটা ফেলে দিয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে এগিয়ে চল্ল।

ওপরে অনেক যাত্রী জমেছে। একজন লোক টেলিসকোপ নিয়ে বসে আছে, কিছু দাম দিয়ে লোকে দেখছে তাতে কোথায় দূরে দূরে সম্বর হরিণের পাল চরছে। আর একজন লোক একবোঝা alpenstock অর্থাৎ তলায় লোহার ফলক লাগান লাঠি বিক্রী করতে নিয়ে গেছে। কৃষ্ণারা সেখান থেকে নেমে স্টেশনের ঘরটার কাছে ফিরে এল। ঘরের সামনে বাইরে রেলিংএর ধারে কয়েকখানা চেয়ার দুএকটা ছোট টেবিল পেতে খাবারের কিছু আয়োজন অত ওপরেও রয়েছে। ওরা দুজনে দুখানা চেয়ার দেওয়া একটা টেবিলে বসলে যেয়ে। খুব ঘন কফি ও লাঠির মত লম্বা সরু রুটি দিয়ে গেল তার সঙ্গে। একঝাঁক পাহাড়ী ময়না কোথা থেকে এসে তাদের ঘিরে বেজায় চেঁচামিচি লাগিয়ে দিলে। ওরা তাদের রুটির গুঁড়ো দিলে, তারা নাচতে নাচতে খুব কাছে এসে খেতে লাগল। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই—খুব সপ্রতিভ ভাব। একটা উড়ে এসে টেবিলের ওপর বসল, চকচকে

চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলে লোকগুলো কেমন তারপর প্লেট থেকে রুটির টুক্‌রো তুলে নিয়ে চলে গেল।

খাওয়া শেষ করে কৃষ্ণা টোনি উঠলে, অন্য আর একদিকে যাবার জন্যে। দীপ্ত আলো এবার স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে—বাতাসে একটু শিরশিরে শীত। পান্নাসবুজ ঘন ঘাসে পা ডুবে যায়—তার ওপরে কোন দেবতার পুষ্পবৃষ্টি হল্‌দে সাদা বেগুনি। অ্যাল্‌পাইন গোলাপের ঝাঁকড়া ঝোপ, সরু পাতা গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপী ছোট্ট ফুল। কৃষ্ণা বল্লে, "আরে এই ত। এই ফুলগুলো কালকে আমরা কিনেছি—হোটেলে বিক্রী করতে এসেছিল। আইরিণকে দেব যেয়ে—সে বিশ্বাসই করবে না আমি নিজে তুলেছি এখান থেকে।"

সুপুষ্ট গরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে—পরিতৃপ্তিতে অলস তাদের ভঙ্গী, বিশাল চোখে একটু বিস্ময় নিয়ে তারা ওদের দেখছিল। কৃষ্ণা কাছে যেয়ে একটা গরুর গায়ে হাত দিলে—মসৃণ পিছল দেহ—ভিজে ভোঁতা নাকটা ফুলের দিকে বাড়িয়ে দিলে। অতিকায় এসব গরু দেখে কৃষ্ণা নিজের দেশের কথা না ভেবে পারলে না, জীর্ণ শীর্ণ হাড়ের তৈরী গরু—গরমের দিনে শুকনো মাটি কামড়ে বেড়ায়।

টোনি তাকে ডাক দিয়ে বল্লে, "আর ওপরে যেও না কৃষ্ণা—বড্ড খাড়া, এপাশে কী ভীষণ খাদ।"

কৃষ্ণা বল্লে, "এ গাছগুলোতে ভাল ফুল নেই মোটে—গরুতে সব খেয়েছে। আরো ওপরে গরু যেখানে যায় না সেখানে ফুল পাব।"

আরো খানিক ওপরে মস্ত বড় পাথরের পাশে একটা বড় ঝোপ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। কৃষ্ণা চঞ্চল চরণে উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে ফুল ছিঁড়তে লাগল। হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে ছড়ান পাথরের টুক্‌রোর ওপর পাটা গেল পিছলে—পাশের গভীর খাদের দিকে গড়িয়ে পড়ল নীচে।

কয়েকটি নিমেষমাত্র—কৃষ্ণা চেঁচিয়েছিল কিনা মনে নেই, যখন সে সামলেছে নিজেকে, টোনির বজ্রকঠিন মুষ্টির মধ্যে হাতটা তার তখনও আটকে রয়েছে। অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে সে টোনির দিকে তাকালে—টোনির মুখের সমস্ত রক্ত সরে যেয়ে আপত্তিজনকভাবে সাদা হয়ে উঠেছে।

"ভাগ্যিস তুমি ধরলে—তা না হলে আজ আর আমায় ফিরতে হত না।"—কৃষ্ণা হাসলে। তার গলাটা তখনও স্থির হয় নি—হাসি কেঁপে গেল একটু। শাড়ী খানিকটা ছিঁড়েছে—জুতোর গোড়ালি গেচে মচ্‌কে। "কিন্তু হাতটা গেল যে—"

টোনি তার হাত ছেড়ে দিলে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ললাট মুছে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বল্লে, "কী যে কাণ্ড কর কৃষ্ণা তুমি—" তার নিশ্বাস তখনও জোরে পড়ছে।

তুজনে ঘাসের ওপর বসলে। কুণ্ঠাকে কাটাবার জন্যে কৃষ্ণা হাল্কা ভাবে বল্লে, "তুমি যে আমার চেয়েও চম্‌কে গেছ—আচ্ছা ভীতু ত—"

টোনি রেগে বল্লে, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাইত। তুমি এখানে এসে পড়ে যেয়ে ঘাড় ভাঙ্গ আর লোকে ভাবুক আমিই তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়েছি—কে তখন সাক্ষী দিচ্ছে শুনি ?"

"আমিই দিতাম, ভয় কি। না হয় ভূত হয়ে। অপঘাতে মরাই আমার ভাগ্যে আছে মনে হয়—তা বলে তোমায় মারব না সে সঙ্গে—"

"চুপ কর।" রুক্ষস্বরে টোনি বল্লে, "এখুনি মরতে বসেছিলে তা জান ? ফের অপঘাতে মৃত্যু নিয়ে বাহাদুরী করতে হবে না —জান কিনা ওতে আমার খারাপ লাগে। যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দ্যাখা—তুমি এই করেছ। আমি চেয়েছি কাছে আসতে ভালবাসতে—তুমি চেয়েছ আমার ভালবাসা দিয়েই আমায় যন্ত্রণা দিতে। আমি চেয়েছি বিষাক্ত বাধাকে মূর্খ মতামতকে দূর করে সরিয়ে তোমার সঙ্গের সহজ সম্বন্ধ। তুমি চেয়েছ জগতের যত জঞ্জাল জড় করে আমারই ঘাড়ে ফেলে দিতে—শাসনের নামে যত অন্যায়, সেবার নামে যত অত্যাচার—বর্ণ নিয়ে যত বিবাদ সমস্তর আমিই মূর্ত প্রতীক। তুমি ভেবেছ কি ? আমায় কি মানুষ ভাব না ?"

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে টোনি জোরে নিঃশ্বাস নিলে। তার অভিযোগের অতর্কিত আক্রমণের উত্তরে কৃষ্ণা কোন কথা বল্লে না, দুই চোখের স্থির দৃষ্টিতে টোনির দিকে তাকিয়ে রইল।

টোনি হঠাৎ কৃষ্ণার কাঁধে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, "বল কৃষ্ণা বল—দিনের পর দিন মাসের পর মাস আমি যে

তোমার পাশে পাশে এমন লোভীর মত ঘুরে বেড়াই—বোঝ না কি কিছুই? বাইরে পাই বিদ্রূপ তোমার কাছে পাই শ্লেষ—তবু সেই সত্য এ ত বিশ্বাস হয় না। যে মেয়ে এমন মনোহরা তাকে পঙ্গু বলে কি বিশ্বাস করা যায়! যে এত শিখেছে, তার বুদ্ধি এখনও এমন বিকৃত—জাতীয়তার জীর্ণ শেকলে সে বাঁধা? যার এত তেজ মানুষকে শুধু মানুষরূপে ছাখার তার সাহস নেই? কেন তুমি বার বার বিমুখ হও ব্যথা দাও, ব্যর্থ কর আমায়?"

কৃষ্ণার চঞ্চলতা চলে গেছে। কি ভাবছিল অন্যমনে, শান্তভাবে বল্লে, "কিসে দুঃখ দিলাম তোমায়—কি তুমি চাও—"

"আমার চাওয়া তোমার অজানা নেই তবে কাব্যকথায় বল্লে যদি ভাল শোনায় শোন তবে বলি, আমি তোমায় চাই—যেমন করে রাত্রি চায় দিনকে—ব্যাপ্ত করে লুপ্ত করে নিবিড় নীরব পরিচয়ের মাঝে—" কৃষ্ণার কাঁধের ওপর টোনির আঙুলগুলো জোরে দাগ দিয়ে চেপে ধরল।

"ছাড় টোনি লাগে" হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণা ফিরে বসল মুখোমুখী হয়ে, বল্লে, "তুমি জান কতটা আমায় খাটতে হয়—প্রেম করে কাটাবার মত বাড়তি সময় বড় আমার নেই। তাছাড়া দেশ বর্ণ বাদ দিলেও তোমার আমার মাঝে বহু বাধা আছে—" কৃষ্ণা থেমে গেল। তারপর বল্লে, "আর আমার নৈতিক মতগুলো তোমাদের দেশে আজকের দিনে ভারি সেকেলে শোনাবে কিন্তু কি করব। বিয়ে করা কোন কালে আমার হবে না মনে হয় তবুও কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ের বাইরে কোন সম্পর্ক সৃষ্টি

করার সখ আমার নেই। তাতে রুচিতে বাধে—বুদ্ধিতে বাধে—"

এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছে তার। সে ভাবে বিয়ের ব্যাপারটাকে মানুষ সৃষ্টি করেছিল একটা আবরণ রূপে। মেয়েপুরুষের আদিম সম্পর্কের অনাবৃত রূপ অনেক বীভৎসতায় কুৎসিত হয়ে গেছে, অনেক ঘৃণায় ঘুলিয়ে যেয়ে—অনেক দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে তীক্ষ্ণধার হয়ে উঠেছে। তাই এক সামাজিক আবরণকে আনা হল যাতে কিছু গ্লানি ঢাকা পড়ে, কিছু তীক্ষ্ণতা মসৃণ হয়। হয়নি হয়ত তা। আবরণ শুধু বন্ধনে নেমেছে এসে। তবুও মানবমন যতদিন না এমন সতেজভাবে সংস্কারশূন্য হবে যখন তারা পরস্পরের সহজ সম্পর্ক বিদ্রূপবর্জিত সম্ভ্রমে সুন্দর করে মেনে নিতে পারবে, কোন দেনাপাওনার কুটিল জটিলতা শাসিত ও শাসকের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তাদের মুক্তিময় আত্মীয়তাকে ম্লান করতে পারবে না, ততদিন উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে বরং শৃঙ্খলকেই স্বীকার করা শোভনীয়।

"আর বিয়েকে মেনে নিলে দেহ মনের কিছু নিষ্ঠাকেও মানতে হয়, তা না হলে ওটার কোন মানে থাকে না।"

"কে অমান্য করতে চায় তাকে ? বিয়ে করা হবে না তোমার, কেন বল এমন ? আমি কি তোমায় চাই ক্ষণিকের অতিথির মত আসতে। তোমায় চাই মুহূর্তে মুহূর্তে নিরবকাশে নিঃশেষে,—আমার চেতনাময় মনে, আমার অবচেতন অন্তরে অবলুপ্ত করে তোমায় মিলিয়ে নিতে—" আবার সে কৃষ্ণার হাতটা

বেজায় জোরে চেপে ধরলে। ব্যগ্র আগ্রহে দেখলে না কৃষ্ণার ললাটের কুটিল ভ্রূকুটি।

"তোমায় আমায় বিয়ে! বল কী যে! তুমি কি পাগল হলে—" বিদ্রূপের হাসিতে বেঁকে উঠল কৃষ্ণার ঠোঁট বল্লে, "তুমি ভুলেছ নাকি তোমাদের সমাজের বুড়ীর দলকে ?—যাঁরা কেবলমাত্র নিজের সমাজের মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেন? খাঁটি কালো ভারতীয়ের কথা দূরে থাক অন্য দেশের সাদা চামড়ার লোককে দেখেও যাঁরা নাক শিঁট্‌কে শিকেয় তোলেন? আমায় বিয়ে করলে তুমি আমার সমাজেও ঢুকতে পাবে না, তোমার সমাজেও জায়গা পাবে না। তোমার আমার সমাজের অন্ততঃ এইখানটায় আশ্চর্য্য মিল, এমন কূপমণ্ডুকোচিত সঙ্কীর্ণতাটি অন্য কোন সমাজে ততটা বাড়তে পায় না। তাই বলেই তাদের আইন করতে হয় আন্তর্জ্জাতিক বিয়ে বন্ধ করার জন্যে।"

"সমাজে ওরা ছাড়াও লোক আছে। ওদেরই কথার মূল্য এত বেশী করে দিতে হবে নাকি? কতগুলো bigoted idiotকে ভয় করে চলতে হবে? আর যদি বিলেতে নেহাৎই না ভাল লাগে—আমরা ভারতবর্ষে যাব। আমি ত পরনির্ভর নই—ব্যবসায়ে আমার অংশ রয়েছে—এখানে না পোষায় সেখানের শাখায় যাব। তখন নতুন ধারায় জীবন যাবে—"

"সে ত আরো বড় ভুল হবে। এখানে ভালমন্দ এত লোকের মাঝে যেটা জোলো হয়ে মিলিয়ে আছে সেখানে সেটাই দেখবে নির্জ্জলা খাঁটী চেহারায়।" অদৃশ্য আগুনের আভায় কৃষ্ণার

চোখ ঝলসে উঠল—"দেখবে মানুষের শক্তি মানুষকে :কি রকম দম্ভে দুরন্ত লোভে লোলুপ করেছে। সেখানে গেলে আমাদের বর্ণগত ব্যবধান নিয়ত বাজবে পায়ে পায়ে—দেখবে আমারই দেশে কত হোটেলে ক্লাবে আমার প্রবেশ নিষেধ—কত লোকের বাড়ীতে তোমাকে আদর করে ডেকে নেবে, আমার জায়গা হবে না। এতে তুমি পাবে লজ্জা, আমার হবে অপমান। সতত এই সঙ্ঘর্ষে ক্ষয় হয়ে যাবে মনের যা কিছু মমতা—বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠবে আমাদের বুদ্ধি।" —টোনির মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণার মন কোমল হয়ে এল, বল্লে, "তোমাদের যা বুঝতে দেরী লাগে আমাদের কাছে তা আগেই ধরা পড়ে। তোমাদের মন স্বচ্ছল আলস্যে আস্তে আস্তে বাড়ে, আমাদের সে সময় নেই—দেশে যখন ঘুর্ণি জাগে সব জিনিষই ঘোরে তখন বেগে, মানুষের বোধশক্তিও বাড়ে তাই তাড়াতাড়ি। যা একেবারে অসম্ভব—যা হয় না কখন, তা আর বৃথা বোলো না বারবার।"

টোনি নিরুত্তরে বসে রইল—হাঁটুর ওপর কনুই রেখে দুহাতের আঙ্গুলগুলো চুলে ডুবিয়ে সে সামনে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। কৃষ্ণা বল্লে স্নিগ্ধস্বরে, "ব্যথা পেয়ো না টোনি—দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়। বহুপুরুষ ধরে যে কলঙ্ক পড়েছে তাকে মোচন করার শক্তি যতদিন না আসে ততদিন সে দেবে দুঃখ,—অপমান করবে—আঘাত করবে বারবার আমাদের। মিছে মন খারাপ করে কি হবে তা নিয়ে ?……"

হাফেলকারের তুঙ্গ শিখরে তুষারের শাণিত ঝলসানি ম্লান হয়ে এল ক্রমে ; আকাশ যেন অপেক্ষা করে আছে অবগাহন

করবে কোন তপস্বিনী তার স্বচ্ছ শুদ্ধতায়। বহুদূরের গৃহমুখী গরুর গলার ঘণ্টার বিন্দু বিন্দু শব্দ নিটোল নিস্তব্ধতার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে এক একটি করে। এক একবার শুধু দিগন্ত কম্পিত করে মেঘনির্ঘোষের মত গভীর গম্ভীর ধ্বনি, বরফে বরফে ধাক্কা লাগল কোন পাহাড়ের চূড়ায়।······

দুজনে নির্বাক হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। কতক্ষণ পরে কৃষ্ণা টৌনির বাহুর ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে একটা টান দিয়ে বল্লে "দেখ, মন যখন কাঁচা—খুব কোমল, তখন তাতে যে ছোপ লাগে মনে হয় ছাড়বে না বুঝি এ। কিন্তু সত্যিই ত তা নয়—কত রং লাগে ফের কত উঠে ও যায়। কেউ যখন কাউকে বলে 'তোমায় বিনা ব্যর্থ হবে জীবন, সন্ন্যাসী হবে মন', শুনতে সেটা ভাল লাগে কিন্তু সেটা যে অতিভাষণ তা দুপক্ষেই জানে মনে মনে। তোমাদের দেশে রূপো বা রূপসী কোনটার অভাব নেই। আর একদিন তুমি আর একজনকে ভালবাসবে—আজকের কথা সে দিনে মনে হবে কি হবে না। মাঝ থেকে মিছে ক্ষুব্ধ হতে দিও না নিজেকে এমন সুন্দর সন্ধ্যেটাতে।"

টৌনি ব্যথিত হাসি হাসলে। বল্লে, "হতেও পারে, ভাল লাগবে আর একদিন আর একজনকে। কিন্তু তাবলে মনকে এখনের মত আঘাত থেকে ত বাঁচান যায় না। উত্তরকালে বসন্তের আসার আশায় শীতের দিনে দুর্যোগ কি উপেক্ষা করা যায়? আজকের পাওনা বেদনা বলেই জমান থাক মনে—মিথ্যে খুশীর মুখোস পরাবার দরকার নেই তাকে—" হাতের কাছে ঘাসফুলগুলোকে সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়াতে লাগল দুহাত দিয়ে।

আস্তে একটা নিশ্বাস ফেলে কৃষ্ণা বল্লে, "চল এবারে ফিরি—" হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে চম্‌কে উঠল—"এ কী নটা বাজছে যে—"

ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে তারা তাড়াতাড়ি ফিরে চল্ল।

স্টেশনের ঘরের কাছে এসে ছাখে, এ কি কাণ্ড, চারিদিকে চুপচাপ—কেউ ত কোথাও নেই। সমস্ত লোকজন নীচে নেমে গেছে—শেষের যাত্রীদের নিয়ে যন্ত্র কখন চলে গেছে। দুজনে স্তম্ভিত হয়ে রইল।

কৃষ্ণা বল্লে, "কী হবে এখন ?—কি করে যাব নীচে ?"

"যাওয়া আর যাবে না, আজকের মত এখানেই রাত্রিবাস।" বিরস হেসে টোনি বল্লে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়,—কৃষ্ণা তোমার অদৃষ্টই মন্দ আজ।"

কৃষ্ণা চোখ তুলে তার দিকে তাকালে, বল্লে, "বাঘের ভয় আমার নেই। কেড়ে খাওয়ার রীতি তাদের নয়—সে সভ্যতা আছে তাদের এ বিশ্বাস রাখি।"

টোনি মুখ ফিরিয়ে কি বল্লে বোঝা গেল না—বোধ হয় বিদ্রূপ করতে চায় আঘাত করতে চায়—কিন্তু কোনটাই যথেষ্ট জোরের সঙ্গে করতে পারে না।

চারিধারে তারা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে দেখলে—কোথাও জন-মানব নেই। নীচে ধূসরা ধরা নীলচে নরম কোয়াসার সাগরে ডুব দিয়েছে। বাসন্তী বেলার বিদায়ে বিধুর হয়ে উদাস হাওয়া উড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড় হতে পাহাড়ে।

কৃষ্ণা বল্লে, "কী মুস্কিলেই পড়া গেল। তখন যেন একটা

ঘণ্টা বেজেছিল মনে হয়—অত ত খেয়াল করিনি—কে জানত সেটা নীচে নামার সঙ্কেত। এখানে না আছে খাবার ব্যবস্থা না আছে শোবার জায়গা—কি করে কাটবে রাত।”

“ভাব কেন কৃষ্ণা—আজকে রাত থেমে থাকবে না, কেটেই যাবে। কালকে খাবারের অভাব হবে না, হোটেলের সুন্দর ঘরে নরম বিছানায় আরামে ঘুমোবে, এর মধ্যে কোন অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নেই। তবে সে আগামী আরামের আশায় সান্ত্বনা পাও না? এখানকার ভাবনা নিয়ে বৃথা ব্যস্ত হও কেন?”

টোনির কণ্ঠের তিক্ততায় কৃষ্ণা রাগ করতে পারলে না। আবদারে ছেলের মত অন্যায় বায়না নেবে, না পেলে অভিমানে অনর্থ বাধাবে—এদের নিয়ে কি যে করা যায়।

নীচে নামার যখন কোন সম্ভাবনা নেই এখানে অগত্যা থাকারই ব্যবস্থা করতে হয়। কৃষ্ণা যেয়ে কোণের বেঞ্চের উপর বসলে, খাবারের মোড়কগুলো খুলে খুঁজে দেখতে লাগল সকালের খাবারের কিছু অবশিষ্ট আছে কি না। চকলেটের চাপগুলো তখনও ছিল আর দু এক খানা বিস্কিট। টোনিকে ডেকে বল্লে, “এ নাও টোনি সেই চকলেট।—যাদের করেছ অপমান অপমানে হতে হল তাদের সমান—তবু এগুলো ছিল তাই ত।”

টোনি অনিচ্ছার সঙ্গে নিলে, অন্যমনে চিবিয়ে গেল। বোতলে খানিকটা জল বাকি ছিল, দুজনে ঢেলে নিয়ে খেলে। কৃষ্ণা ওভারকোটটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কলারটা তুলে

দিলে। বেঞ্চের ওপর পা তুলে নিয়ে সে গুটিয়ে বসে ঘুমোবার আয়োজন করলে।

টোনি উঠে দরজার কাছে যেয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আঁধার ঢেকেছে চারিদিক, নীলাভ কালো আকাশ শুধু স্বচ্ছ নীলমণির মত স্পষ্ট হয়ে ঝলমল করছে। কী স্তব্ধ সমস্ত। কোন মহাকালের ধ্যানলীনতায় বিলীন হয়ে গেছে বিশ্বজগৎ। কত আর দাঁড়াবে টোনি—পাইপটা জ্বালিয়ে যেয়ে কৃষ্ণার পাশে সে বসলে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। টোনি হঠাৎ বল্লে, "কৃষ্ণা ঘুমিয়ে পড়লে? সামনে যখন ক্ষুধার্ত বাঘ বসে—এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও কি করে?"

কৃষ্ণা চোখ খুলে বল্লে, "ত্যাখো টোনি, তুমি ক্ষুধার্ত হতে পার কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষ—বাঘ নও কোন কালে।—মিছিমিছি melodramatic হবার চেষ্টা করো না।" সে বিরক্ত হয়ে ভাবলে টোনি যে কেন এমন অন্যায় অস্বস্তিকে অকারণে টেনে আনছে। শুঁটকি মাছের মত শুঁটকে যাওয়া মন তাদের বুড়ীদের কাছে, আর যে দেশে স্ত্রী পুরুষে দেখা হয় শুধু অর্দ্ধরাতে শোবার ঘরে সেখানে তাদের কাছে ওদের দুজনার আজকে রাতের এই একলা থাকাটা লোমহর্ষণ শোনাবে। যেখানে চণ্ডীমণ্ডপবাসী অলস পুরুষের দল কেঁচোর মত পরনিন্দার আবর্জনাস্তূপ তৈরী করে বসে বসে, তাদের কাছে এটা একটা নবতর নিন্দার নূতন উপাদান বলে পরম মুখরোচক মনে হবে। কিন্তু টোনি সুস্থমনা শিক্ষিত পুরুষ আর এটা স্বাধীন দেশের

সভ্যযুগের কথা এদেশে মেয়েছেলের মেশার অধিকারে কেউ বাধা দেয় না—তারা উপবাসী ছারপোকাও নয় অভুক্ত বাঘও নয়। একটা রাত একসঙ্গে একলা থাকা এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয় যে তা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে।—কৃষ্ণা অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে, "Don't make a song about it, for goodness' sake. সমস্তদিন ঘুরে যা ক্লান্ত হয়েছি।—একটু বেশী শীত এই যা এখানে তাছাড়া এর চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর জায়গায় আমার ঘুমোন অভ্যাস আছে—আমি দিব্যি আরামে ঘুমোবো। আর যদি বুদ্ধিমান হও, পাগলামি রেখে তুমিও তাই করবে।"

কৃষ্ণা ভাল করে দেয়াল ঘেঁসে বসে চোখ বন্ধ করলে—খানিকবাদে সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়ল গভীর ভাবে।

নরম ঘন অন্ধকারে শুধু টোনির পাইপের আগুনটা হিংস্র পশুর রক্তচোখের মত জলতে লাগল।

বাইরে দূরে কোথায় snowfoxএর তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত চীৎকার ধারাল বর্ষাফলার মত নীরব রাতের গায়ে কেটে কেটে বসে গেল। ঘুমের ঘোরে কৃষ্ণা কখন পাশ ফিরে দেয়াল থেকে টোনির গায়ে হেলান দিয়ে ঘেঁসে বসল।........নিঝুমরাতে দুজনের বক্ষের শব্দ শোনা যায় রহস্যগুঞ্জরিত রাত্রির নিভৃত পদপাতের মত। কৃষ্ণার গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ, বাহির হতে স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়ির গন্ধ—টোনির নিশ্বাস যেন রুদ্ধ করে দিতে চায়।.........দাঁত দিয়ে নির্দয়ভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। গম্ভীর হিমগিরির গভীর রাত্রি কোথাও অন্ধকারে কোথাও আধছায়ায়, কখন শব্দে কখন

নিঃশব্দতায় শিহরিত হতে লাগল বারবার। আর টোনির সারা দেহের শিরাগুলো দিয়ে অসহ অনুভূতির অসম্ভব দপদপানি বয়ে যেতে লাগল।......অন্ধকারের কালো তরঙ্গ তাকে যেন কোন্ অতলে তলিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এ কোন্ জগৎ—একে কি করে চেনা যায়, এখানে কি দিয়ে বোঝা যায়? একি সেই azoic যুগের শিশু পৃথিবী—পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকার প্রকাণ্ড পিণ্ড—কিছু দ্যাখা যায় না, চেনা যায় না, শুধু সীমাহীন সম্ভাবনা নিয়ে শূন্যকে উদ্ভাসিত করে উদ্দামবেগে উন্মত্তের মত ঘুরছে?...

তারপরে ধীরে তার প্রাণ জেগেছে!—শূন্য সশব্দ সাগরের বিন্দু বিন্দু জেলিফিশ্—তার বর্ণহীন দেহে সবুজের সোনার কাঠি একটু ছুঁয়েছে—শ্যামল শ্যাওলা রূপে। ক্রমে এল বীভৎস সরীসৃপ আরো বিকট জন্তুর দল। অবশেষে সকলের শেষে, যখন নরম ঘন ঘাসে ঢেকেছে পৃথিবীর অনাবৃত দেহ তখন এল মানুষ।—কত কোটি যুগের ওপার হতে জেগে উঠেছে যেন আজকের এই স্মৃতি-স্পন্দিত রহস্য-অপরূপ রাত্রি—এইখানে মধ্য-ইউরোপে মানুষের জন্ম ইতিহাসের প্রথম যুগে। যখন এখানে নিবিড় অরণ্যে বিশাল বনস্পতির নিশ্ছিদ্র ছায়ায় বিপুল লোমশ হস্তীযূথ ত্রিখড়্গী গণ্ডার ভয়ঙ্কর ভাল্লুক সদর্পে ঘুরে বেড়াত। খর্বাকৃতি মানুষের দল শীতের জ্বালায় কেউ জড়িয়েছে হরিণের চামড়া কেউ ভাল্লুকের লোম, গুহার মাঝে আগুন জ্বালিয়ে বসে সদ্যনিহত শীকারের মাংসের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত—কেউ মাংসের বড় বড় টুক্‌রো আগুনে পোড়াচ্ছে—কেউ কড়মড় করে হাড়গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে মজ্জা বার করছে। দাড়ির

জঙ্গলে ভরা তাদের বন্যমুখে বিদ্রূপের রক্তহাসি—পাথরের ভারি কুড়ুল আর হাড়ের মোটা ছুরি--এই অস্ত্র সম্বল করে তারা প্রতিদিন কত পশুকে হত্যা করেছে, কত মানুষকে হত্যা করেছে, কত স্ত্রীলোককে ধরে এনেছে। আর যে যুগে সশস্ত্র শাণিত সভ্যতা, poison gasএ বাতাস বিষাক্ত, bombing aeroplaneএ আকাশ ছিন্ন ভিন্ন, সাবমেরিণে সন্ত্রাস সাগরের—সে যুগে সামান্য একটা নারীকে আয়ত্ত করা এমন অসাধ্য। হা হা হা হা ......

রূঢ় কর্কশ উচ্চ হাসি ধাক্কার ওপর ধাক্কা দিয়ে টোনির বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিলে—জড়িমা কেটে গেল।......আজকের শাণিত সভ্যতায় আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে—অনেক লোভ অনেক পাপ অনেক মিথ্যা জমেছে জগতে। তবু মানুষ সত্যেরও সন্ধানে ফিরেছে; বারে বারে পথ হারাচ্ছে—বারে বারে বিপথে যাচ্ছে—জাতীয়তার নামে, দেশভক্তির দোহাই দিয়ে অনেক অত্যাচার আনন্দে বেড়েছে। দৃষ্টি তাদের লোভে ঘুলিয়ে উঠেছে বারবার, তবু মানুষ আদর্শকেই বড় করে দেখতে চাচ্ছে—উদ্দেশ্যকে উন্নত করেছে দিনে দিনে। তাদের বুদ্ধি হয়েছে একটি পরিচ্ছন্নতায় পবিত্র, রুচি হয়েছে শুচিতে সৌখীন। তাদের সভ্যমন ব্যক্তিগত বর্ব্বরতায় বিমুখ হয়ে গেছে—অসহায়ের ওপর অত্যাচারের সহজ সুযোগে সায় দেয় না স্বভাব। এখানেই তাদের জোর—এখানেই তাদের জয়—এই হল তাদের মনুষ্যত্বের চরম পরিচয়।......

সাবধানে টোনি উঠে দাঁড়াল—দেশলাই জ্বালিয়ে পাইপে পুনর্ব্বার আগুন দিলে। দেশলাইয়ের সকম্প শিখার একটুখানি

লাল আলো কৃষ্ণার ঘুমন্ত মুখের ওপর বুলিয়ে গেল। একটি হাত শিথিলভাবে ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে—টৌনি অবনত হয়ে হাতটা সন্তর্পণে তুলে নিলে। নিজের উষ্ণ ব্যগ্র মুঠোর মধ্যে ঠাণ্ডা হিম হাতের স্পর্শটি অনুভব করলে কয়েকমুহূর্ত—তার নিজের হাতের শিরাগুলো তপ্তরক্তে দপ্ দপ্ করে উঠল। হাতটা বেঞ্চের ওপর নামিয়ে দিয়ে সে গা থেকে ওভারকোট খুলে নিয়ে কৃষ্ণার গায়ে ভাল করে ঢেকে দিল তারপর যেয়ে অন্যপ্রান্তে সরে বসলে। সংহত মনের ওপর স্নিগ্ধ নিদ্রা ধীরে নেমে এল।—কখন তার আঙ্গুল হতে পাইপটা খসে পড়েছে জানতে পারল না।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় কৃষ্ণার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ম্লানায়মান স্মৃতির মত অবসন্ন অন্ধকার। কৃষ্ণা চোখ মেলে জানালার ঠাণ্ডা কাঁচে মুখ রেখে বাইরে তাকাল। গলান মণির মত টলটলে আকাশের স্বচ্ছ গোলাপী রং—তলায় তলায় পাহাড়গুলো বেগুনি স্বপ্নের মত জমে রয়েছে। কুঁকড়ে বসে কৃষ্ণার সারা অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল—হাত পা ছড়িয়ে আলস্য ভেঙ্গে সে উঠে দাঁড়ালে। টৌনির কোটটা তার গা থেকে খসে মেঝের ওপর পড়ে গেল। টৌনির কথা তার খেয়াল হল, কোটটা তুলে নিয়ে তার কাছে গেল। ঠাণ্ডায় টৌনির ঠোঁট নীল্‌চে হয়ে উঠেছে—সোনালি চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে—নিদ্রিত অঙ্গের একটি করুণ ভঙ্গী—শিশুর মত শিথিল অসহায়। তাকে দেখে হঠাৎ একটা আবিষ্কারের মত অবাক হয়ে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল তাকিয়ে তার

দিকে। এ যেন মানুষের সঙ্গে তার এক নতুন পরিচয়—এত অসহায় তারা—এমন নিরস্ত্র নিরাশ্রয়! কৃষ্ণার রিভলভার যদি থাকত হাতে—একে সে গুলি করতে পারত? কেউ দেখত না, জানত না, অতি সহজে সমস্ত শেষ হয়ে যেত—এমন অভাবিত সুযোগ। কিন্তু সে পারত কি?…কম্পিত হাতে কোটটা টোনির গায়ে ফেলে দিয়ে সে স্খলিত পদে বাইরে এসে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়ালে।

হত্যার মন্ত্রের সে দীক্ষা নিয়েছিল—দিনে দিনে প্রাণপণে সে মন্ত্রের সাধনা করেছিল। কী কঠোর ব্রত, কত সংহত মনে সাধনা। গীতার বাণী শুনেছে—ব্রহ্মচয্য পালন করেছে—জীবনের সঙ্গে মরণ নিয়ে খেলা - ভয়কে তারা জয় করতে শিখেছে। কিন্তু নিজে নারী বলে কৃষ্ণার মনের খুব গোপনে একটা লজ্জা ছিল—পাছে কোন দুর্বলতা তাকে পরাজিত করে—কোন নির্দয়তায় মন বিমুখ হয়ে যায়। নিষ্ঠুরতাকে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষিত করেছে—greatest good to greatest number, হত্যা করাকে নানা গৌরবে গৌরবান্বিত করেছে, অবুঝ মন যদি অশান্ত হয়েছে কখন তাকে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়েছে বারবার বলে বলে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন—"। বিচার বুদ্ধিতে কোন বিপ্লব জাগেনি তখন—এখন এমন দ্বন্দ্ব বেধেছে কেন?

এমন হয়নি কখন। যখন কী কষ্টে কতদিন ধরে বন হতে বনে পশুর মত বিতাড়িত হয়ে বেড়িয়েছে—মনে হয়েছে রাণা প্রতাপ শিবাজীর কাহিনী। পোড়োবাড়ীর ভাঙ্গা ঘরে দিন কাটিয়ে নিজেকে ভেবেছে দেবী চৌধুরাণী—একদিন যে জগৎজয়ী

হবে। দুর্গন্ধ অন্ধকার কারাকক্ষে বসে মনে হয়েছে সে Saint Joan—দেশের দৈন্য সেই ঘোচাবে। দুঃস্বপ্নের মত কারাগার, তার বিভীষিকা নাশ করে আবির্ভাব হলেন স্বয়ং শক্তিরূপিণী দশভুজা—তাকে দিয়েছেন শক্তি, কখন এলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ—তাকে দিলেন তাঁর চক্র—শত্রুকে হত্যা করে তারাই করবে দেশকে স্বাধীন—সন্ত্রাসবাদীর সন্ত্রাসে দেশ হবে শত্রুশূন্য। এইসব দিশা দেখে দেখে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে।

তারপর এল স্বপ্নভাঙ্গার দিন। বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মত সশস্ত্র শাসনের মাঝে কয়েকটি গোলাগুলি, কতগুলি প্রাণ বুদ্বুদের মত ফেটে মিলিয়ে গেল—যারা অবশিষ্ট রইল কে কোথায় ছড়িয়ে গেল। ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে পালান—কী ক্ষোভ কী অপমান···

কোথায় তার দেবতার আবির্ভাব—কোথায় তাদের বিশ্বজয়ের বিজয়বার্তা। কড়া মদের মত যে মন্ত্রের উগ্র নেশায় দুঃসহ দুঃখকে উপেক্ষা করেছে—সে মন্ত্র বিফল হয়ে গেল—নেশা গেল টুটে। এতদিন ধরে দুঃসহ দুঃখের দীক্ষা নিয়ে যে সুখের স্বপ্নে সমস্ত সহ্য করেছে তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অদৃষ্টের কাছে এমন করে হার মানতে হল! কী লজ্জা···

নিরাশায় নুয়ে যেয়ে ভাঙ্গবার মেয়ে কৃষ্ণা নয়—ছদ্মনামে ছদ্মবেশে বহু কষ্টে পলায়নের পালা শেষ করে যখন সে ফের মাথা তুলে তাকাবার অবকাশ পেলে নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলে না।···দুঃখ পেয়েছে বলে দুঃখ ছিল না কিন্তু দুঃখের মাঝে সুখের স্বপ্ন দেখে কেন ঠকাল নিজেকে? মিথ্যা আশার মোহন

মায়ায় মজে রইল কেন এতদিন। দেবতার তাদের বরদান—সাক্ষাৎ দেবীর দর্শন—কী মরীচিকা।—নিষ্ফল ক্রোধে কৃষ্ণার কশাঘাত করতে ইচ্ছে করে নিজেকে।...

এবার হতে জীবনের দৈন্য দুঃখ দেখে ভবিষ্যতের মঙ্গল সম্ভাবনার শূন্য সান্ত্বনা কখন দেবে না মনকে। অনাবৃত বাস্তবের দিকে অকুণ্ঠ চোখে তাকাবে—কল্পনাবিলাসী মনের দিবাস্বপ্ন দিয়ে তাকে নানা রংয়ে রঙীন করবে না আর কোনদিন। এখন যখন শোনে সুখবাদী লোকের বিবেচনাবিহীন মতবাদ—তারা ত্যাগের তর্ক তোলে, দুঃখের মহত্ব ব্যাখাতে বসে, দুর্দমনীয় বিদ্রূপে কৃষ্ণা বিষিয়ে উঠতে থাকে ভিতরে বাহিরে। যখন ছাখে ভগবানের ওপর মানুষের কত নির্ভরতা, কত অন্ধ বিশ্বাস—কষ্টে সে সামলে রাখে নিজেকে—মনে হয় এখুনি চীৎকার করে হেসে উঠবে।

...কনকনে হাওয়ায় কৃষ্ণা কেঁপে উঠল। শিশিরভরা ঘাসের ঘন স্নিগ্ধ সুগন্ধে নিশ্বাস ভরে ওঠে। শুদ্ধ শুভ্র পাহাড়ের চূড়াগুলি যুক্ত হস্তের অনন্ত প্রণামের মত উর্দ্ধে আকাশে উন্নত হয়ে আছে। হাল্‌কা কয়েককুচি মেঘ—কোন পূজারিণীর পূজার থালা হতে ঝরে পড়া পদ্মের পাপড়ী একমুঠো—পূর্বাকাশে তরল রঙীন রং—কার কলস হতে উপচে পড়া তীর্থবারির ধারার মত। মুখরা মাটির বহু উর্দ্ধে এই স্তব্ধ প্রভাত—বেদবন্দিতা উষার একটি মৌন পুণ্য শ্লোকের মত পবিত্র—দ্বন্দ্বে দীর্ণ দুঃখে দোলায়িত জীবনের ওপরে শান্ত মরণের প্রসন্ন প্রশান্তির মত পরিপূর্ণ।

…শিশিরে ভিজে উঠেছিল কৃষ্ণার হাত—অগ্নিশিখার মত জীবনভরা হাত, হাতের তলায় চোখে পড়ল কালো একটা দাগ। রিভলভারের নিয়ত অভ্যাসে কড়া পড়ে গেছল—এখন কড়া মিলিয়েছে, দাগ রয়ে গেছে। দাগটার দিকে চেয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল রিভলভার অভ্যাসের সময় সে একদিন একটা উড়ন্ত পায়রাকে গুলি করে মেরেছিল—পায়রার বুকের নরম সাদা পালক রক্তে ভিজে উঠল—চোখের চাউনি তার কী ভীত অসহায়।—কোন রাগ ছিল না তার মাঝে, শুধু একটা ব্যথিত বিস্ময়। পায়রাটাকে মেরে কৃষ্ণার ভাল লাগেনি একটুও। কিন্তু ভাল না লাগায় তখন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল—তার অব্যর্থ লক্ষ্যে গুরু প্রশংসা করেছিলেন—'তুমিই পারবে'—পুলকে গর্বে মন উঠেছিল ভরে। কি হল তার পারকতায়? আজকে সে বাণীর মূল্য মনে নেই—মনে পড়ছে মরন্ত পাখীর ম্লান সকরুণ দৃষ্টি আর নরম সাদা পালকে রক্তের দাগ। আর মনে পড়ল টোনির ঘুমন্ত মুখের শিশুর মত সহায়শূন্য শৈথিল্য। কৃষ্ণার সাদা-বিদ্যুৎ-ঝলসিত চোখে আজ অকারণে জল ভরে উঠল—নিজেই সে বিস্ময় বোধ করলে দেখে কিন্তু বাধা দিলে না। তার স্বভাবের সুদৃঢ় সংযমে চোখের জল ফেলতে সে ভুলে গেছল এতদিন—আজ মনে হয় চোখের জলেরও কিছু প্রয়োজন আছে যেন কোথায়।…

ফেরবার সময় কৃষ্ণা টোনি দুজনে অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ভাবনায় নীরব হয়ে ছিল—বিশেষ কোন কথা কেউ বল্ল না। পাহাড় থেকে নেমে ফিউনিকুলার রেল ছেড়ে যখন দুজনে

বেরিয়ে বাইরে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ কৃষ্ণা হাসলে।

টোনি বল্লে, "কি হল?"

"মনে পড়ল মিসেস্ হিগিন্‌স্‌কে। যখন শুনবেন কাল রাতের কথা ভাববেন কি। —গেল বুঝি সব—সমস্ত soul, prestige religion in danger—কোনটা ছেড়ে কোনটা সামলান তিনি—"

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।…

আরো মাসখানেক কেটে গেছে। টোনি ইনস্‌ব্রুক থেকে বাড়ী ফিরে চলে গেল তার পরদিনই। যাবার বেলা তার মৌন চাহনি কৃষ্ণাকে ব্যথা দিলে। জীবনের চলার পথে কত মায়া কত ভাবে মনকে পিছু ডাকে তাতে আটকে থাকার সময় কোথায় মানুষের? পৃথিবীর গতিপথে কত চন্দ্র কত গ্রহ মায়াময় আকর্ষণ বাড়ায়, তবু তাকে তার নিয়ন্ত্রিত পরিমণ্ডলে দয়াহীন হয়ে চলে যেতে হয়—যে আকর্ষণ তার মাটিকে জলকে তার অনুপরমানুকে অভিষিক্ত করে রেখেছে তার নিয়ত আহ্বানের উত্তরে।

কৃষ্ণার অবসর তখনও বাকি ছিল। সে অস্ট্রিয়া ছেড়ে সুইট্‌সারল্যাণ্ড এর ভেতর দিয়ে ইটালীতে এল। অ্যাল্‌প্‌সের বুকের ভেতর কুরে কুরে দশমাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, তার মধ্যে দিয়ে ট্রেন পনরকুড়ি মিনিটে চলে আসে। ইটালী জয় করতে যেয়ে নেপোলিঁও এই পাহাড় পেরতে কি দুর্দশায় পড়েছিলেন। এখনকার বিজ্ঞানের দিনে ট্রেনের কাচবন্ধ কক্ষে নরম গদিতে বসে অন্ধকার কেটে কেটে যেতে শুধু একটু থ্রিল্‌ লাগে—আর কিছু নয়। বাইরে পাথরের মত পুঞ্জিত অন্ধকার, পাহাড় চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে দিনরাত, পাথরের ভিজে দেওয়ালগুলো অন্ধকারে চকচকিয়ে উঠছে।

মিলানোর ক্যাথিড্রালের প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্না রাতে কৃষ্ণা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে কাটিয়েছে। এ কি মানুষের তৈরী

পাথরের প্রাসাদ—না পরীরা মোম নিয়ে এই মায়াপুরীকে গড়েছে বসে বসে। জ্যোৎস্নায় যখন পাথরের কঠিন contourগুলো গলে মোলায়েম হয়ে যায়, মনে হয় এ এক স্বপ্ন—কোন সাধক শিল্পীর অনিমিখ চোখে কবে জন্ম নিয়েছিল। যে স্বপ্নকে লিওনার্ডো ডা ভিন্‌চি মোনা লিসার অধরে রেখেছেন রহস্যরূপে—যে মায়া দিয়ে এঁকেছিলেন Last Supper চিত্রের ক্রাইষ্টএর দুটি হাত—মিলানোর সান্তামেরীয়া কনভেণ্টএ দেওয়ালের গায়ে অবলুপ্তপ্রায় ফ্রেস্‌কোর মধ্যে এখনও সে দুটি হাতে নিরাশ মমতার মোহন ভঙ্গী। মিলানো যুগশিল্পী লিওনার্ডোর জন্মভূমি। তাঁর মর্মর প্রতিমূর্তির পানে চেয়ে কৃষ্ণা ভাবত—এই সে লোক? কি চেহারা, পাকান দড়ির মত কি দাড়ির বহর—অতি দুর্দ্ধর্ষ মূর্তি যেন ডাকাতের সর্দার—এঁরই মাঝে এত রসের সন্ধান, রূপের এমন অন্তর্দৃষ্টি! তিনি শুধু শিল্পী নন—মস্ত সায়ানটিস্ট্‌ও; মানুষের হাত যে তার জীবনকে কত মঙ্গলমধুর করতে পারে তার কল্যাণসুন্দর রূপ তিনি সৃষ্টি করে রেখে গেলেন, মোনা লিসার দক্ষিণ হাতখানিতে চিত্রজগতে যা পরিপূর্ণরূপে নিখুঁত, অনিন্দিত।

তারপর ফ্লোরেন্স—ফিরেনসি, দান্তের দেশ। কৃষ্ণার জানালার তলা দিয়ে বয়ে যেত আর্ণো নদী। সকালে জানালা খুলেই ছাখা যায় নদীর জলে আলো ঝলে,—সান্তা ত্রিনিতা সেতু, যে সেতুর ধারে দান্তে বিয়াত্রিচের প্রথম ছাখার প্রবাদ—তার রেখাটি বেঁকে রয়েছে নদীর ওপরে।

ওপারে পীয়াৎসা মীকেল-এঞ্জেলো সেখানে তাঁর তৈরী বিপুল ব্রোঞ্জএর নগ্নদেহ ডেভিডমূর্তি কতদূর হতে ছাখা যায়। কাম্পানীল, পীয়াৎসা ভেচিও, ক্যাথিড্রাল,—ক্যাথিড্রাল দ্বারের ব্রোঞ্জএর ওপর অনামা শিল্পীর আশ্চর্য্য কারিগরী—যা দেখে মীকেল-এঞ্জেলো তার নাম দিয়েছিলেন "স্বর্গদ্বার"। পিত্তি গ্যালারি, উফিৎসি গ্যালারি—কলাজগতের অভাবনীয় সৃষ্টিভরা এগুলি।—রাফেল, তীৎসিয়ান, বতিচেলী, ফিলিপো লিপি, মীকেল এঞ্জেলো—দেখে দেখে দৃষ্টি যেন দিশাহারা হয়ে যায়। রাফেলের অদ্ভুত সুন্দর ম্যাডোনা—ম্যাডোনা ত এঁকেছে অনেকে অনেক ভাবে কিন্তু তাকে এমন আশ্চর্য্য অনিন্দিত রূপ কে দিয়েছে কবে। রাফেলের মডেল ছিলেন তাঁর প্রেয়সী—ম্যাডোনার মূর্তি নিয়ে রূপ তাঁর রইল জগদ্বিদিত হয়ে। রাফেল কি কালিদাস পড়েছিলেন? '—যে ছিল নারীরূপে হৃদয় মন্দিরে—আজি যে রূপ তাব ছাইল ভব—'।

ফিরেনসি থেকে বাইরে যাবার নানাদিকে নানা পথ। ধূলিধূসরিত এই পথগুলি, দুপাশে ঢিবিঢিবি পাহাড় ঝোপ ঝোপ গাছ, ঘেঁসাঘেঁসি ঘরবাড়ী—দেখে কৃষ্ণার মনে হত এ দৃশ্য সে দেখেছে।—প্রাচীন রাজপুত চিত্রে আর চোদ্দ শতাব্দী থেকে ইটালীয়ান মাস্টারদের আঁকা ছবির সিম্বলিক সৌন্দর্য্যের মাঝে এই রূপ সে দেখেছে।

তারপর ভেনিস—ভেনিৎসিয়া। ঘন নীল আদ্রিয়াতিকে একটি বিচ্ছিন্ন মালার বিক্ষিপ্ত মুক্তোগুলির মত। নীল সমুদ্রের ওপর নীল সন্ধ্যা ধীরে নেমে আসে; নীল জলে গণ্ডোলা চলে—

ভেসে আসে গাণ্ডোলিয়ারের গান। সান্তোমার্কোর বিস্তীর্ণ বাঁধান প্রাঙ্গণে হাজার পায়রার কূজন ক্ষান্ত হয়ে আসে, ক্যাথিড্রালের গম্বুজের শ্বেতপাথরে শেষসূর্য্যের আলো পড়ে সাদা মুক্তোর মত ঝকমক করতে থাকে। ডোজির শুভ্র প্রাসাদের অন্তরের অন্ধকার অতীতের বর্বর বিলাস আর অবর্ণনীয় অত্যাচারে হাস্তে নিশ্বাসে মিলে এক হয়ে যায়। সরু সরু কেনাল দিয়ে গণ্ডোলা বয়ে যায়, নীল কালির মত নীল জল, দুপাশের সারি দেওয়া বাড়ীর মাথার ওপর সরু এক ফালি আকাশ। দুধারে পুরাণো বাড়ীগুলি —বাড়ীর সামনে জলে কাঠের ফলকে পোঁতা বনিয়াদি বংশের ক্রেস্ট্—গাইড্ বলে যাচ্ছে, এটা অমুক ডিউকের—অমুক কাউণ্টের। মুসোলিনীর হুকুম এ সব বাড়ী ভেঙ্গে নতুন ছাঁচে কেউ করতে পারবে না। অতীতের আসল রূপের ছায়াটি তাই এখনও এখানে দ্যাখা যায়। বড় বড় প্রাসাদের চূণ-বালি খসে পড়েছে, লোহার কাঁটাবসান প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বারগুলি মর্চেতে মলিন হয়ে গেছে; সুন্দর সোপানের পাথরগুলো আলগা হয়ে ফাট ধরেছে, পঙ্কিল পিছল জীর্ণ দেওয়ালে জলের ঢেউ লাগছে অবিরাম এসে। এ সব প্রাসাদের আলোহীন ঘরে এককালে কত সুন্দরীর রূপশিখা আলো দিয়েছে—কত নির্ভয় পুরুষের বীরত্ব আগুন জালিয়েছে। আনন্দে সঙ্গীতে বেদনায় কান্নায় সচঞ্চল কত ইতিহাস নিয়ে এই বাড়ীগুলি মুখর ঢেউয়ের পারে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রাণ্ড্ কেনালএর ওপর দিয়ে যেতে— সবুজ লতায় ঢাকা সাদা একটা বাড়ী, এই নাকি ডেসডিমোনার ছিল। দূরে দ্যাখা যায় রিয়ালটো সেতুর শ্বেতসুন্দর রেখাটি।

ডোজির প্রাসাদে এখনও ঐশ্বর্য্যের জমক্। সেকালে ডোজিরা সাগরজলে যেয়ে আংটি ফেলে আসতেন, সাগরিকার সঙ্গে পরিণয়ের পর তাঁরা পরিচিত হতেন সাগরবল্লভ নামে। Bridge of sighs-এর ওপর এসে কৃষ্ণা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এর পাথরে পাথরে যে অনন্ত দীর্ঘশ্বাস অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে তাকে কাছে না এলে বোঝা যায় না কান পেতে না রাখলে শোনা যায় না। প্রাসাদের বিপুল বিলাসের অনেক নীচে অন্ধকার কারাগার—রাজনৈতিক বন্দীরা যেখানে থাকত, পাথর কেটে গর্ত করা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না সেখানে, ট্রাপ ডোর খুলে দিলেই জল এসে তাদের ইঁদুরের মত ডুবিয়ে মারত। সরু কেনালের গলির মধ্যে দিয়ে যেতে দ্যাখা যায় বাড়ীগুলোর পিছনদিকের শ্যাওলাভরা ফাটলধরা দেওয়ালে আধভাঙ্গা ট্রাপডোরের চৌকো গর্ত। ভেতরের আধ অন্ধকারে আবর্জনার ওপর বড় বড় ইঁদুর বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণার সে রাতে খালি ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছে থক্‌থকে পঙ্কিল আঁশটেগন্ধ জল সাপের মত নিঃশব্দে উঠে আসছে গলার কাছে।·········

কৃষ্ণা একদিন কিছু দূরে এক ক্যাথিড্রাল দেখতে গেল—বাসিলিকা দি সান্তা গ্লোরিয়োসা। মীকেল এঞ্জেলো তীৎসিয়ান এঁদের সমাধি সেখানে। তীৎসিয়ানের L' Assunta ক্রাইষ্টের—স্বর্গারোহণের বিপুল ফ্রেস্‌কো রয়েছে সেখানে। এর চেয়ে তীৎসিয়ানের অনেক বিপুলতর ছবি ডোজির প্রাসাদে রয়েছে, যার চেয়ে আয়তনে বড় ছবি জগতে নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। কলা ত কোয়ানটিটির জিনিষ নয়—

কোয়ালিটি তার প্রাণ। এ কথা মানুষ কেবলই ভুলে মরে তাই শ্রেষ্ঠ কবি কলাবিদ্ তাঁদেরও বস্তা বস্তা সস্তা সৃষ্টি করতে হয় বাজারদর বজায় রাখতে। ছবিতে ভারজিন্এর মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণার চোখে যেন আর পলক পড়ে না। ও মুখ কি রংমশলা দিয়ে তৈরী না দুঃখের দাহনে মানুষের কলঙ্ককে পুড়িয়ে তারই শুচিভস্মে সুন্দর করা হয়েছে ওকে। উর্দ্ধনয়নার হাওয়ায় ওড়া বেশ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দুটি হাতের একটি অসহায় আগ্রহের আকুল ভঙ্গী—সমস্তটি যেন এক অনাবৃত আত্মার আরাধনার অনির্বাণ অগ্নিশখা।......

ক্যাথিড্রালে প্রবেশের সময় এক গোলযোগ বাধল। কৃষ্ণার মোজাহীন পায়ে স্যাণ্ডেল ও তার অনাবরণ বাহু দেখে পুরোহিত কিছুতে তাকে মন্দিরে যেতে দেবে না। কৃষ্ণার সঙ্গী এক আমেরিকান মেয়ে,—তার আরো দুর্দশা—তার মাথায় টুপি নেই, খোলা মাথায় তাকে ঢুকতে দেবে না ভেতরে। আমেরিকান মেয়ে রুমাল বের করে মাথায় বাঁধল, কৃষ্ণা আঁচল টেনে হাত ঢাকল কিন্তু মোজার কি হয়। ভাগ্যে ইটালীতে এখনও ঘুষের প্রচলন আছে, কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়ে সে যাত্রা গোল কেটে গেল। ইটালী জার্মানী প্রভৃতির ক্যাথিড্রালে এই প্রথা মেয়েদের পা হাত এবং মাথা আবৃত করে তবে প্রবেশ করতে হয়। অথচ ছেলেদের বেলা উল্টো নিয়ম—তাদের টুপি খুলে খালি মাথায় যেতে হয়। এর মানে কি ছেলেদের চেহারার প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা—না মেয়েদের চাপল্যে দৃঢ় বিশ্বাস ?

ফিরেনসি ভেনিৎসিয়া এসব দেশের লোকেরা স্বভাবশিল্পী—

চামড়া পাথর কাঁচ রেশম সব কাজেই তাদের কারুকলার পরিচয়। কৃষ্ণাকে এক দোকান থেকে নিয়ে গেল তাদের কাঁচের কারখানা দেখাতে। আগুনের ধারে খালি গায়ে বসে শিল্পীরা কাজ করছে, আগুনে ঝলসে তাদের সুঠাম দেহ দ্যাখাচ্ছে যেন মাকেল এঞ্জেলোর ব্রোঞ্জএর সৃষ্টি। নিরাকার কাঁচের তালটাকে ক্ষিপ্র-কৌশলে যাদুকরের মত কত রংয়ে রঙীন, অনেক আকারে অদ্ভুত করে তুলছে দেখে অবাক লাগে। কয়েকটা কাঁচের ফুল তখুনি তারা তৈরী করে গরম গরম উপহার দিল কৃষ্ণাকে। আর একদিন এক লেসের দোকানের কর্ত্রী কৃষ্ণাকে নিয়ে গেলেন লেস তৈরী দেখাতে। কি করে এখানকার বিখ্যাত লেসের উৎপত্তি হল প্রথমে, তার কিম্বদন্তী শোনালেন। অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা, অনেক ভাষায় সুদক্ষা, গল্পটা বাজে হলেও শোনাল ভালই তাঁর মুখে।

যাবার বেলায় সমুদ্রসেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে—কৃষ্ণা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রইল। ডোজির প্রাসাদের শ্বেতসৌধশির সান্তোমার্কোর সাদা গম্বুজ ক্রমে মিলিয়ে গেল। —ভেনিৎসিয়া শিল্পীর দেশ, সাগরবল্লভের দেশ—মুরেদের রক্তে ধোয়া দেশ—নিবিড় নীল স্বপ্নের মত নীলসাগরে মিলিয়ে গেল।

কতগুলো নীচু ঝোপের ছোট পাতার ছায়ায় কৃষ্ণা বসে বই নিয়ে পড়ছে। বাহির হতে অনাদি নগরী রোমের অনন্ত কল্লোল Forumএর ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে ধাক্কা লেগে লেগে অস্ফুট হয়ে আসছে। সামনে কলোসিয়ামের বিরাট কালো দেওয়ালগুলো দুর্দম দম্ভের বিপুল কঙ্কালের মত রৌদ্রঝলসিত আকাশকে চিরে উঠে গেছে। রোদের ঝাঁঝ আটকাবার জন্যে কৃষ্ণা মাথার গুণ্ঠনকে অনেকটা নামিয়ে দিয়ে পড়ছে বসে একমনে। পড়ার মাঝে সে এমন তন্ময় হয়ে গেছল একজন লোক কাছে এসে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছে পাশে তবু খেয়াল হয় নি।

"কৃষ্ণাই তাহলে কোন ভুল নেই?"

ভয়ানক চম্‌কে যেয়ে কৃষ্ণার কোল থেকে বইখানা পাথরের ওপর পড়ে গেল। দুহাত পকেটে ভরে লোকটি কৃষ্ণাকে নীরবে নিরীক্ষণ করছিল। চোখের ওপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে কৃষ্ণা চেয়ে দেখলে—"জয়, তুমি!"

"একেবারে সাক্ষাৎ সশরীরে।"

কৃষ্ণা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না। তারপর বল্লে, "তুমি ছাড়া পেয়েছ?"

জয় তার পাশে বসে পড়ে বল্লে, "কি করে, খালি বসে বসে যে পরিমাণে অন্নধ্বংস করতে লাগলাম—ওরা দেখলে আমায় ছেড়ে দিলে এর চেয়ে বেশী কত আর লোকসান করব।"

কৃষ্ণার বিস্ময় কিছুতে যেন যেতে চাইছিল না বল্লে, "কিন্তু শেষকালে এখানে তোমায় দেখব! তা কি ভেবেছি কোন দিন। এতদিন ধরে কোথায় না খোঁজ নিয়েছি—"

"বল কী এ—তুমি করেছ আমার খোঁজ?—এ কি তবে সবি সত্য, হে আমার চিরশত্রু?"

"তুমি তেমনি আছ এখনও।"

"কেন তুমি ভেবেছিলে কি? এতদিনে আমার শিং গজিয়েছে কিম্বা ল্যাজ? তা আমার খোঁজ পড়েছিল কেন? তোমাদের ফাণ্ডে টাকার টানাটানি?"

"সেটা কি খুব নতুন কথা?"

"না কিন্তু তাহলে আশাটা গোড়াতেই ভেঙ্গে দি—টাকার বালাই বিদায় হয়েছে এখন কায়মনোবাক্যে তোমাদেব লক্ষ্মীছাড়ার দলে।"

"কেন গেল কোথায় তোমাদের জমিদারী, তোমাদের ব্যাঙ্কের টাকা? তুমি ছিলে আমাদের কল্পতরু।"

"হায় হায় কল্পতরু এখন শুক্‌নো কাঠ। জমিদারীর কথা আর নাই বল্লাম। আমি জেলে বসে বসে দেশ উদ্ধার করছি—ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করে করে আমায় উদ্ধার করে দিলে। গভর্ণমেণ্টের খাজনা আদায় হল না—জমিদারী সব নীলামে উঠে গেল—আপদ চুকে গেল। পুরোপুরি proletariat হয়ে গেলাম একদিনে, কেমন মজা দেখেছ?"

কৃষ্ণা চুপ করে আছে দেখে বল্লে, "এঃ তুমি যে একেবারে দমে গেলে দেখছি। আমার আভিজাত্যের কাল্পনিক শুচিগ্রস্ততার

জন্যে তোমাদের কাছে আমার কম নিগ্রহ হয়নি। এখন তার গোড়াই গেছে উপ্‌ড়ে—খুশী হচ্ছ না কেন? বিশ্বাস না হয় সাক্ষী এই পোষাক—এই হল আমার একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

কি ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণা বল্লে, "আর যা অন্য টাকা ছিল তাও সমস্ত কি করে খরচ হয়ে গেল।"

"আঃ কৃষ্ণা তুমি ইউরোপে এসে একেবারে অসভ্য হয়ে গেছ। এতদিন বাদে দ্যাখা—কুশল জিজ্ঞেস করতে হয় শেখনি—বলতে হয় শরীরটা বড় কাহিল হয়েছে—খাওয়াটা পেটভরে হয়েছে ত, আরো যদি কিছু মনে পড়ে—তা নয় সোজাসুজি টাকার হিসেব।—হায় বস্তুতান্ত্রিক নারীজাতি।"

কৃষ্ণা দুহাতের ওপর চিবুক রেখে স্থির চোখে জয়ের দিকে চেয়ে ছিল। ওর দৃষ্টির সমস্ত শক্তি তীক্ষ্ণ তৃষ্ণার মত জয়ের সর্বাঙ্গ ছুঁয়েছিল। সে ধীরে বল্লে, "আমি এদিকে পালিয়ে আসতে পারলাম কি করে জান তুমি?"

"বা রে। তোমার সঙ্গে কি আর আমার দ্যাখা হয়েছিল—আমার জানবার কথা?"

কৃষ্ণা অন্যমনস্ক হয়ে বল্লে, "না দ্যাখা হয়নি। তোমার দ্যাখা পাবার জন্যে আমারও কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত তোমার বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি—তবু খোঁজ পাইনি।"

জয় চম্‌কে উঠে বল্লে, "করেছ কি কৃষ্ণা! সেখানে পুলিসের সজাগ নজর সব সময়—এমন নির্বোধের মত কাজ করে? কবে লিখেছিলে?"

"বেলিনে থাকতে—সে কিছুদিন হয়ে গেল। সে কথা এখন থাক। এখানে আমি দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াই—মোটের ওপর সবরকমে আরামেই থাকি। লোকে ভাবে কি জান? আমার বাপ মস্ত বড়লোক তিনি আমায় টাকা দেন।"

জয় কোন জবাব দিলে না। কৃষ্ণা বল্লে, "কিন্তু তুমি জান সামান্য কেরাণী তিনি। আমার সংসার পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা তাঁকে যথেষ্ট নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে তার ওপর আমার ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'লে ত হয়েছিল তাঁর। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পরের দয়ায় দিন কেটেছে আমার। কলেজে ঢুকে কিছু স্কলারশিপ্ কিছু ভিক্ষে এমনি করে ত শিক্ষা আমার শেষ হয়েছে। সেই বাপ দেবেন আমায় টাকা বিলেতে এসে পড়তে। আমার মত মূর্তিমতী অভিশাপ যে মেয়ে,—যার নাম করলে বাড়ীতে বিপদ আসে—" কৃষ্ণার কণ্ঠ তিক্ত হয়ে থেমে গেল।

জয় খুব আস্তে বল্লে, "সে দিন ত কেটে গেছে—অতীতকে কেন আর টেনে আন। তাতে অতীত বাঁচে না—বর্তমান বাসি হয়ে যায়।"

"ভেবো না। আমি এখানে আমার গত জীবনের জাবর কাটতে বসি নি। বলছি সেই বাপের কাছে টাকা পাওয়ার ideaটা কতটা হাস্যকর। আমাদের দলবল যখন ছড়িয়ে গেছে চারিধারে, খালি পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে, একদিন রাত্রে গোপনে একজন লোক অনেক কষ্টে

এসেছিল আমার কাছে। আমায় টাকা দিয়ে গেল—তিরিশ হাজার টাকা, আর জাহাজের টিকিট।”

জয় কৃষ্ণার বইয়ের পাতাগুলো সোজা করছিল নির্লিপ্তভাবে বল্লে, “তাই নাকি।”

“হ্যাঁ। আমার তখন অন্য কোন উপায় ছিল না। টাকার জোরে সব পথ সব সময় সুগম হয়ে যায়—আমি ফেরাতে পারলাম না। সে কিন্তু কিছুতেই বল্লে না কে দিয়েছে এ টাকা।”

“ও।”

“জয় কে দিয়েছিল সে টাকা ?”

“আরে, তা আমায় কেন জেরা করা—এ ত আচ্ছা জুলুম। তুমিও তেমনি আছ দেখছি—আস্ত একটি bully।”

খুব আস্তে কৃষ্ণা বল্লে “আমি তখনই জেনেছি। তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যে এত বিপদ অগ্রাহ্য করে ইচ্ছে করে সাহায্যে এগোবে।”

জয় সকৌতুকে বল্লে, “আহা এমন ভক্তিটি তোমার অচল হয়ে থাকে না কৃষ্ণা। তোমায় ত বিশ্বাস নেই, রাগের চোটে একদিন আমায় ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিলে মনে আছে ?”

“আছে।” কৃষ্ণা কি কোনদিন ভুলবে সে দিনগুলোকে। তার সঙ্গীদের বারম্বার বিষাক্ত ইঙ্গিত—জয় ভীরু জয় কাপুরুষ। —“ওরা আমায় কেবলই রাগিয়ে দিচ্ছিল। তোমার অহিংসাবাদের ওপর ওদের অবিশ্বাস—তুমি দুর্বল এই ওদের

ইঙ্গিত—" সেদিনের কটুস্মৃতির তিক্ত স্বাদ আজও ওর মনকে তেতো করে তুল্‌লো।

"ও তাই আমি আসামাত্র তুমি আমায় চোখা চোখা কথা শুনিয়ে দিলে। তবু দেখলে এটা নেহাতই নিরামিষ ভেড়া—একে দিয়ে মাংসাশী বাঘ তৈরী হয় না কোনমতে। পালিশ করছিলে একখানা ছুরি, অক্ষম ক্ষোভে দিলে সেখানা ধাঁ করে ছুঁড়ে আমার দিকে।"

"কি করব—তোমার শান্ত ধৈর্য্যের মাঝে একটা স্বচ্ছ superiority আমায় ভয়ানক রাগিয়ে দিত—কিছুতে তাকে সরাতে পারিনি—আঘাতটা তাকেই।"

"তা হবে কিন্তু লাগল যে ছাই আমাকেই।"

"তুমি হাত দিয়ে আটকে নিয়েছিলে। হাতটা বোধ হয় কেটে গেছল—তুমি কোন কথা বল নি। গুরু বলেছিলেন, লজ্জার কথা—আমাদের মধ্যে থাকবে নির্ভয় ধৈর্য্য, হিস্‌টিরিয়া নয়।"

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। নীল আকাশে কালো তিলের মত কয়েকটা চিল চক্রাকারে উড়ছে। কয়েকজন টুরিষ্ট তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ কৃষ্ণা মাথা তুলে বল্লে, "তোমায় আমি পদে পদে লাঞ্ছনা করেছি যন্ত্রণা দিয়েছি, তোমার চরিত্র যত আমার সম্ভ্রম জাগাত তত তোমায় হেয় করতে চেয়েছি—তোমার দেহমনের শক্তি যত আমায় বিস্মিত করত তত আমার রাগ হত—তুমি যত আমায় মুগ্ধ করেছ তত তোমায় ঘৃণা করেছি, তোমার মনের

নিয়ত আহ্বান হতে আমার মনকে মুক্ত করার জন্যে তোমায় নিষ্ঠুর হয়ে নির্য্যাতন করেছি। কী নিরর্থক এসব, মনের শক্তির কি নিরর্থক অপচয়।"

স্নিগ্ধস্বরে জয় বল্লে, "তা বলা চলে না কৃষ্ণা। বয়স যত বাড়ে মানুষের শক্তি বুদ্ধি তত বাড়ে। তা বলে তার শিশু জীবনটা কি খানিকটা নিরর্থক অপচয়? মনকেও তেমনি বাড়বার সময় দিতে হবে।—কত পথে কত মতের মধ্যে দিয়ে যেয়ে তবে ত সে পরিণতিতে পৌঁছবে।"

"তাবলে আমার মনকে পরিণতিতে পৌঁছবার জন্যে তোমায় যে নিগ্রহ ভোগ করতে হবে এমন কি কথা ছিল? তোমার অর্থ সামর্থ্য চরিত্র, তোমার বংশমর্য্যাদা এগুলো সবই তোমার বিরুদ্ধে যেত—তোমার অত্যন্ত অপরাধের মত মনে হত এগুলোকে। কেন তুমি একেবারে এক হয়ে যেতে না আমাদের সঙ্গে। আমরা ভেবেছি তুমি টাকা দিয়ে আমাদের কিনতে চাইছ, সামর্থ্য দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চাইছ। তোমার মনের শান্ত দৃঢ়তাকে ভাঙ্গতে না পেরে আমরা তাকে সব সময় ভেবেছি তোমার অসহ্য দম্ভ বলে। আমাদের হিংস্র সাধনায় তোমার যোগ নেই অথচ অসহযোগে তুমি জেলে গেলে। কেউ ভেবেছিল দুর্ব্বল, spy নয় ত—এ সন্দেহও জেগেছিল কারো মনে। তুমিও নির্লিপ্ত থাকতে, আমাদের সন্দেহে হয়ত হেসেছিলে মনে—কিন্তু তা ছাড়া কিছু কর নি। তোমার মতো করে কখন আমার মতকে গড়তে চাওনি।"

"চাইলেও পারতাম না। কেউ অন্য কাউকে নিজের

ইচ্ছেমত গড়তে পারে না কৃষ্ণা—ওটা মানুষের একটা অত্যন্ত শূন্য দম্ভ।"

মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে বাতাস আতপ্ত হয়ে উঠেছে। পাথর-গুলো তেতে আগুন হয়ে উঠছে ক্রমে।

জয় বল্লে "ওঠ কৃষ্ণা, বেলা অনেক হ'ল। কোথায় তুমি থাক? দেখেছ এখনও সেটা পর্যন্ত জানি নি।"

ভাঙ্গা পাথর পেরিয়ে দুজনে ফোরামের বাইরে এল। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ভিত্তরিয়ো এমানুয়েলের বিশাল সৌধের সাদা পাথর সূর্য্যের মত ঝকমক করছে। এখনও ইটালীতে ঘোড়ার ফিটন চলে। ওরা বেরতেই একদল গাড়োয়ান এসে ছেঁকে ধরলে। জয় ওদের ঠেলে সরিয়ে কৃষ্ণাকে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করলে, বল্লে "আভান্তি, চলো"। খুব ধাক্কা দিয়ে গাড়ী চল্ল। কৃষ্ণার হোটেল সেখান হতে খানিকটা দূরে, ভিয়া লুডোভিসির প্রান্তে, খানিকটা নিরিবিলিতে। রাস্তাগুলো সেখানে পরিষ্কার, বাড়ীগুলো দেখতে ভাল।

হোটেলে পৌঁছে প্রবেশপথে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জয় বল্লে, "আমি যাই তা হলে।"

কৃষ্ণা অবাক হয়ে বল্লে "সে কি, খেয়ে যাবে না? এত তাড়া যদি শুধু শুধু এলে কেন তবে এই রোদে?"

কৃষ্ণার হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে জয় হাসলে। খর রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে গাছের পাত্‌লা ছায়ায় জয়ের হাসিটা হঠাৎ করুণ মনে হল। কৃষ্ণার চোখের মধ্যে চেয়ে সে বল্লে

"কেন এলাম ?—ভাল লাগল বলে।" হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল।

কৃষ্ণার বুকের রক্তটা ছল্‌কে উঠে কথা বন্ধ করে দিলে কয়েক মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি সে ডেকে বল্লে, "জয় শোন শোন। কোথায় তুমি থাক বলে যাও, খাওয়ার পর আমি যাব।"

জয় ফিরে দাঁড়ালে। বল্লে "ওরে বাসরে, আমার বাড়ীওলা গরীব বলে morality মানে না ভাবো না কি। এতদিন আমায় ভেবেছে কলির ভীষ্ম—হঠাৎ এক মেয়েকে নিয়ে আজকে আমি হাজির হই যদি, সুনাম আমার ডুববে একেবারে টাইবারের জলে।"

"তাহলে তুমি এখানে এস।"

"কী মুস্কিল তাহলে তোমার মান সম্ভ্রম যায় যে দেখছ না। এতদিন এরা তোমায় একজন রূপকথার রাজকন্যা টন্যা ভেবেছিল —এখন হোটেলের ওই লিভারি-ওয়ালা চাকরগুলো দেখে যদি তুমি এক trampকে ধরে নিয়ে হাজির হলে—ওরা ভাববে এঃ এ দেখছি তাসের রাণী।"

কৃষ্ণা ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লে, "ও সব বাজে ঠাট্টা রেখে দাও শিগগির এসো বলছি।"

জয় হেসে ফেল্লে—"এই রে রুদ্ররূপ দ্যাখা দিয়েছে। আচ্ছা শোন আমি সন্ধ্যের সময় আসব, এখন সত্যি আমার কতগুলো কাজ আছে।"

অপ্রসন্নভাবে কৃষ্ণা বল্লে, "কোথায় থাক শুনি।"

জয় ঠিকানা বল্লে।

"ও সে ত অনেক দূরে এখান থেকে—এত বেলা হয়ে গেছে —এই রোদে অতটা যাবে।"

"হায় দেবী চৌধুরাণী—তোমার একি অধঃপতন—রোদকে শেষকালে গরম লাগল? এবার বরফকে কোনদিন তাহলে বলবে ঠাণ্ডা।" হেসে বল্লে "কোথা দূরে, আমি দুপা যেয়ে ট্রাম ধরে এখুনি পৌঁছে যাব। তুমি মিছে দেরী কোরো না—ভেতরে যাও।"

তবু কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল। জয়ের ঋজু দীর্ঘ দেহ যখন মোড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল কৃষ্ণা অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে হোটেলে ঢুকল।

ভেতরে নরম ঘন পর্দা নামান ব্লাইণ্ডঢাকা ঘরের স্নিগ্ধ শীতলতায় সে একটা আরামের নিশ্বাস নিলে। খাবার সময় কি খেলে না খেলে খেয়াল করলে না। একটা চাপা চাঞ্চল্য চিত্তকে তার অস্থির করে রাখল। ওয়েটার কাছে এসে একটু কেশে বল্লে, "সিনোরীণাকে কি কিছু অন্য আরো ফল এনে দেব?"

কৃষ্ণা সচকিত হয়ে তাকালে—অন্য সকলে আহার শেষ করে উঠে গেছে, সে শুধু একলা বসে। তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল বল্লে "না না গ্রাৎসি, খাওয়া আমার হয়ে গেছে।"

ঘরে আসবে বলে লিফ্‌টে উঠল। তৃতীয় তলে যেখানে তার ঘর, লিফ্‌ট্ এসে থেমে গেল। কৃষ্ণা নামে না দেখে লিফ্‌ট্‌বয় তার দিকে ফিরে বল্লে "তৃতীয় তলা সিনোরীণা।"

"ও।" লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণা লিফ্‌ট্‌ থেকে বেরিয়ে এল।

ঘরে যেয়ে খাতা পত্র খুলে একটু পড়ার চেষ্টা করলে কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না—পড়ার খেই হারিয়ে ফেলে খালি। বিরক্ত হয়ে সে বই ফেলে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলে, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সময় যাচ্ছে শামুকের মত আস্তে আস্তে। ক্লান্ত হয়ে কৃষ্ণা বালিসের তলা হতে রিস্টওয়াচটা টেনে বের করে দেখলে—মোটে দশমিনিট কেটেছে। রেগে যেয়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে জোর করে চোখ টিপে বন্ধ করে রইল।.........অনেক দিনের অনেক কথা ব্যথিত বিফলতা মনের টানকরে বাঁধা তারগুলোকে আজ আঘাতে আহত করে তুলছে। স্মৃতিকে মন্থিত করে অনেক গরল অনেক অমৃতে অন্তর উঠেছে অস্থির হয়ে। কান পেতে এখনও যেন শুনতে পায় সে দিনের বর্ষার ঝরঝরাণি, পল্লীগ্রাম পথঘাট চারিদিকে কর্দমাক্ত, পানাভরা ডোবাগুলো কানায় কানায় জলে ভরা। কৃষ্ণাকে সেদিন যেতে হবে কার সঙ্গে ত্থাখা করতে চার পাঁচ মাইল দূরে হেঁটে। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে ক্ষীণ পঙ্কিল পথ চলেছে—কচুপাতায় ঢাকা ব্যাংডাকা আশস্থাওড়া বিছুটি বুনোবেতের নিবিড় জঙ্গল—কেঁচোয় কেন্নোয় কিলকিল করছে। টাঙ্গানিকার ঘনঅরণ্যও বর্ষায় বাংলার পল্লীর জঙ্গলের কাছে হার মানে। জয় যাচ্ছে কৃষ্ণার সঙ্গে। নালার ওপর দুখানা দীর্ঘ বাঁশ পাতা সেতু একপাশে হেলে রয়েছে—পা দিলেই মচ্‌মচিয়ে ওঠে। সেটা পার হতেই ভীষণ বৃষ্টি নামল। জয় ওয়াটারপ্রুফ টা খুলে জোর করে কৃষ্ণার গায়ে

জড়িয়ে দিল। কাজ সেরে দুজনে ফিরছে যখন তখনও জোরে হাওয়া দিচ্ছে। জয়ের ভিজে সপসপে বেশ হাওয়ায় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নালার কাছে পৌঁছে দ্যাখে সরু বাঁশ দুখানা ভেঙ্গে বর্ষার স্রোতে ভেসে চলে গেছে। কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বল্লে "জ্বালাতন, আরো তিন মাইল ঘুরে যেতে হবে এখন।"

জয় জলের দিকে তাকিয়ে বল্লে "খুব বেশী গভীর নয়, হেঁটে পার হওয়া যাবে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁঃ—আমি ওই কাদায় নামছি। সাঁতার জানি না কিছু না—পা পিছলে পড়ে নাকানি চোবানি খাই আর কি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই জয় টপ করে তাকে দু'হাতের ওপর তুলে নিয়ে জলে নেমে গেল।

ওপারে যেয়ে নামিয়ে দিতেই কৃষ্ণা বোমার মত ফেটে পড়ে বল্লে "এটা হল কি?"

জয় নির্লিপ্তভাবে বল্লে, "তোমায় ভেজান থেকে বাঁচান হল।"

"তোমার অত knight errantry না করলেও আমার চলে যায় বুঝেচ—কে অত সর্দারি করতে বলেছিলো তোমায়?"

"বাঃ সর্দারি করতে কাউকে বলতে হয় নাকি? কেউ না বলতে গায়ে পড়ে যা করা হয় তারই নাম সর্দারি, বুঝেচ।"

কৃষ্ণা রাগে রুদ্ধবাক হয়ে হনহন করে এগিয়ে চলে গেল।

............তারপর কী দিন এল ক্রমে। সমস্ত ভারত-বর্ষ ভরে যে জাল জড়িয়ে ছিল তাকে এবার সাবধানে টেনে তোলা। নিদ্রাহীন রাত নিষ্পলক আকাশের জল-জলে তারাগুলোর মত উত্তেজনায় জলজল করে কাটতে

থাকে। দিনগুলো অপেক্ষা-স্তব্ধ—কালবৈশাখীর আগমন মুহূর্তের ঠিক আগে বঙ্গোপসাগরে ভীষণ কালো জলের অতল স্তব্ধতার মত।.........নিজের গলার স্বরে চমকে ওঠা —নিজের ছায়া দেখে লাফিয়ে উঠে রিভলবার বের করা— সকলের মনের স্নায়ুগুলো যেন ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে রয়েছে সব সময়।......

কৃষ্ণপক্ষের হলুদ রংয়ের ভাঙ্গা চাঁদ অশথ্ গাছের আঁকা-বাঁকা ডালের মাথায় ঢ্যাখ্যা দিয়েছে। গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে কৃষ্ণা আর জয় বসে ছিল। চাপা রুক্ষস্বরে কৃষ্ণা বলছে—"তুমি ভাব কি? সকলের চেয়ে তুমিই বেশী বোঝ? হতে পারে তুমি অনেকের চেয়ে বেশী পড়েছ—অনেক দেশ দেখেছ তা বলেই ধরে নিতে হবে নাকি তুমি জগতের যত ইতিহাস রাজনীতিতে অভ্রান্ত পণ্ডিত? অত দম্ভ ভাল নয়।"

"কৃষ্ণা তুমি কোনদিন কি আমার দিকে সহজভাবে চেয়ে দেখবে না? দাম্ভিক অকর্মা বিলাসী আমি, এ ছাড়া আর কোন পরিচয় কোনদিন নেবে না?"

ঘাসের ওপর থেকে কৃষ্ণা তার রিভলভারটা তুলে নিয়ে হাতের ওপর রাখল। "ঢ্যাখো জয় কালকে আমাদের যেতে হবে জান ত। পার তুমি? এটা নিয়ে যাকে দেখিয়ে দেব তাকে গুলি করতে?"

অন্ধকারে জয়ের চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে সে বল্লে, "না পারি না। মানুষকে হত্যা করা মানুষের ধর্ম নয়—ওতে আমি বিশ্বাস করি না।"

কৃষ্ণা বিদ্রূপের বিষাক্ত হাসি হেসে উঠল। কাঁচের ওপর বালি ঘষার মত রূঢ় করকরে শোনাল কথাগুলো—"তা আগেই জানি। বুদ্ধদেব, বল সোজা কথায় সাহসে তোমার কুলোবে না।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত জয় চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠল।—"কৃষ্ণা তুমিও একথা বল!—" ভাঙ্গা চাঁদের মরা আলোয় ওর মুখ মৃতের মত বিকৃত ছ্যাখাল। কৃষ্ণার দিকে আর না তাকিয়ে সে চলে গেল।

ওকে এমন কখন ছ্যাখেনি কৃষ্ণা—হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা তীব্রভাবে ব্যথা করে উঠল।……

কী কালো সে রাত্তিরটা। চোখ চেপে বন্ধ করে রাখলেও এমন অন্ধকার হয় না—জগতের যত বাতি সব নিবিয়ে দিলেও এর চেয়ে বেশী অন্ধকার করা যায় না। পাতালের রুদ্ধ মসীস্রোতকে কে খুঁচিয়ে খুলে দিয়েছে, ফুটন্ত কালির সমুদ্রের মত ক্রুদ্ধ পদ্মার ভয়াল রূপ পাগল হাওয়ার ভয়ঙ্কর হুঙ্কার নিবিড় তিমির ভরা মেঘে নিশ্ছিদ্র আকাশ……ফড়িংয়ের মত ছোট্ট একটা নৌকায় কজন যাত্রী। ঢেউয়ের ওপর আছাড় খেতে খেতে নৌকোটা চলেছে—কারোর মুখে কথা নেই। হঠাৎ একসঙ্গে দম্‌কা হাওয়া আর ঢেউয়ের ভীষণ ধাক্কা লেগে নৌকোটা উল্‌টাতে উল্‌টাতে সামলে গেল—যে হাল ধরে বসে ছিল সে প্রায় পড়ে গেছল আর একটু হলে। ওদের দলপতি ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে বল্লে "ভয়ানক ভরেছে নৌকো—একজন না নেমে গেলে সকলকে

মরতে হবে।” ঝড়ের আওয়াজে তার চীৎকার চাপা পড়ে কথাটা মৃদু গুঞ্জনের মত মনে হল।

এখানে নামা!.........কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। মৃত্যুকে তারা গ্রাহ্য করে না।—দেশকে বাঁচাতে, উদ্দেশ্যকে সফল করতে যেয়ে সকলের সামনে যে মৃত্যু তার দাম আছে তাতে গৌরব আছে, আনন্দ আছে, সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাবলে এখানে?—লোক চোখের আড়ালে অজ্ঞাতে নিতান্ত বৃথায়—রাক্ষসের মত ওই নিশ্চিত মৃত্যুময় জলে জেনেশুনে ডুবে মরা।......

দলপতি ফের ডাক দিলে “সময় নেই। দেখি কার নাম ওঠে—”

জয় উঠে দাঁড়াল—“নাম ওঠাবার দরকার নেই, আমি যাচ্ছি।”

দলপতি তার হাত ধরে ফেল্লে “না দাঁড়াও। তাহলে অবিচার হবে নাম ডেকে দেখি।”

জয় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লে “অবিচার কি। সময় নেই, আমি সাঁতার জানি, শক্তি আছে গায়ে, কূলে পৌছলেও পৌছতে পারি—”

বিকট বাজের আওয়াজে কালো দিগন্ত ফেটে যেয়ে আগুন ঝল্‌কে গেল। বিদ্যুতের আলোয় বিস্ফারিত চোখে কৃষ্ণা দেখলে জয় নৌকোর কিনারায় দাঁড়িয়েছে,—অন্ধকারে ঢেকে গেল আবার চারিধার।···

সে রাতের বিভীষিকার স্মরণে আজকেও অস্থির হয়ে

কৃষ্ণা শয্যাপ্রান্তের আবরণটাকে মোচড়াতে লাগল দুহাত দিয়ে।...

তারপর আর সে জয়কে দ্যাখেনি। শুনেছিল জয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ নদীতীরের বালি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। শুনেছিল মৃত্যুর সঙ্গে জীবন নিয়ে তার যুদ্ধ বেধেছে। তারপরে শুনেছিল সে রাত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি বলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। কোথাকার কোন দূরতম কারাগারে ডেটিনিউরূপে তার দিন কাটছে। এর পরে কৃষ্ণাকে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হল, আর কোন সংবাদ সে শোনেনি।

ঘড়িতে তিনটে বেজে গেল। কৃষ্ণা শয্যা ছেড়ে উঠে স্নানকক্ষে ঢুকল। কন্‌টিনেণ্টাল স্নানকক্ষগুলো একটা বিলাসের মত। শ্বেত পাথরের মত নির্মল সাদা মেঝে, প্রকাণ্ড সাদা কাচের স্নানপাত্রে লাগান ঝকঝকে রূপোর মত দুটো ট্যাপ উষ্ণশীতল জলের। পালিশ করা দেওয়ালে নানারকমের আলো আয়না—খুঁটিনাটি অনেক আয়োজনে যত কিছু বিলাসের ব্যবস্থা। বিকেলের দিকে এখন বেশ গরম লাগে, কৃষ্ণা রোজ স্নান করে এ সময়টা।

আরো কিছু পরে চারটের পর কৃষ্ণা হোটেল থেকে বেরল। জয় কখন আসবে কে জানে তার চেয়ে ওকে একটু অবাক করা যাবে হঠাৎ হাজির হয়ে ওর ওখানে। রাস্তার দুধারের দোকানের ব্লাইণ্ড তুলে দিচ্ছে। বুলভার্দএ ওয়েটাররা মস্ত মস্ত ছাতা খুলে তার তলায় চেয়ার টেব্‌ল্‌ সাজাচ্ছে বিকেলের পানাহারের আয়োজনে। ভিত্তোরিও ভেনিতো দিয়ে ট্রাম ভিয়া কুইরিনেল-এর বড় রাস্তায় পড়ল, সেখান থেকে একটা খুব সরু রাস্তায় ঢুকে কিছুদূর যেয়ে ট্রাম শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণা নেমে অন্ধকার অপরিসর এক গলির ভেতর ঢুকল। এদিকে আগে কখন সে আসে নি। দুপাশে পুরোনো অপরিষ্কার বাড়ী, রং ওঠা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ময়লা কাপড় পরা মোটা ষণ্ডা গোছের লোকেরা, কেউ তামাক চিবচ্ছে, কেউ মাটির পাইপ মুখে দিয়ে বসেছে। নোংরা পোষাক ছেঁড়া জুতো, দাড়ি কামায় নি কতদিন। খালি

পায়ে ছেলেমেয়ে খেলা করছে—ভীষণ ময়লা ছেঁড়া কাপড় তাদের। রাস্তায় লেবুর খোসা পুরোণো কাগজ যত জঞ্জাল ছড়ান—থুথুতে ভর্তি, পা ফেলতে ঘৃণা লাগে। দু একজনকে কৃষ্ণা বাড়ীটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে। তারা এরকম ধরণের মেয়েকে কখন এদিকে আসতে দ্যাখে নি,—তাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, অসভ্য ব্যবহার। কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে উঠলে—দূর ছাই কেন যে সে জয়ের কথা না শুনে এখানে আসতে গেল।

যাহোক অবশেষে বাড়ী খুঁজে বের করে ভেতরে ঢুকলে। ভেতরটা বেশ অন্ধকার, টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে। দাগলাগা পুরোনো কাঠের কাউণ্টারের পাশে বসে একটি লোক, রংটা ম্যাড়মেড়ে হলদে, বিশাল ভুঁড়ি, মাথায় চকচকে টাক—ময়লা পোষাকের ওপর একটা apron—এককালে কালো ছিল সেটা, দাগ লেগে লেগে চিতাবাঘের চামড়ার মত চিত্রিত হয়েছে এখন। কৃষ্ণাকে দেখেই সে বলে উঠল—"আমরা মেয়েদের এখানে নিই না, বাইরে ত লেখাই আছে। জায়গা হবে না এখানে।"

এরকম অভ্যর্থনার জন্যে কৃষ্ণা প্রস্তুত ছিল না। ভ্রূকুটি করে বল্লে "—কে থাকতে চায় এখানে—আমি থাকতে আসিনি। জয় মুখার্জি আছেন এ বাড়ীতে? তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করতে চাই—শিগ্‌গীর খবর দিন দয়া করে।"

লোকটি কৃষ্ণার দিকে ছোট চোখে পিট পিট করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ—কিছুমাত্র শীঘ্রতার লক্ষণ না দেখিয়ে ধীরে

স্থেহ কানের ওপর থেকে একটা বেঁটে পেনসিল বার করে বল্লে "আপনার নাম ?"

কৃষ্ণা বল্লে।

"কোথা থেকে আসছেন ?"

"হোটেল সাভইয়া।"

লোকটি লেখা থামিয়ে চোখ তুলে ফের তাকালে তারপর বল্লে "অ। তা আগে বলেন নি। বস্থন বস্থন। ওরে ও মার্কাস শিগ্‌গীর শুনে যা—"

হোটেলটা ভদ্রশ্রেণীর, সেখান থেকে যে এসেছে সে খুব সম্ভব টাকা ধার চাইবে না—বাড়ীভাড়া না দিয়ে পালাবার দলেও এ নয় তাহলে—বাড়ীওলা ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করলে, "ও মার্কাস শুনতে পাচ্ছিস না—"

অনুপস্থিত মার্কাসের কোন সাড়াশব্দ এল না।

"আঃ ছোঁড়াটা আবার গেল কোথায়—আচ্ছা বস্থন—আপনি বস্থন—আমিই যেয়ে খবর দিচ্ছি—" লোকটি ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে হাঁপিয়ে থপ থপ করে সিঁড়ি উঠতে লাগল। সরু খাড়া সিঁড়ি—ইটগুলো বেরিয়ে আছে, কৃষ্ণা তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীওলা আপ্যায়ন করে বসতে বল্লেও বসবার কোন আসন ছিল না। নীচু ছাতটা ঝুলে ভরা, দেওয়ালে যে কতকাল চুণকাম হয় নি, মেঝেতে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করার প্রথা বোধ হয় এ বাড়ীর নেই। রস্থনের গন্ধ, কাঁচা ম্যাকারণি আর পচা মাছের গন্ধে গলা বন্ধ হয়ে আসে। বিকেলবেলা অন্ধকারে বাতির মিটমিটে আলোয় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা ভাবতে লাগল জয়ের জমিদারীতে

সাতমহলা বিশাল বাড়ী বিস্তীর্ণ উদ্যান, স্বচ্ছ দীঘির ধারে পদ্মফুলের গন্ধঘন অপরাহ্ন। ...বালীগঞ্জের বৃহৎ বাড়ীতে বিকেলে এমন সময় নরম সবুজ লনে টেনিসখেলা আরম্ভ হত—তীক্ষ্ণরুচি তীব্রসৌখীন ছেলেমেয়ের অতি উচ্চ হাসি গল্পে কলকাতার কোলাহলও হার মেনে যেত।...

জনতিনেক লোক গোলমাল করে কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল। প্রথমে অন্ধকারে তারা কৃষ্ণাকে দেখতে পায় নি—একজন হঠাৎ তাকে দেখে চুপ করে গেল। অন্য দুজনে লোকটার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাকেও দেখলে। আস্তে আস্তে এগিয়ে তারা কৃষ্ণাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখে নিজেদের ভাষায় কি বলাবলি করতে লাগল। কৃষ্ণা কাউণ্টারের কাছে সরে দাঁড়ালে, তারাও সরে এসে ওর হাতের সোনার কঙ্কণটা দেখিয়ে কি বল্লে। কৃষ্ণা ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানালে সে তাদের ভাষা বোঝে না। তারা ভাঙ্গা ছাতাপড়া দাঁত বের করে হেসে কি বল্লে, একজন কঙ্কণটা ঘুরিয়ে দেখে নিজেদেব মধ্যে কথা বলতে লাগল। কৃষ্ণা এক ঝটকায় ওদের হাত সরিয়ে দিয়ে সক্রোধে ভ্রুকুটি করে বল্লে "সাহস ত কম নয়—"

ওরা প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারপর ভয়ানক রেগে নোংরা থাবায় খপ্ করে ওর হাতটা টিপে ধরে এক টান মারল। পিছন থেকে জয় নেমে এসে লোকটার কানের ওপর সুষ্ঠু এক ঘুসি লাগিয়ে দিল। লোকটা কাউণ্টারের অপর প্রান্তে গড়িয়ে গেল। আর একজন তেড়ে হুম্‌কি দিয়ে উঠতেই তার গালে জয় ঠাস করে এক চড় কসিয়ে দিলে। বাড়ীওলা জয়ের সঙ্গে নেমে

এসেছিল—সে যতটা সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে চেঁচামেচি করে গালাগালি দিতে লাগল। সবটাতে মিলে বেশ খানিকটা গোলযোগ। যাহোক এই শ্রেণীর ইটালিয়ানদের শক্ত জায়গা দেখলে নরম হয়ে যাবার অভ্যাসটি আছে—তারা বিড়বিড় করে বকতে বকতে বোধ হয় জয়কে শাসিয়ে একে একে সরে পড়ল।

কৃষ্ণার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জয় বল্লে, "তোমায় এখানে আসতে মানা করেছিলাম না—এখানে ভদ্রমহিলারা আসে ?"

অনর্থক একটা গোলমালের সৃষ্টি হল তাকে নিয়ে—কৃষ্ণার কান উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল—ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, "এখানে ভদ্রলোক থাকে ? তুমি কি সমস্ত রোমে এর চেয়ে সভ্য জায়গা পেলে না থাকতে ?"

"সভ্য আছে কিন্তু সস্তা ত নেই।" জয় হেসে বল্লে, "আর বাড়ীওলা বেচারার কথাও ত ভাবতে হবে—পাছে আমি বাড়ীর গন্ধে কস্তূরী মৃগের মত পাগল হয়ে পালাই বলে ফের পাঁচ লীরা ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে। এটা কি কম কথা হল ?"

দুজনে গলির বাইরে বেরিয়ে ট্রামে উঠল। কৃষ্ণা বল্লে "ভিয়া পিঞ্চিয়ানায় চল—আমার হোটেল থেকে কাছে হবে।"

পথে যেতে যেতে কৃষ্ণা বল্লে, "তোমার কি কাজ ছিল বলেছিলে—হল না সেগুলো ?"

"হয়েছে কতক। বিজ্ঞাপনের অনুবাদ করে দেওয়া—ভারি মজার কাজ। কৃষ্ণা তুমি মোটা হতে চাও? কিম্বা রোগা? গায়ের রং কোনটা চাও—গোলাপি কি বাদামি কি হলুদে? চোখ বড় করতে চাও, নাক উঁচু করতে চাও—উর্ব্বশীর অনন্ত যৌবনের গোপন তথ্যটি চাও?—যা খুঁজবে তাই পাবে আমার বিজ্ঞাপনের মধ্যে।"

"এই করে তোমার দিন চলে?"

"দিব্যি। কি যে তোমরা বলতে না? জমিদারীর আয় প্রজার রক্ত শুষে—বিলাসের বাহুল্য—ব্যয়ের ব্যাভিচার—আরো কত সব মনে নেই। এখন কি রকম ডিগ্‌নিটি অফ্‌ লেবার দ্যাখাচ্ছি দ্যাখো একবার।"

কৃষ্ণা কোন জবাব দিলে না। ট্রাম থেমে গেছে, দুজনে ভিয়া পিঞ্চিয়ানা দিয়ে হেঁটে চললো। বেশ ভিড় হয়েছে, সুন্দরীরা বন্ধুর সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। পুতুলের মত সাজান সুন্দর ছেলেমেয়ের দল—তাদের সঙ্গে শুভ্রবেশা সেবিকা। বুড়োবুড়ী হাত ধরে চলেছে—সৌখীন যুবা কেউ সখ করে ঘোড়ায় চলেছে। নগরের অপর প্রান্ত হতে এ যেন অন্য আর একটা দেশে এল তারা। খানিক দূর যেয়ে একটা বেঞ্চে বসল দুজনে। পথের পাশে শিশু অলিভ্‌এর সবুজ বেড়া, করবীর কুঞ্জে থোকা থোকা গোলাপী ফুল ফুটেছে—তার একটা অতি ক্ষীণ সুগন্ধ বাতাসে। পশ্চিমের আকাশে লালে লাল করে সূর্য্য অস্ত গেল জয় সেই দিকে তাকিয়েছিল। কৃষ্ণা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আগের মত ওর ঢেউ খেলান

ঘন চুল মসৃণ ললাট সুউন্নত নাক—সুদৃঢ় চিবুকের পাশটা। ললাটের ওপর চিবুকের পাশে কয়েকটা সরু রেখা ভ্যাখা দিয়েছে, গালের হাড়টা একটু বেশী স্পষ্ট হয়েছে, বড় বড় পক্ষঘেরা চোখ —অনেকটা বসে গেছে। ঘাড়ের কাছে কোটের সুতো বেরিয়ে গেছে, কনুইয়ের কাছটায় জীর্ণ হয়ে গেছে—শার্টের কাফটা ছিঁড়েচে।

জয় কি বলতে যাচ্ছিল মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে থেমে গেল। "কি দেখছ কৃষ্ণা ?"

"আচ্ছা জয়, তুমি বিয়ে করবে না কোন কালে ? সে কথাটা কখন ভেবে দেখেছ ?"

জয় হেসে তার দিকে মুখ ফিঁরিয়ে বসল। "হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ? ওইটির কথা ভাবতে ত বড় ভুল হয়ে গেছে—তাইত। এখন এতদিন বাদে আমার মত চালচুলোহীন vagabond-টিকে কোন মেয়ে শিবপূজোর পুরস্কার বলে গ্রহণ করবে বল।"

"মেয়ের অভাব নেই। মাটির হাঁড়ি কলসীর চেয়েও মেয়ে সস্তা—অন্তত বাংলা দেশে। তুমি বিয়ে করবে কিনা তাই বল।"

"ওকি কৃষ্ণা তুমি আজকাল ঘটকবৃত্তি ধরেছ নাকি ? অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার সন্ধান দিয়ে বেড়াও ?"

"রাজকন্যার সন্ধান রাখি না।—তবে আমায় হলে চলবে তোমার ?"

জয় এবার সত্যি অবাক হয়ে কোন উত্তর দিতে পারল না।

"শুনতে পেলে ?"

অনেক রকম অনুভূতির অকস্মাৎ ধাক্কা খেয়ে ভয়ানক কেঁপে উঠল জয়ের মনটা। কিন্তু অনেক দিনের সুদৃঢ় সাধনায় সে সংযত করেছে তাকে। তখুনি সামলে সহজ হয়ে বল্লে, "শুনতে ত পেলাম কিন্তু শ্রবণকে বিশ্বাস করি কি করে। অবলা অবোলা বঙ্গবালা—ভীরু দুর্বলা—সে কিনা এমন লজ্জাহীনা। হায় হায় গেল সমাজটা রসাতলে একেবারে।"

"কোন কালেই ত আমি লজ্জাবতী লতাটি নই। যে আওতায় ওসব বাড়ে সে সব আবদার জোটেনি আমার কোনকালে।"

"না তুমি লজ্জাবতী লতা নও কোনকালে।"—কৃষ্ণার অতল কালো চোখের ভেতর চেয়ে খুব আস্তে জয় বল্লে, "তুমি মরুভূমির কাঁটাভরা ক্যাক্‌টাসএর ফুল—খেয়ালী বিধির হঠাৎ খুশীতে সৃষ্টি —অদ্ভুত সুন্দর..........."

করবীর ক্ষীণ মধুর গন্ধে বাতাস বিধুর হয়ে উঠল—পশ্চিমের রাগরক্ত আকাশ ঝরাপদ্মের পাপড়ির মত কালো হয়ে এল।

কতক্ষণ পরে কৃষ্ণা বল্লে, "আমার কথার জবাব দিলে না।"

জয় জেগে উঠে হাসলে তার করুণ হাসি। বল্লে, "কোন মেয়েকে বিয়ে করার সামর্থ্য আমার নেই। যাকে দারিদ্র্য থেকে বাঁচাতে পারব না তাকে জেনে শুনে দুঃখের মাঝে আসতে বলব কোন্ মুখে।"

কিছুক্ষণ ভেবে কৃষ্ণা বল্লে, "তোমার এ অবস্থার জন্যে কাকে তুমি দোষ দাও? কে এনেছে এখানে তোমায়?"

"বাঃ আনবে আবার কে? কোন অবস্থায় আনার জন্যে

আবার একজন গাইড চাই নাকি।” সংসারের খুঁতধরা লোকেদের ও একটা প্রিয় দুর্বলতা—সব দুঃখের জন্যে অন্যকে দায়ী করা। জয় বল্লে, “এই ত ছাখো না জার্মানী অষ্ট্রিয়ার দোর্দণ্ড Hohenzolern Hapsburg বংশ, তাদের কেউ আজকে ড্রাইভার কেউ দোকানদার,—কাকে দোষ দেবে তারা? —আমারও ভ্যানিটিটা নিজেকে তাদের দলে ভেবে মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে নেয় মাঝে মাঝে।”

“ওসব কথা ছেড়ে দাও। সত্যি করে বল আমায় দায়ী কর না কি কখন কোনদিন? আমিই তোমায় এ পথে এনেছিলাম, বলতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত সর্বস্বান্ত করে ছাড়ালাম আমিই ত?”

কৃষ্ণার মুখের দিকে জয় তাকালে। “ও। সেই অনুতাপে আমায় বিয়ে করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছ? দয়া?...... দেখ কৃষ্ণা নাটক নভেলে ওগুলো চলে বেশ, শোনায় ভাল। নায়িকা নায়কের দারিদ্র্য দেখে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে তাকে বরণ করলেন—কি বুকফাটান স্বার্থত্যাগ, কি জ্বলন্ত পাতিব্রত্য—শেষ পর্য্যন্ত ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়। কিন্তু এটা ত নাটক নয়—কিছু ভুল করেছ কৃষ্ণা—সত্যিকার জীবনে পুরুষেরাও একেবারে বোধশক্তি বিবর্জিত নয়—দয়ার দান তারা নেবেই বা কেন। তাদেরও আত্মসম্মান আছে—অন্ততঃ থাকা উচিত।” সে উঠে পড়ল।

কৃষ্ণাও বিদ্যুতের মত ছিট্‌কে উঠে দাঁড়াল। “আর মেয়েদের বুঝি কোন সম্মান সম্ভ্রম থাকতে নেই?”—এতদিন ধরে যাকে খুঁজে বেড়িয়ে যা বলবে বলে ভেবে রেখেছিল ক্রোধে দিশাহারা

হয়ে ঠিক তার বিপরীত বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে,—সব তার গোলমাল হয়ে গেল। "মেয়েরা কি পথের কুকুর?—তোমার ফেলে দেওয়া অন্ন চেটে চেটে খেয়ে মোটা হবে?—না তাদের ভাব জঙ্গলের জোঁক—রক্ত শোষা তাদের ব্যবসা? নিজে যখন দয়ার ওপর এত চটা অন্যকে দয়া দ্যাখাতে এসেছিলে কোন স্পর্দ্ধায়? আমি অত্যন্ত গরীব—গরীবের আবার আত্মসম্মান কি—তাই ভিক্ষে দিয়ে অপমান করতে সাহস হয়েছিল, না? সমস্ত ভিক্ষে দিয়ে কলির হরিশচন্দ্র সাজা হয়েছে! তোমার দয়াকে আমিও ঘৃণা করি—তোমার দয়াকে গ্রহণ করেছি সে জন্যে এখন নিজেকে ঘৃণা করছি। তোমার ভিক্ষে যা বাকি আছে আমি এই মুহূর্তে দিচ্ছি ফিরিয়ে—যা খরচ হয়েছে তা যতদিন না পরিশোধ করতে পারব কলঙ্কিত হয়ে থাকবে আমার জীবন। তোমার দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে ফাঁসিতে ঝুলে মরা ভাল"—কৃষ্ণা দ্রুত চলতে আরম্ভ করলে।

জয় ওর গতি রোধ করে দৃঢ়মুষ্টিতে হাত চেপে ধরল। গম্ভীর স্বরে বল্লে "যেওনা বস। আজকে একটা প্রশ্নর জবাব চাই বলে দিয়ে যাও। তোমার আমায় ভাল লাগে কি লাগে না এ সব প্রশ্নে এ সব মধুর অপচয়ে তোমার অবসর নষ্ট করিনি কোন দিন। তোমার কাছ থেকে অনেক অপমান পেয়েছি, অনুযোগ করেছি কখন বলে মনে হয় না। আজকে আমার কথাটার জবাব দিয়ে যাও; এত দিন কখন এ প্রশ্ন করিনি,—ভয় ছিল ভাববে কোন পাওনার দাবী করব পরে। আজকে আমার দাবী করবার মত কোন জোর নেই—আজকে বলে

যাও। তোমার সঙ্গে আমার আচরণে ব্যবহারে কথায়বার্তায় কর্মে সাধনায় যে পরিচয় সে কি শুধুই দয়া বলে মনে হয় তোমার? তার চেয়ে বেশী, তার চেয়ে নিকটতর মধুরতর আর কিছু নয়?"

কৃষ্ণা জয়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিরুত্তরে চেয়ে রইল। তারপর অনুচ্চস্বরে বল্লে, "আর আমি তোমায় শুধু দয়া দ্যাখাতে এলাম—এত দিনে এই তুমি বুঝলে আমায় আজ?"

ভোরের সূর্য্যের আলোয় ঘর উঠেচে ভরে। জয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ্ করছে। কৃষ্ণা তখনও কুড়েমি করে শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

দাসী প্রাতরাশ নিয়ে এসে দরজায় করাঘাত করলে। কৃষ্ণা বইয়ের আড়াল থেকে বল্লে "দরজাটা খুলে দাও না যেয়ে।"

"আমি শেভ্ করছি যে—"

"হলেই বা। মেডগুলো ত এমনিতেই তোমার প্রেমে পড়ে আছে—আর বেশী সাজগোজের দরকার কি।"

"হায় হায় কৃষ্ণা তুমি কি আমার প্রেমে পড়বার জন্যে হোটেলের মেড ছাড়া আর একটু ভদ্রগোছের কাউকে পেলে না।"

দরজা খুলে দিতে দাসী এসে প্রাতরাশের থালা বিছানার ধারে টেব্‌ল্‌এ রাখল, সুমিষ্ট হেসে সুপ্রভাত জানিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণা আড়চোখে তার পানে তাকিয়ে বল্লে, "কিন্তু সত্যি এদেশের দাসীকেও দেখতে যেন রাণীর মত।"

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে জয় বল্লে, "কেন পুরুষেরাই বা মন্দ কিসে। ওয়েটারদের চেহারায় মনে হয় ওরা খাবারটা পরিবেশণ করেই রাজ্য শাসনে বসে যাবে।"

"আমার চকোলেটটা ঢেলে দাও না।"

জয় ধূমায়িত চকোলেট পেয়ালায় ঢেলে তাতে ক্রিম মেশাতে মেশাতে বল্লে "—আচ্ছা কি পড়া হচ্ছে—এত কুড়েমি আজ—"

কৃষ্ণা পড়ে শোনালে—"সখি কা পুছসি কৈছন কেলি, কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু, না বুঝিনু কৈছন কেলি—"

জয় বিছানার পাশে পেয়ালাটা সরিয়ে এনে রাখলে। কৃষ্ণা হাত বাড়িয়ে তার মুখটা নিজের মুখের ওপর টেনে আনলে, আলস্য বিজড়িত স্বরে বল্লে, "জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল—যুগ যুগ হিয়া হিয়াপর রাখিনু—তবু হিয়া জুড়ন না গেল—"

জয়ের তীব্র দীর্ঘ চুম্বনে ওর কথার সবটা শেষ হল না।

সাতদিন হল কৃষ্ণাদের বিয়ে রেজিস্‌টার্ড হয়েছে। জয় তার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণার কাছে এসেছে। কৃষ্ণা জয়কে নিয়ে যেখানে যত দোকান ঘুরে ঘুরে ওর কাপড় চোপড় কিনেছে বেছে বেছে। জয় আপত্তি করে বলছে, "কি বিপদ, কনের জন্যেই ত trousseau কেনার নিয়ম—তা নয় আমার নব-কার্তিকের মত বর সাজাতে হবে নাকি এই বয়েসে?"

কৃষ্ণা ধমকে উঠেছে "থাম তুমি। যা চেহারা করে বেড়াচ্ছিলে যেন একটি ঝড়ো কাক।—আর কথায় কাজ নেই।"

অনেক দোকানের অনেকরকম কাপড়ের স্তূপ থেকে কাপড় বেছে বেছে নেওয়া। নানারকমের শার্ট থেকে দেখে ঠিক করা টাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মোজা রুমাল বেছে বার করা, এর মাঝে ভারি একটা মজার তৃপ্তি আছে।—তা ছাড়া জয়ের জন্যে জিনিষ কেনা।.........

হোটেল থেকে ওরা যখন বেরল বেলা বেড়ে উঠছে—রাস্তায়

ভিড় জমেছে ক্রমে। কৃষ্ণা বল্লে, "চল Forumএ বেড়িয়ে আসব একবার।"

"আচ্ছা রোজই কি ওই পাথরের ঢিবিগুলো একবার তোমার দ্যাখা চাই ?"

"হ্যাঁ। সত্যি কিন্তু ওসব দেখে দেখে পুরোণো হয় না—ওগুলো আমায় fascinate করে।"

"কোনটা তোমায় fascinate করে না বলতে পার। মিউজিয়ামের হিজিবিজি ছবি—হাত পা ভাঙ্গা মূর্তি ঘাসের ফুল কাঁচের মালা রাজ্যের ruins—সবই ত শুনি তোমায় fascinate করে।"

কৃষ্ণা হাসলে কিছু বল্লে না। জ্বলন্ত সোনার মত নিকষিত আনন্দে ঝলসিত এই দিনগুলো—গাঢ় রক্তিম মদিরার মত ঘন মদিরোচ্ছল রাত। সকাল থেকে চোখ মেলে সে যা দ্যাখে,—ঘরের তুচ্ছতম জিনিষগুলো থেকে বাইরে বাড়ীর সারি, সাজান দোকান ভিড়ভরা বাজার লোকচলা পথ সবই অত্যন্ত মধুর মনে লাগে—খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে চিত্ত। মনে হয় আকাশে এত নীল রংও ছিল ? আলোয় এত সোনা, সংসারে এত সৌন্দর্য্য জয়ের মত এমন সুন্দর মুখ ছিল জগতে! নগরের নানা কোলাহল মোটারের আওয়াজ পথযাত্রীর কথাবার্তা পথবর্তী গাছে পাখীর ডাক এত মিষ্টি লাগে ? জয়ের উচ্ছল হাসির মত এত মিষ্টি হাসতে পারে মানুষে।.........এতদিন অনুভূতি তার ঘুমিয়ে ছিল দুঃস্বপ্নে, জয় নিয়ে এল সোনার কাঠি জাগাল তাকে এক নতুন জগতে। ওর এতদিনের সুপ্ত অন্তর আজকে সহসা

জেগে তৃপ্তিহীন তৃষায় যতকিছু আনন্দকে নিঃশেষ করে নিয়ে নিতে চায় নিশ্বাসের মত মুহূর্তে মুহূর্তে। এতদিনের শূন্যতাকে ভরে দিতে চায় অন্তহীন সুখে।

ফোরামে ঢুকে তারা খানিকটা এদিকে সেদিকে বেড়ালে। প্যালাটাইন, ক্যাপিটোলাইন আর কুইরিন্যাল এই তিন পাহাড়ের পায়ের কাছে সমতল জায়গাটা ফোরাম। বহুদিন আগে যখন ল্যাটিনরা এ্যালবান্ পাহাড়ের সাদা শীতের দেশ ছেড়ে টাইবারের ধারের রৌদ্রঝলসিত রাজ্যে এল তখন থেকে তারা এই পাহাড়ের পায়ের মাটি অনেক রক্তে অনেকবার ভিজিয়েছে। শেষকালে নাকি রোমান ও স্যাবাইন দুদলে সন্ধি করে এখানে স্থাপন করলে ফোরাম—বাজার। সেই ফোরামকে ঘিরে ধীরে গড়তে লাগল রোমের গৌরব, ইম্পিরিয়াল যুগে রীগাল যুগে রিপাব্লিকের যুগে রোমের দূরবিস্তৃত সভ্যতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হত এইখানে এই ফোরামের ভেতরে। ফোরামের চারিধার ঘিরে যত দেবদেবীর মন্দির—স্টেটের গুরু কার্য্য সম্পাদনার স্থান। এখানে ছিল Curia—সেনেট গৃহ, Comitium—এখন যাকে বলা চলে assembly, Regia—Pontiffদের কলেজ, Saturn—সতুর্ণোর বেদী, ভলকানের বেদী Janusএর মন্দির, ভেস্তার মন্দির, ভেস্তাল ভারজিনের থাকবার বাড়ী। দিনে দিনে যুগে যুগে রোম যত উন্নত হয়েছে এই ফোরামে তার সমৃদ্ধির ছাপ রেখে দিয়ে গেছে। বহু কীর্তির ধ্বংসভরা এ এক স্তব্ধ পাষাণ সমুদ্র archaeologist ঐতিহাসিক মিলে অনেক কষ্টে এর অন্তহীন ইতিহাসের পরিমাপ সংগ্রহ করে বেড়ান।

ঘুরে ঘুরে জয় ও কৃষ্ণা তাদের প্রথম ছাখার জায়গাটায় এল। জয় দেখিয়ে বল্লে, "এখানে ছিল ভেস্তার মন্দির।—মন্দির ঠিক বলা যায় না, ওতে ত কোন মূর্তি ছিল না, শুধু হোমবেদী —ওর নাম aedes অর্থাৎ নিকেতন। ভেস্তা হল প্রতিঘরের হোমাগ্নির পবিত্র প্রতীক। সমস্ত সাধারণকে নিয়ে স্টেটের যে মস্তবড় সংসার—এ হল তারই হোমবেদী।"

অগ্নিপূজার এই cult রোম স্থষ্টির অনেক আগে রোমক সভ্যতার অনেক আগে মানুষের স্থষ্টির ইতিহাসের প্রথম পাতায় ফিরে যায়।—যখন মানুষ সবেমাত্র অগ্নিজয়ী হয়েছে—অনেক সাধনায় সাবধানে আগুনকে জ্বালাতে হয় বহু বৃষ্টি বাতাস দুর্য্যোগের হাত থেকে তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ইতিহাসপূর্ব যুগ থেকে মানুষ আগুনকে রক্ষা করেছে—মিশরে পারস্যে ভারতবর্ষে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণরা অগ্নিকে অনির্বাণ রেখেছেন, প্রাচীন ল্যাটিনবংশে mater-familias তাদের চক্রাকার কুটিরে আগুনের উপাসনা করেছে। তাদের দেখে সেই চক্রাকার ছাঁচের অগ্নি-নিকেতন রোমে প্রথম পত্তন করলেন রাজা যুগে Numa। খুব দামী পাথর দিয়ে মনোরম কারুকার্য্যময় করে তৈরী করা হল একে, সেপ্তিমো সেভেরোর রাণী জুলিয়া ও অন্য অনেকে একে অনেকবার সাজিয়ে সুন্দর করেছিলেন। এখন কঙ্কালের মত কয়েকখানা পলকাটা পাথর পড়ে আছে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে চারিদিকে।

"এর পাশে ওইখানে সেদিন হঠাৎ তোমায় দেখলাম।—কৃষ্ণা জান ত ও জায়গাটা কি—ওইখানে ভেস্তাল ভারজিনরা থাকতেন

—তাঁদের বাড়ী ছিল ওখানটায়। এত জায়গা থাকতে ওখানেই তোমার দ্যাখা পেলাম কেন বলতে পার?" সকৌতুকে বল্লে, "আড়াই হাজার বছর আগে—তখনও তুমি ওখানে থাকতে নাকি? ওই রকম সাদা কাপড় পরে—ছজন অগ্নিরক্ষিকার একজন?"

কৃষ্ণা বল্লে "তাহলে তোমায়ও ত কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়েছিল।"

"আমিও ছিলাম—জান না বুঝি। তাহলে শোনো গল্প—" কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে জয় বল্লে, "ওই যে দ্যাখা যায় কলোসিয়ামের কালো দেওয়াল, ওর তলায় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কুঠরীতে আমি ছিলাম। একদিন কলোসিয়ামের থাক্ দেওয়া পাথরের গ্যালারিতে নীচে থেকে ওপর অবধি লোকে ভরে যেত। কোলাহলে কান কালা করে দিত। সব থেকে সামনের শ্রেণীর সিংহাসনে রোমের সীসার বসতেন, তাঁর ঠিক পাশে শুভ্রবসনা ভেস্তাল ভারজিন্ ছজন। মাটির তলার ছোট কুঠ্রীর দরজাগুলো খুলে খুলে দিল—কত যোদ্ধা এল, কেউ বর্ষা কেউ অসি কেউ ভল্ল নিয়ে, বন্দীরা এল, ক্রিশ্চান যারা ধরা পড়েছে তাদের এনে ফেলে দিল, ক্ষিদেতে ক্ষিপ্ত বাঘ সিংহের খাঁচাটা খুলে দিল—জন্তুগুলো সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে উঠে এসে ওদের ওপর পাগলের মত লাফিয়ে পড়ল। তারপর কী ভীষণ রক্তপাত, মানুষে পশুতে, মানুষে মানুষে কী বীভৎস বর্বর নিষ্ঠুরতা—" জয় অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে গেল। প্রাচীন ভারতে যে সময় বুদ্ধের বাণী শুনেছে লোকে, অশোক অহিংসাব্রত গ্রহণ করে সেবাধর্ম শেখাচ্ছেন সকলকে—দয়া করো সেবা করো—শুধু

মাত্র মানুষকে নয়, পশুপাখী কীট পতঙ্গ—যারা তোমার চেয়ে অনেক নীচে, যাদের বলবার ভাষা নেই চাইবার শক্তি নেই তাদেরও দুঃখে দরদী হও। তখন সেই যুগে, এই রোমের রক্ত-পিপাসু সভ্যতা রাক্ষসীর মত মানুষের মনকে বর্বরতায় বিকৃত করে তুলেছে—সাম্রাজ্যের নামে শাসনের নামে এমন কি কৌতুকেরও নামে নৃশংস বীভৎসতা, নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর সেই সভ্যতার গর্বে মুসোলিনি আজকে কথায় কথায় বেলুনের মত ফুলে উঠছেন।

কৃষ্ণা বল্লে, "কি হল তারপর ?"

"ও হ্যাঁ। তারপর একজন মুখোসপরা গ্ল্যাডিয়েটার আর একজনকে হারিয়ে তার ওপর চেপে বসেছে, ছুরিটি তুলে ধরেছে, বসিয়ে দিলেই হয় শুধু ভারজিন্‌দের অনুমতির অপেক্ষা। তাঁদের কথাই স্টেটের সব থেকে বড় বিধান কিনা। হেরে যাওয়া লোকটা কত খোসামোদ করছে—ঠাকরুণরা দাও বাপু ছেড়ে দাও—রোজ স পাঁচ আনার সিন্নি দেব তোমাদের—কিন্তু সিন্নির ঘুষে কি ভারজিন্‌দের মন ভেজে, চোখ কটমটিয়ে আঙ্গুল নীচু করে ভাখালেন—মানে মারো। সেখানের সমবেত জনতা ভারজিন্‌দের সংযমকঠোর মনের নির্মমতায় সভয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠল—কলোসিয়ামের নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত শব্দের ঢেউ উঠল—মেরে ফেলো মেরে ফেলো। আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল—আমার কথাটি ফুরোলো—।"

কৃষ্ণা কোন কথা বল্লে না। সে ব্যথিত হয়েছে বুঝে জয় তাড়াতাড়ি বল্লে "এই পাথরের প্রকাণ্ড গামলাটা ভাখো কৃষ্ণা,—

এতে কি হতো বল দেখি? এতে পুণ্যজল থাকত—যেমন আমাদের মন্দিরে গেলে ছড়িয়ে ছায় না। আর এই জাঁতাটি দেখেছ, একে কি আর জাঁতা বলে বোঝা যায় কিন্তু এই দিয়ে ভারজিন্‌রা গম পিষতেন। আগে mater-familiaদের কর্তব্য ছিল সংসারের সকলের জন্যে খাবার তৈরী করা—ভারজিন্‌রাও তাই রুটি করতেন—তাকে বলত mola salsa। জুন মাসে একবার করে এই রুটি বিতরণ হত, সাধারণের প্রতিনিধিরূপে স্টেটের সবথেকে বড় বিচারক যাঁরা তাঁরা রুটি পেতেন। আগে এটা দোতলা ছিল—এখন দেখেছ কি ভাবে ভেঙ্গে গেছে। চল ওদিকে, সেতুর্ণোর মন্দিরের কাছে যাবে?"

সতুর্ণো ল্যাটিনদের প্রাচীন কৃষি দেবতা; প্যালাটাইন্ পাহাড়ের পায়ের কাছে প্রথমে শুধু সতুর্ণোর পূজা বেদী ছিল। তার ওপরে আড়াই হাজার বছরের কিছু আগে consult Titus Lartius মন্দির তৈরী করে দেন। মন্দিরের বাৎসরিক প্রীতিভোজন Saturnalia রোমের সুবিখ্যাত উৎসব ছিল। মন্দিরের শুধু সাত আটটি ঋজু দীর্ঘ স্তম্ভ এখন সেদিনের শ্রীসুন্দর অপূর্ব কারুকলার চিহ্নরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জয় বল্লে "সাধারণের যত ধন সম্পত্তি এইখানে জমা থাকত। এ মন্দির যখন জুলিয়াস সিসারের শাসনে আসে তখন এতে পনর হাজার সোনার ত্রিশ হাজার রূপোর ইট ছিল, আর তিরিশ মিলিয়ান sestertii. এর আর একটা নাম ছিল ærarium। যখন ক্রীশ্চান আমলে পূজো বন্ধ হয়ে গেল তখনও এখানে কাজ চলত কার্য্যালয় হিসেবে।

কাছেই সেখানে আর এক মন্দিরের তিনটি পলকাটা থাম দাঁড়িয়ে রয়েছে, কৃষ্ণা সেদিকে দেখিয়ে বল্লে "ওইটা কি বলতে পার—তুমি ত আমার বিনা মাইনের গাইড্।"

"ওটা স্টেট্ থেকে করিয়েছিল Vespasian আর Titus এর মন্দির"—সে হেসে বল্লে "তা মজুরি যদি দাও, না বলব ভেব না।"

"ইস্ মজুরিই যদি দেব—তোমায় নেব কেন।"

"কি বল্লে—আমার কাজের কোন মজুরিই হয় না—উঃ কি অবজ্ঞা—এ ত আর সহ্য হয় না।"

কৃষ্ণা সুন্দর ভূরুটা তুলে সকৌতুকে বল্লে "আহা courting for compliments—আমাকে দিয়ে বলাতে হবে—ওগো সুন্দর, তোমার কাজের কী মজুরি দেব—সে যে অমূল্য—"

জয় হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কৃষ্ণা তার হাতে বেশ জোরে একটা চিম্‌টি কেটে লঘু ক্ষিপ্র পদে পাথরের ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

"আরে কর কি—আস্তে চল। আচ্ছা শোনো আর একটা গল্প বলব—তুমি য়ুতুর্ণা ঝরণা দেখেছ? সেখানে চল শুনবে।"

"না আজ যাব না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এ খিলান-গুলো কি ছিল বলতে পার?"

"কেউ ত বলেন এগুলো দরকারি কিছুই নয়। Boni বলে একজন বলেন—এ ছিল Rostra—তখনকার বক্তৃতা মঞ্চ। দু হাজার বছর আগের Lollius Pulikanusএর টাকায় যে Rostraর ছাপ আছে তিনি বলেন সেই নাকি এই। তা যদি

হয় তাহলে এইখানে দাঁড়িয়ে সিসারের হত্যার পর এণ্টোনি তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"

"বল কি!—এইখানে—" কৃষ্ণা পাথরগুলোকে সসম্ভ্রমে ছুঁয়ে দেখলে। এই ভগ্ন পাষাণ শুনেছিল সেদিনে তরুণ বীরের বন্ধুবিয়োগব্যথিত উদ্বেল কণ্ঠের জ্বালাময়ী ভাষা। চারিধারে রোমক নাগরিক দল—শুভ্র টোগা—ভূলুণ্ঠিত উত্তরীয় কারোর, উত্তেজনায় অধীর আবেগে অস্থির কখন।

"আরো পরে সিসেরোর কাটা মাথা ও হাত পা Rostraর ওপর ফেলে রেখে দিয়েছিল লোককে ছাখাবার জন্যে।—তা বলে এই ভাঙ্গা ঢিবিই যে সে জায়গা তা নাও হতে পারে।"

"নাও হতে পারে? কেন শুনি? তুমি একটা sceptic—নাকের ওপর যা দেখবে তাও বিশ্বাস করবে না। এ্যান্টনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এটা ত ঠিক—ফোরামের ভেতরে দিয়েছিলেন তাও ঠিক—তবে এই যে সে জায়গা নয় তা ধরে নেবই বা কেন?"

"ব্যস একদম অকাট্য যুক্তি। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান সেও রোমে জন্মেছে—আর জুলিয়াস সিসারও রোমে জন্মেছেন—তবে এই গাড়োয়ানই যে তিনি, তা ধরে নিতে দোষ কি।"

"আচ্ছা খুব হয়েছে। যে জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখবে তাকে কেউ কিছু ছাখাতে পারে না।"

"জোর করে চোখ বন্ধ করে থাকা হল? চোখকে ড্যাবডেবে করে খুলে রাখলেও এখানে কল্পনাকে রীতিমত কষ্ট দিতে হয়।"

এমন কল্পনাহীন লোককে ছাখাবার চেষ্টা বৃথা, কৃষ্ণা রাগ করে কথা না বলে চলতে লাগল।

“রাগ হল?—আচ্ছা ছাখো এবার ছাখাচ্ছি সত্যি important এক জায়গা।”

রোদ বেড়ে উঠেছে। ওরা ভাঙ্গাচোরা পাথরের অলিগলি দিয়ে এল যেখানে, এক বেদীর পাথর সব আলগা হয়ে খুলে রয়েছে—ছুএকখানায় এখনও একটু কারুকার্য্য লেগে আছে। জায়গাটাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ওপরে করোগেট দিয়ে ঢাকা।

জয় বল্লে “পম্পিথিয়েটারে জুলিয়াস সিসারকে মেরে ফেলবার পর তাঁর দাসেরা যে শিবিকায় তিনি গেছলেন সেখানে সকালে ফের তাইতে করে তাঁর দেহকে নিয়ে এল এখানে। কোথায় দেহকে দাহ করা হবে এই নিয়ে তুমুল তর্কের পর তাঁর ভক্তরা ঠিক এইখানেই তাঁকে দাহ করে স্মৃতিবেদী তৈরী করে দেয়—”

কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে বল্লে “এই সেই বেদী?”

“না না, তারপর কতবার কত শাসকনেতার ইচ্ছা অনুযায়ী কখন এখানে বেদী ভেঙ্গেছে কখন গড়েছে। তারপর ছুহাজার বছর আগে সিসারের তিন ভক্তে মিলে এইখানে তাঁর নামে এক মন্দির উৎসর্গ করে। যে জায়গায় তাঁর চিতা জ্বলেছিল ঠিক তার ওপর তৈরী করলে মন্দিরের এই পূজাবেদী।”

“মন্দির ছিল এখানে?”

“হ্যাঁ, ছাখ না তার চিহ্নও এখন খুঁজে বার করা মুস্কিল।” এত মতদ্বৈধের পর যে মন্দির গড়ে উঠল—আবার তা নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেঙ্গে চলে গেল। জয় বল্লে “সাক্রাভিয়ায় সিসারের

যে বাড়ী তাকে এখনও archaeologist খুঁজে বার করতে পারেন নি। পম্পিথিয়েটারে যে ঘরে তাঁকে মেরেছিল তাও বোঝা যায়নি, যে মূর্তির পায়ের তলায় তিনি আহত হয়ে পড়ে গেছলেন তাও হারিয়ে গেছে। রোমের এককালের সর্বশক্তিমান শাসকের এই একমাত্র শেষ চিহ্ন।"

ক্ষিপ্র উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব কোলাহল। তার মাঝদিয়ে চিতার আগুন জ্বলে উঠল—আগুনের লকলকে শিখাগুলো তৃষিত জিভ্ দিয়ে নিষ্কলুষ আকাশকে চেটে শেষ করতে চায় যেন। দেশের একজন পরম প্রেমিককে লোকে নৃশংসভাবে হত্যা করল সেদিনে, —দেশেরই নাম দিয়ে।.........হত্যা, তার উদ্দেশ্য যতই উচ্চ হোক তা দিয়ে নির্মল সাফল্য কই এল।......কৃষ্ণা অবনত মস্তকে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ওর মনের কোনখানে দ্বন্দ্ব বুঝতে বিলম্ব হল না জয়ের। সে তাকে বাহু দিয়ে বেষ্টন করে স্নিগ্ধস্বরে বল্লে "চল ফিরে যাই কৃষ্ণা।"

সে রাতটা পূর্ণিমার। ইটালির নীল নিবিড় আকাশে জ্যোৎস্নার শুভ্রোচ্ছ্বাস ভারতবর্ষের আকাশকে মনে পড়ায়। রোমা, জ্যোৎস্নাবিগলিতা চিরনগরী, তার এক অপূর্ব রূপ রাতে। ধ্যানলীন মহাকালের কোলে স্তব্ধ বীণা যেন, পুরাণো নূতনে জড়ান তার তার। অতীতকাল আর উত্তরকালের অনন্ত সঙ্গীতের সংহত এক শান্ত সঙ্গতি এর মাঝে।

রাত্রিভোজনের পর কৃষ্ণা বল্লে, "কী রাতটা হয়েছে। চল বেড়িয়ে আসি প্যালাটাইন পাহাড়ের দিকে।"

জয় বল্লে "চল। তুমি একটু এগোও, সামনের দোকানে আমার একটু কাজ আছে, খোলা আছে কিনা আমি একবার দেখে যাচ্ছি।"

"দেরী কোরো না।"

"দেরী! একি মেয়েদের কাণ্ড ভেবেছ নাকি—কাপড় দেখতে আরম্ভ হল ত ত্যাখাই চলেছে ত্যাখাই চলেছে পাহাড় পর্বত হয়ে উঠল তবু আর পছন্দ হয় না।"

"আচ্ছা আচ্ছা পুরুষসিংহ না হয় চোখবুজেই যেয়ে চটপট কাজ সেরে এস।"

ওরা দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে এল।

জয় কিন্তু কথার উলটো করে অনেক দেরী করতে লাগল। বুলভার্দএ খোলা হাওয়ায় কাফেতে লোকে লোকে ভরে উঠেছে। উগ্রমৃদু নানারংয়ের নানারকমের ইতালীয় সুরার ধারা বইছে,

হাসিগল্পে রীতিমত কোলাহল উঠেছে—লোকের ভিড়ে চলা দায়। কৃষ্ণা পরেছে খয়েরি রংয়ে সোনার পাড় দেওয়া শাড়ী আর পুরাণো ছাঁচের সোনার কর্ণাভরণ। ওর শাড়ী পরার একটা নিজস্ব ধরণ, সর্বদা ওর ভঙ্গিটিকে বিশেষ করে বিকাশ করে, ওর স্বল্পঅলঙ্কার সহজ রূপ সকলের চোখে পড়ে। সকলেই তার দিকে দেখছে তাকিয়ে কিছু বিস্ময় কিছু প্রশংসায়। ভিড়ের ভেতর একা একা অর্থহীন ভাবে ঘোরা যতদূর বিরক্তিকর হতে হয়—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। জয়ের ওপর কৃষ্ণার ভারি রাগ হতে লাগল—আসুক ত সে—যা বকুনিটা দেবে।

সময় কাটাবার জন্যে কৃষ্ণা একটা দোকানের কাঁচের জানালার আড়ালের পাথরের মূর্তিগুলো দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে। একটি লোক অনেকক্ষণ থেকে কৃষ্ণার কাছে কাছে ঘুরছিল এবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে "Buona ! Bella !" কী সুন্দর।

কৃষ্ণা ভাবলে মূর্তিগুলোর কথা বলছে, বল্লে "হ্যাঁ বেশ করেছে এগুলো।"

"আমি মূর্তির কথা বলিনি—সিনোরিণার কথা বলেছি।"—লোকটি তৎক্ষণাৎ ইটালিয়ানে গড়গড় করে এমন বক্তৃতা আরম্ভ করলে—একটা রীলের সুতো ধরে টেনে যাচ্ছে যেন, ফুরতে আর চায় না।

আচ্ছা সত্যি জয়ের কি আক্কেল। অন্যমনস্কভাবে কৃষ্ণা বল্লে সে অত ইটালিয়ান বোঝে না।

লোকটি থেমে গেল—"পার্লে ভু ফ্রাঁসে সিনোরিণা ?—"

সঙ্গে সঙ্গে আবার আর এক ছোট বক্তৃতাবৃষ্টি। লোকটির ঝাঁকড়া কালো চুল—সোনালিসাদা রং—হলদেকালো এ্যাম্বারের মত চোখ, খাড়া নাক। তার অনির্বারিত বক্তৃতার মর্ম এই যে সে আর্টিস্ট্—কৃষ্ণার মত এমন ললিতশ্রী আর কখন সে দেখেনি—সিনোরিণা যদি দয়া করে এখন তার সঙ্গে একবার তার স্টুডিওতে পদার্পণ করেন এই ওরিয়েনতাল রূপকে রেখায় বেঁধে সে ধন্য হয়।

জয়ের সঙ্গে আর যদি কখন কৃষ্ণা কোথাও বেরয়—আচ্ছা লোক যাহোক, কতক্ষণ আর দাঁড়ান যায় এক জায়গায়।—আর্টিস্ট্এর কথা কিছুই কৃষ্ণার মনে যায় নি—সে জনতার মাঝে চঞ্চল চোখে খুঁজে দেখে চলতে লাগল। এত সহজে কৃষ্ণা রাজি হয়েছে দেখে আর্টিস্ট্ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে দ্বিগুণ বেগে বাক্যস্রোত জুড়ে দিল।

"উঃ কৃষ্ণা তোমায় খুঁজে খুঁজে একেবারে হায়রাণ হয়ে গেছি।"

"আমায় খুঁজে!"—কৃষ্ণা আগুন হয়ে উঠল।—"আর কোনদিন কোথাও যদি যাই কখন তোমার সঙ্গে—আক্কেল বলে একটা জিনিষ নেই—এ রকম লোকের সঙ্গে মানুষে বেরয়—"

আর্টিস্ট্ বেচারা জয়ের হঠাৎ আবির্ভাবে থতমত খেয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেছল। কৃষ্ণার রাগ দেখে সে আরো ঘাবড়ে উঠল—কারণ রাগের ভাষাটা যে দেশেরই হোক ভাবটা বিশ্বজনীন। কতগুলো অসংলগ্ন কথা বলে সে তাড়াতাড়ি বিদায় চাইলে, কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে এখন।

তার পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে জয় বল্লে "ও বেচারাকে বেজায় ভয় পাইয়ে দিলে তুমি—ওটি জুটল কোথা থেকে ?"

কৃষ্ণার রাগ যায়নি তখনও, ঝেঁঝে বল্লে—"কে জানে কোথা-কার আর্টিস্ট্ vagabond যত—তোমার ভরসায় থাকলেই ওই সব যত লোকের পাল্লায় পড়তে হয়। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।"

"ও কি জানে বল—আর্টিস্ট্ লোক আগুনের আলোই দেখেছে—উত্তাপটির ত পরিচয় পায় নি—তাহলে সাহস করতো না ঘেঁষতে।" কুণ্ঠিতভাবে জয় বল্লে "সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেল—এখুনি দিচ্ছি বলে কোথায় যে ডুব দিল দোকানদার—ইটালিয়ান-গুলোর কথার যদি কোন ঠিক থাকে। চল এবার ফাঁকায় যাই।"

জ্যোৎস্নার মায়ায় অদ্ভুত দ্যাখাচ্ছে প্যালাটাইন পাহাড়ের প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ। ও যেন এক হাড়ের পাহাড় কত যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে, কবে আসবে রূপকথার রাজপুত্র ছড়িয়ে দেবে মায়াজল—জেগে উঠবে রোমস্রষ্টা ব্যাঘ্রদুগ্ধপায়ী রমিউলাস। তারপর হতে কত রাজা কত নেতা কত বীর Fulvius Flacus, Lutatius Catulus, Æmilius Scaurus, Licinius Crassus, Milo, Sulla, Catilina, Clodius, Cicero, Hortensius, Antonius, Augustus, Tiberus, Caligula, Nero—প্যালাটাইনের ভাঙ্গা হাড়ের পাহাড়ে জীবন্ত হয়ে জেগে উঠবে,—নির্ভীক সাহসী কেউ, নিষ্ঠুর ক্রূরমনা রাজনৈতিক—চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক কেউ বা।

পথের পাশে গাছের তলে চূর্ণ জ্যোৎস্নাভরা ছায়ায় বসলো দুজনে। আধজোৎস্নায় জয়ের মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণা তার সব বকুনি ভুলে গেল—অবান্তর একটা প্রশ্ন করলে হঠাৎ "আচ্ছা, আমার এখানের এই যে সব আলাপী পরিচিত—এদের সম্বন্ধে তুমি ত কখন কোন প্রশ্ন কর না? কোন কৌতুহল কখন জাগে না?"

"না।"

"কেন? এ বিশ্বাস না ঔদাসীন্য?"

"ঔদাসীন্য? তাই মনে হয়?" নিঃশব্দ হাস্যে জয়ের মুখ ভরে উঠল। "শোন, রামায়ণে পড়েছিলাম সীতা আগুনে প্রবেশ করেছিলেন, একটি চুলও পুড়ল না তাঁর। শুধু কাব্য পুরাণে নয়—সংসারেও এমন এক জাতের মেয়ে ছেলে আছে জান। যারা আগুনের ওপর দিয়ে নিত্য হেঁটে যেতে পারে আগুনের ঝাঁঝ তাদের গায়ে লাগে না। মেয়েদের মধ্যে তুমি তাদের একজন।"

কৃষ্ণা কিছুক্ষণ কোন কথা বল্লে না তারপর স্মিতমুখে বল্লে, "আর সেই দলের ছেলের মধ্যে বুঝি তুমি একজন?"

"ওঃ সে ত understood."

কৃষ্ণা হেসে গড়িয়ে পড়লে—"না। তোমার বিনয়ের অভাব আছে এ অপবাদ শত্রুতেও দেবে না।"

"বা এ বিনয়ের অভাব হল। কাব্যের জাঁকাল ভাষায় এর নাম আত্মপ্রত্যয়। তুমি এসব জানবে কোথা থেকে—কাব্য কি পড়েছ কোন কালে—গীতার ভাষ্য আর পলিটিকাল ইকনমির ভেতরে এসব থাকে না। নাঃ তোমার সমন্ধে আমি ক্রমেই

হতাশ হয়ে উঠছি। যে মেয়ে রান্না করা মসলা বাটা ছেড়ে শাস্ত্র আর শস্ত্র চর্চায় দিন কাটিয়েছে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্য সে বুঝবে কি।"

"ওগো বাংলার অখ্যাত ফ্রয়েড, মনস্তত্ত্ব রেখে এবার গৃহতত্ত্বে মন দাও ত একটু।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ আর কতদিন রোমে থাকবে ? ওদিকে আমার পরীক্ষার সময় হয়ে আসছে—পরীক্ষার পর আর ত লণ্ডনে থাকার দরকার হবে না—তখন কোথায় থাকার কথা ভেবেছ ?"

জয় সাগ্রহে উঠে বসে বল্লে, "শোন কৃষ্ণা আমিও বলব ভাবছিলাম—আমার কতগুলো plan আছে তা জান ?"

"কি রকম শুনি ?"

"তোমার পরীক্ষা শেষ হলে কোথায় যেয়ে থাকব আমরা ?—স্থইট্‌সারল্যাণ্ড তোমার ভাল লাগে ?"

স্থইট্‌সারল্যাণ্ড।···তুষার-শিখ পাহাড়ে পা ডুবে যাওয়া ঘন ঘাসের বনে রঙীন ফুলের বৃষ্টি। স্বচ্ছ শুভ্র সকালগুলি—তুষার দেশের তুহিন দেবতার মঙ্গলমন্ত্র তারা—প্রোজ্জ্বল নির্মল। পাহাড়ের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মাঝে হঠাৎ একটা আওয়াজ জেগে ওঠে—পাহাড়ী ছেলে পাহাড়ের ভাষায় তার দূরের বান্ধবীকে ডাক দিচ্ছে। সে ডাক পৃথিবীর প্রথম বাণীর মত অদ্ভুত নিঃসঙ্গ —একা একা ঘুরে ফিরছে পাহাড়ে বনে। পাইন বনে সন্ধ্যা নামে,—গলার চুনির মত ঘন লাল কখন, পদ্মের পাপড়ির মত নরম গোলাপি কখন। গরুর গলার ঘণ্টা বাজে—অতি মধুর

ধ্বনিতে তার, মন করুণ হয়ে যায়।······শীতের দিনে বাহিরে অবিরাম বরফের নিঃশব্দ বর্ষণ, ঘরের ভেতর আগুন জ্বলে—আগুনের আভা পড়ে জয়ের মুখে·········

জয় বল্লে, "আর ওখানে যদি বেশী শীত মনে হয়, দক্ষিণ-ফ্রান্সে গেলে কেমন হয়? ছোট কোন গ্রামে—খুব ছোট একটা বাড়ীতে—কতই আর খরচ পড়বে।"

অনেকদিন ধরে সমুদ্রের জল দেখে দেখে আর দোলায় দোলায় চোখ আর মন দুই যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—ফ্রান্সের বনভূমির দিগন্তভরা শ্যামস্নিগ্ধ রূপ দেখে কৃষ্ণার সবগুলি অনুভূতি অনির্বচনীয় শান্তিতে শীতল হয়ে গেল। উঁচু নীচু মাটির ঢেউ খেলান ঘন সবুজ ঘাস—গাঢ় লাল পপিতে ভরা—আরক্ত ওষ্ঠের রাগরক্ত চুম্বনের মত জ্বলছে সর্বত্র। নেপোলিঁওর দেশ—কোরো (Corot) মিলে (Millet) রুসোর স্বপ্নসহজ আর্টের দেশ, সুবেশা সুন্দরীতে, সুগন্ধে সুরাতে সহজ আনন্দে ফ্রান্স এক নিত্য ঝঙ্কৃত কৌতুক হাস্যের মত। লিলিঅফ্‌দিভ্যালির উদাস সুগন্ধে সন্ধ্যা গন্ধমন্থর গমনে আসে, বার্চবনের সবুজ অন্ধকারে গাছের কালো গুঁড়ির কাছে কাছে সাদা ডেসি জোনাকির মত জ্বলে—ঘাসে ঘাসে ভরা ঘন লাল পপি। জয়ের সঙ্গে দিনান্তে বাড়ী ফেরা, বাড়ীর দেওয়াল বেয়ে অ্যাস্‌টোরিয়ার লতা উঠেছে বেগুনি ফুলের স্তবক দুলিয়ে।·········

জয় বল্লে, "অবশ্য ইটালিতেও থাকা যেতে পারে। ফিরেনসি কিম্বা নাপোলির কাছে কোন বাড়ী নিয়ে।"

পুরাণো পাথরের বাড়ীর রহস্যভরা অন্ধকারে রোদের হলুদে

আলো মিলে জ্বলবে এ্যাম্বারের মত উজ্জ্বল হয়ে। ধূসর সবুজ অলিভ্ আর সাইপ্রাসের সারি দেওয়া পথ, গাছগুলিকে জড়িয়ে যেখানে সেখানে, প্রাচীরে গৃহের গায়ে আঙুরের লতা আপনি হয়ে বেড়েছে। স্তব্ধ মধ্যরাত্রে দীপনেভান ঘরে জানালা দিয়ে দ্যাখা যায় স্বচ্ছ কালো আকাশে দীপ্ত সপ্তর্ষি—কালপুরুষ জ্বলছে উজ্জ্বল হয়ে। প্রাচীন রোমের প্রাচীন ভারতের কত অগণিত রাতে ওরা অমনি অনিমেষে তাকিয়ে ছিল—কতক নিদ্রিত নরনারীর স্বপ্নের ওরা নীরব সাক্ষী ছিল। সে সব স্বপ্ন শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেছে—মিথ্যা হয়ে গেছে মানুষের অনেক পরিচেষ্টা।...তারার আলোয় অস্পষ্ট দ্যাখা যাবে জয়ের মুখ—শুনবে তার উদাত্ত অনুচ্চারিত ভাষা—অনুভব করবে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ।......মানুষের অনেক স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে মিলিয়ে গেছে।—কিন্তু জয় ত শূন্য স্বপ্ন নয়, দুঃসহ দুঃখের দাম দিয়ে পাওয়া পরম সত্য সে।—সত্য কখন মিথ্যার মত মিলিয়ে যেতে পারে না।......নিবিড় পুলকে কৃষ্ণার অন্তর অকারণে বিধুর হয়ে ওঠে—কাকে সে কৃতজ্ঞতা জানাবে এ আনন্দে? দুঃখের দিনে মানুষে যেখানে নির্ভয় চায়, আনন্দের দিনে সেখানেই সানন্দ প্রণাম পৌছে দেয়। কৃষ্ণা দুঃখের দর্পে যা অগ্রাহ্য করেছে—সুখের মাঝে চাইলেই কি সাড়া মিলবে সেখানে।

"কি—কথা বলছ না কেন্ কৃষ্ণা।"

কৃষ্ণা বল্লে "তুমি কোথায় থাকতে চাও বল আগে শুনি।"

"কি মুস্কিল—যেখানে থাকবে তুমি—তাও জান না?"

কৃষ্ণা হেসে ওর মুখের দিকে চাইলে। "তোমার তাহলে কোনই পছন্দ নেই, আমার পছন্দ হলেই হবে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আমার কোথায় যেয়ে থাকতে সব থেকে ভাল লাগবে বলছি শোন। শ্যাওলাভরা সরু নদী শাল্‌তি চলে তাতে, সন্ধ্যেবেলায় গ্রামবধূরা কলসী করে জল নিয়ে যায়। তার ধারে সোনালী খড়ে ছাওয়া বাড়ী। ধূ ধূ মাঠ চলেছে, কখন সবুজে বোনা—কখন পাকা ধানে ধানে সোনা, মাঠের মাঝে ঝুরি নামান বটের তলে রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাবে দুপুরে। আমের মুকুলের গন্ধভরা বাতাসে বাঁশের পাতা কাঁপবে—বকুলফুল ঝরে ঝরে পড়বে। পলাশ শিমূল ফুলে ফাগুন আসবে আগুন জ্বালিয়ে রজনীগন্ধার গন্ধস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় চাঁদ উঠবে আমলকি গাছের আড়াল দিয়ে আর শাঁখের আওয়াজ শোনা যাবে অনেক দূরের গ্রাম হতে।......"

জয় নিরুত্তরে বসে রইল।

"জানি তুমি বলবে ও ত কল্পনার তৈরী—বাস্তব ওর বিপরীত। তা জানি। ওর ভেতরে কী নির্জীব আলস্য—কত যে মিথ্যা কত যে নীচতা চণ্ডীমণ্ডপে জন্মাচ্ছে নিত্য তা আমিও জানি। মেয়েরা ঘোমটার ঘেরাটোপে বাঁধা পুঁটলি, নিজেরা অক্ষম অসহায়, কিন্তু ওদের অধীনে যারা তাদের ওপর নির্য্যাতনে ওরা কম যায় না। কিন্তু কি করবে, মন ওদের বদ্ধ জলের পানাপুকুর সেখানে যত বিষের সৃষ্টি ত হবেই। এ সব শতাব্দীগত আবর্জনা—একে একটু করে হোমিওপাথি ডোসে সমাজ সংস্কার আর মহিলা সমিতি করে সারান হবে—কী উপহাস।"—থেমে যেয়ে খুব আস্তে কৃষ্ণা বল্লে, "ওদের ছাড়াও

আরো যারা লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী মজুর—শিক্ষা নেই স্বাস্থ্য নেই—অর্থ নেই—দুষ্টু বুদ্ধি যথেষ্ট আছে—কি করবে—কে ভাল শিক্ষা দিচ্ছে ওদের! পেটে ভাত নেই রোগে ওষুধ নেই শীতে কাপড় নেই—অন্য দেশের পশু গরুরও ওদের চেয়ে আরামের জীবন।"

"তা বলে তোমার জীবনযাত্রার ideaকে ওরা চাইবে না কখন।"

"তা নাই চা'ক কিন্তু আমি ওদেরই চাই—ওই সব গরীব রুগ্ন মূর্খদের। আমার দেশ যা আছে তাও কত সুন্দর। তাকে গত গরিমার মরা মুখোস পরাব না আর। তার কলঙ্ককে কল্পনা দিয়ে ঢাকতে যাব না, তার যেখানে যত ত্রুটি যত গ্লানি যত দৈন্য সে সবকে মধুর মিথ্যায় মুছে দিয়ে মনকে ভোলাব না। আমার দেশের আসল রূপকেই আমি স্বীকার করতে চাই—আমি সেখানেই জায়গা চাই—সেখানেই আমি থাকতে চাই।" "কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ নেই।"

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে কৃষ্ণা নীরব হয়ে রইল। আকাশে অতন্দ্র চাঁদ প্রহর জাগতে লাগল আর জয়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টি নীরব সান্ত্বনার মত তাকে ছুঁয়ে রইল।

* * *

সকালে রাস্তায় বেরিয়ে জয় বল্লে "আজ কোন টিবিতে যেতে হুকুম হয়।"

"আজ কলোসিয়ামে চলো না,—যাবে?"

"অগত্যা। পড়েছি তোমার হাতে, কলোসিয়াম যেতে হবে সাথে।"

"বাস্‌রে কবিও আছ দেখছি—একেবারে **versatile.**"

"হবে না—সব সময় মনে রাখতে হবে ত যে এই দূরদেশে আমি হলাম ভারতবর্ষের প্রতীক।"

কৃষ্ণা হাসিতে লুটোপুটি খেতে লাগল—"ওঃ কী গুরু দায়িত্ব সত্যি—"

জয় জবাব দিতে যাচ্ছিল পেছন থেকে একজন কে তাদের ডাকাডাকি করতে করতে ছুটে এল। কৃষ্ণা তার হ্যাণ্ডব্যাগ ফেলে চলে এসেছিল হোটেলের লোক সেটা নিয়ে এসে তাকে দিল।

জয় অপ্রসন্নভাবে বল্ল, "আঃ এ ব্যাটা আবার পেছু ডাকলে কেন।"

কৃষ্ণা সকৌতুকে বল্লে, "একি তুমি এ সব কবে থেকে মানতে আরম্ভ করেছ?"

জয় তার হাসিতে যোগ দিলে না। সে ভাবছিল মন কেন এমন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে সব সময়? কাউকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসতে পারা, দেবতার এ এক অদ্ভুত দাক্ষিণ্য জীবনে। সীমাহীন সুখের সঙ্গে অন্তহীন দুঃখে দোল খাওয়া নিত্য। কত যে আশঙ্কা কত যে আনন্দ—শরতের স্বচ্ছ আকাশের অনিশ্চয়তার মত বেদনা নিয়ত। অন্যমনস্ক ভাবে জয় বল্লে, "ভালবাসা ভারি ভীরু করে কিন্তু মানুষকে।"

"কই আমার ত কিছু হয় না।"

"ও বুঝেছি—তুমি তেমন তাহলে মোটেই ভালবাস না—এবার ধরেছি—"

"হাঁ হাঁ খুব ধরেছেন—ভারতের প্রতীক।"

"নাঃ তোমার পতিভক্তি একেবারে নেই। এমন হলে কি চলে—তুমি দেখছি সোজা নরকে যাবে।"

কৃষ্ণা ওর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালে। বল্লে, "দুঃখ করব না তাতে। স্বর্গবাস ত করে গেলাম, তারপর যদি নরকই ভাগ্যে থাকে যাওয়া যাবে না হয়।"

"আঃ কি যা তা বল কৃষ্ণা। ওই দেখ একটা ট্রাম আসছে—কই কিরকম তাড়াতাড়ি হাঁটতে পার—ধরে উঠতে পার ওটাতে?"

"না আমি তাড়াতাড়ি হাঁটব না। তুমি হাঁট যেন তোমায় বাঘে তেড়ে আসছে—এত তাড়াটা কিসের শুনি সব সময়? কিছুতেই আমি জোরে চলব না।"

"আচ্ছা বাপু বেশ—এবার থেকে তোমায় খুশী করতে হাঁটব যেন হাঁটু ভেঙ্গেছে। তা হলে ত হবে?"

কৃষ্ণা সহাস্যে বল্লে "থাক্ অমন মার্টার নাই হলে।"

কলোসিয়ামে একবার ঘুরে জয় বল্ল "চল যাই।"

"এসেই যাই যাই কর কেন বল ত?"

"ভাল লাগে না, ভাল লাগে না—তোমায় হাজার বার বলেছি এখানে ভাল লাগে না আমার।"

এখানের অন্ধকার চোরকুঠ্‌রীগুলোতে কতলোকে শ্বাসবন্ধ হয়ে মরেছে—কত রক্তে ভিজেছে এর ভিত্। ওর ভীষণ উঁচু কালো দেয়ালগুলো এখনও বোধ হয় মানুষকে চেপে মারতে চায়—এর মেঝের তৃষিত পাথরগুলো আজও যেন উদগ্রীব হয়ে

নররক্ত পান করতে চায়। অসহিষ্ণু হয়ে জয় বল্লে "চল এখান থেকে—"

সেখানে আরো দুতিন জন সাদা পোষাক পরা লোক কখন এসেছিল। ওরা চলে যাচ্ছে দেখে তারা কাছে এল। একজন কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে এসে টুপি খুলে ভদ্র ভাবে পরিষ্কার ইংরাজিতে বললে, "আপনার নাম কি সিনোরিণা কৃষ্ণা ব্যানার্জি ?"

কৃষ্ণা জবাব দিতে যেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ভয়ানক একটা সন্দেহে ভীষণ চমকে উঠল ওর মন। জয় বল্লে "ইনি আমার স্ত্রী—এখন এঁর নাম সীনোরা মুখার্জি। আপনি এঁকে আগে থেকে চিনতেন ?"

সে বল্লে "না।" তারপর পকেট থেকে একটা চামড়ার চ্যাপ্টা নোটকেস্ বার করে তার থেকে একখানা চিঠি বার করে কৃষ্ণার সামনে ধরে বল্লে "এ চিঠি আপনার লেখা ?"

বের্লিন থেকে জয়কে লেখা কৃষ্ণার চিঠি। জয়ের দিকে একবার চেয়ে কোন মতে কৃষ্ণা বললে "হ্যাঁ।"

"মাপ করবেন সীনোরা। আপনাকে আমাদের সঙ্গে এখুনি চলে আসতে হবে। আমরা ইটালীয় পুলিস ডিপার্টমেণ্ট থেকে আসছি—আপনার নামে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ওয়ারেণ্ট রয়েছে। অনেক দিন ধরেই আপনার অনুসন্ধান করা হচ্ছে।"

জয়ের জগতে নিদ্রিত এক আগ্নেয়গিরি সহসাজাগ্রত অগ্ন্যুৎপাতে একমুহূর্তে সহস্রশিখা বিস্তার করে পুড়িয়ে দিলে

সমস্তটা—ভীষণ ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেল তার ভিত্। বাহিরে বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি বল্লে "আমরা কতদিন ধরে খোঁজ করছি। আজ সকালেও আপনাদের হোটেলে গেছলাম সেখান থেকেই আপনাদের সঙ্গে এসেছি। মাপ করবেন সীনোরা, আমার সঙ্গে আসুন তাহলে।"

জয় চম্‌কে জেগে উঠে কৃষ্ণাকে আড়াল করে এগিয়ে এল। রূঢ়ভাবে বল্লে "না। তা কখন হতেই পারে না।"

লোকটি বল্লে, "আমি নিরুপায়, আমায় কর্তব্য ত করতে হবে—কি করব বলুন।" সে কৃষ্ণার দিকে সমর্থনের জন্যে চাইলে।

...বরফে মাজা আকাশে স্বচ্ছ সকালের প্রকাশ। পাইনবনে হাওয়ার মর্মরাণি।...পপিছড়ান ঘাসেঘন সবুজ দিগন্তের বিস্তার, এ্যাসটোরিয়ার বেগুনি ফুলের গুচ্ছ দোলান বাড়ী।......কৃষ্ণা অন্যমনে বল্লে "হ্যাঁ আপনি কি করবেন—।" আঙ্গুরের লতা জড়ান অলিভের কুঞ্জ। দিনের আলোর এ্যাম্বারের মত রং, স্বচ্ছ কালো রাতে তারাভরা আকাশ।......"যাচ্ছি আমি—"কৃষ্ণা বল্লে।

জয় জোরে তার বাহু ধরে আটকালে—"কৃষ্ণা কোথায় যাবে —তুমি বল কী—"

জয়ের দিকে চেয়ে কৃষ্ণা হঠাৎ মাথা নত করলে।—উদ্গত অশ্রুকে গোপন করতে।

পুলিশের লোক কুণ্ঠিতভাবে বল্লে "আমি অত্যন্ত দুঃখিত সীনোরা—কিন্তু আপনাকে এখুনি ত যেতে হবে।"

কৃষ্ণা ধীরে জয়ের হাত ছাড়িয়ে নিলে। তার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালে। গলাকে প্রাণপণে সংযত করে বল্লে "এমন অবুঝ হয় বুঝি,—বারে তুমি না ভারতবর্ষের প্রতীক—তোমার কি পাগল হওয়া চলে— "তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল "দুঃখ করো না।—ক্ষোভ আমার খুব বেশী নেই।......প্রতিদিনের দ্বেষদৈন্য ভরা সংসারের হিংস্র দুঃখে আমার আকণ্ঠ ডুবে ছিল। তুমি এলে, আমায় নিয়ে গেলে এক মৃত্যুহীন আনন্দের মহৎ প্রশান্তির মাঝে। বাইরের যত শাস্তি এখন আমায় কষ্ট দেবে আর কি করে?......স্বর্গের কোনো দেবতা কোনো দিন কোনো মানুষকে এর চেয়ে সত্যি-কারের অমৃত কখন দিতে পারে নি যা দিয়েছ তুমি আমায়"—হঠাৎ কৃষ্ণা অস্থির হয়ে জয়ের কাছে এগিয়ে আসতে গেল—পুলিসের লোকের দিকে চেয়ে তখুনি সে থেমে গেল। নিজেকে সংবরণ করে কোন দিকে না তাকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল, পুলিস কর্মচারীরা তাকে ঘিরে নিয়ে অপেক্ষমাণ মোটারে যেয়ে উঠল। ঈষৎ ধূলো উড়িয়ে একটা নিশ্বাসের মত গাড়ী চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে জয় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল একভাবে। শুধু ভাঙ্গা পাথরের তীক্ষ্ণধার কিনারার ওপর দৃঢ়মুষ্টির নির্মম পেষণে হাতটা কখন কেটে যেয়ে তার তপ্তরক্ত ধূলোয় গড়িয়ে পড়তে লাগল ফোঁটার পর ফোঁটা।......